# গ্লোবাল ডায়ালগ

১৪.১

**একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা**

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

## আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান
## ঝাও টিংইয়াংয়ের সঙ্গে একটি

সারি হানাফী

## জীবন নির্বাহ ব্যয়

ফেদেরিকো নিউবার্গ
ইসাবেলা গুয়েরিন
সুজানা নারোজকি
ইউজেনিয়া মোত্তা
ক্লারা হের্নান্দেজ
মারিয়ানা লুজ্জি
ক্রিস্টিনা সিয়েলো
ক্রিস্টিনা ভেরা
বিবিয়ানা মার্টিনেজ আলভারেজ
ফ্লোরেন্ট বেদেকারাটস
ফ্লোর দাজেট
মিরেই রজাফিন্দ্রাকোটো
ফ্রাঁসোয়া রৌবো
বরিস স্যামুয়েল
বিট্রিস ফেরলাইনো
ক্যারোলিন ডুফি

## মুক্ত আন্দোলন

ব্রেনো ব্রিংগেল
জিওফ্রে প্লেয়ার্স
লরেন্স কব্ব
আলবার্তো অ্যারিবাস লোজানো
সুতাপা চট্টোপাধ্যায়
কার্লোস ওয়াই ফ্লোরেস
লেভ গ্রিনবার্গ

## তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

পাবলো গেরবাউদ

## উন্মুক্ত বিভাগ

> মেধাতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদ
> ফরেনসিক উপনিবেশবাদ
> জাতিসঙ্ঘ সংস্থার মধ্যে (এবং বাইরে) বৈচিত্র্য এবং স্বচ্ছতা

জিডি
খন্ড ১৪ সংখ্যা ১/ এপ্রিল ২০২৪
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

# > সম্পাদকীয়

গ্লোবাল ডায়ালগের ২০২৪ সালের প্রথম সংখ্যায় স্বাগতম। যদি গত বছরটি স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিক দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের প্রত্যাশার একটি পরীক্ষামূলক সময় হয়, তাহলে আমরা এই বছরের জন্য ইতিমধ্যে কিছু নতুন বিষয়বস্তু প্রস্তুত করতে পেরে আনন্দিত। প্রতিটি সংখ্যায় আমরা নতুন প্রকল্প, অংশীদারিত্ব, নতুন যোগাযোগের পদ্ধতি এবং প্রচারের কৌশলগুলো তুলে ধরি, যেখানে এই ম্যাগাজিনের মূল লক্ষ্য হল জনসাধারণের এবং বিশ্বব্যাপী সমাজবিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা।

এই সংখ্যাটি আইএসএ'র প্রাক্তন সভাপতি (যিনি ২০২৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন) সারি হানাফির একটি সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে যেখানে তিনি ঝাও টিংইয়াংয়ের সাথে একটি আকর্ষণীয় আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় বিশিষ্ট চীনা বুদ্ধিজীবীর প্রধান তাত্ত্বিক অবদানগুলো উঠে এসেছে এবং উদার গণতন্ত্রের যে সংকট তার বর্তমান অবস্থা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

পরবর্তী অংশে ফেদেরিকো নিউবার্গ, ইসাবেলা গুয়েরিন, সুজানা নারোজকি 'জীবনযাত্রার খরচ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং তারা আজকের সবচেয়ে নাটকীয় বিষয়গুলোর একটি বর্ণনা করেছেন যা হল মৌলিক জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি এবং বেশিরভাগ মানুষের জীবনযাত্রার অসহনীয় খরচ। তারা এক ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি ব্যাখ্যা করেন, যেখানে তারা এটিকে সংখ্যা বিষয়ক সূঁচকের বাইরে একটি বহুমাত্রিক বা পলিসেমিক ব্যবহারিক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেছেন। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা আটটি প্রবন্ধে বিষয়ভিত্তিক তাত্ত্বিক বির্তকের সাথে বিষয়ের অভিজ্ঞতামূলক আলোচনায় বিভিন্ন অংশীদার যেমন পরিবার, বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারক কিভাবে সংকটের মুখোমুখি হয় তা উঠে এসেছে। এই বিষয়ভিত্তিক বিভাগটি গ্লোবাল ডায়ালগ এবং আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বের ফল। এই উদ্যোগটি ভবিষ্যতের সংখ্যায় অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরো বেশি সংখ্যক শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেয়া।

পরবর্তী বিভাগে আরেকটি নতুন অংশীদারিত্বের সূচনা হয়। ২০১৫ সাল থেকে শীর্ষস্থানীয় স্বতন্ত্র মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম মুক্ত গণতন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত 'মুক্ত আন্দোলন' প্রকল্পটি এখন একটি নতুন বিভাগ হিসাবে গ্লোবাল ডায়ালগে সংযুক্ত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হল সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং আন্দোলনের কারণে আমাদের সমাজের প্রধান পরিবর্তনগুলো বোঝা। আমাদের আগ্রহ অধিক দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো যা সংবাদপত্রের শিরোনামের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় এবং কম দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো যা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মুক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য হল সমাজ পরিবর্তনের একটি বৈশ্বিক সর্বজনীন সমাজবিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি জায়গা তৈরি করা এবং যা আইএসএ'র ভিতরে এবং বাইরে ছড়িয়ে পড়বে। প্রকল্পের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আইএসএ'র সভাপতি জিওফ্রে প্লেয়ার্স এবং আমি 'মুক্ত আন্দোলন' বিষয়ে একটি প্রারম্ভিক প্রবন্ধে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা কি করেছি এবং এখন থেকে আমরা কি করতে চাই তা ব্যাখ্যা করেছি। পরবর্তী প্রবন্ধে গ্লোবাল ডায়ালগের দক্ষিণের অংশের গবেষকদের সমন্বিত গবেষণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে নতুন গবেষক যেমন কক্স, লোজানো এবং চট্টোপাধ্যায়দের প্রয়োজনীয় সহায়তার কথা বলা হয়েছে। আরেকটি অংশ সম্প্রদায়ের মধ্যে অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রকল্পগুলোর ভূমিকা এবং জ্ঞানের বর্ণনা এবং বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করে (ফ্লোরেস)। সর্বশেষ অংশে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে বর্তমান গণহত্যা এবং এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মূল বিষয় হল এই সংখ্যাটি সরল দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে চিন্তা করে (গ্রিনবার্গ)।

এই সংখ্যার তাত্ত্বিক প্রবন্ধটি রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। পাবলো গেরবাউদ একজন বিখ্যাত জনস্বীকৃত বুদ্ধিজীবী যিনি হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্রকে একটি জটিল এবং নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন যাকে তিনি 'অদ্ভুত প্রত্যাবর্তন' বলে অভিহিত করেছেন এবং এর সাথে এই প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব ও এর প্রবণতা বর্ণনা করেছেন। অবশেষে উন্মুক্ত বিভাগে মেধাতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদী মাত্রা (ম্যাসিয়েল), বহুপাক্ষিক সংস্থার বৈচিত্র্যহীনতা এবং পরিস্থতি পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা (গনজালেজ) এবং নিম্ন-বিশ্লেষণ ধরণের উপনিবেশবাদ যাকে মার্ক মুনস্টারজেলম 'ফরেন্সিক উপনিবেশবাদ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন তা তিনটি প্রবন্ধ অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। পরবর্তীটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং চীনের প্রভাবশালী বিজ্ঞানীরা আদিবাসীদের সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং নতুন প্রযুক্তি যেমন পূর্বপুরুষ, অনুমান এবং ফেনোটাইপিংকে এর লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করেছে।

আমি আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ লেখাটি উপভোগ করবেন এবং আমরা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমরা আপনার অবদানগুলো গ্রহন করার জন্য আগ্রহী। সামাজিক মাধ্যমে @isagdmag এ আমাদের অনুসরণ করুন এবং নিজেদের ভাষায় বিশ্বব্যাপী সংলাপ ছড়িয়ে দিতে আমাদের সাহায্য করুন। ■

**ব্রেনো ব্রিঙ্গেল, সম্পাদক, গ্লোবাল ডায়লগ**
অনুবাদ: সালেহ আল মামুন, এমফিল শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।**

**> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ:** globaldialogue@isa-sociology.org

ISA International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

# > সম্পাদনা পরিষদ


**সম্পাদক:** Breno Bringel.

**সহকারী সম্পাদক:** Vitória Gonzalez, Carolina Vestena.

**সহযোগী সম্পাদক:** Christopher Evans.

**নির্বাহী সম্পাদক:** Lola Busuttil, August Bagà.

**পরামর্শক:** Michael Burawoy, Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

**আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:**

**আরব বিশ্ব:** (**লেবানন**) Sari Hanafi, (**তিউনেশিয়া**) Fatima Radhouani, Safouane Trabelsi

**আর্জেন্টিনা:** Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio.

**বাংলাদেশ:** হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, শেখ মোহাম্মদ কায়েস, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, আবদুর রশীদ, মো. সহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সরকার সোহেল রানা, ইসরাত জাহান ইয়ামুন, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, ইয়াসমিন সুলতানা, সালেহ আল মামুন, একরামুল কবির রানা, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, খাদিজা খাতুন, আয়শা সিদ্দিকা হুমায়রা, আরিফুর রহমান, রুমা পারভীন, মো. শাহীন আক্তার, সুরাইয়া আক্তার, আলমগীর কবির, তাসলিমা নাসরিন।

**ব্রাজিল:** Fabrício Maciel, Andreza Galli, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes, Ricardo Nóbrega.

**ফ্রান্স/স্পেন:** Lola Busuttil.

**ভারত:** Rashmi Jain, Manish Yadav.

**ইরান:** Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Elham Shushtarizade.

**পোল্যান্ড:** Aleksandra Biernacka, Anna Turner, Joanna Bednarek, Urszula Jarecka.

**রোমানিয়া:** Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, George Bonea, Marina Defta, Costin-Lucian Gheorghe, Alin Ionescu, Diana Moga, Ramona-Cătălina Năstase, Bianca Pințoiu-Mihăilă.

**রাশিয়া:** Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

**তাইওয়ান:** Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Yi-Shuo Huang, Chien-Ying Chien, Mark Yi-wei Lai, Yun-Jou Lin, Yun-Hsuan Chou.

**তুরস্ক:** Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

*ঝাও টিংইয়াং সারি হানাফির সাথে আলোচনা করেছেন রাজনৈতিক একটি বিকল্প ধারণা নিয়ে যেটিকে তিনি তিয়ানজিয়া সিস্টেম বলে থাকেন।*

*জীবনযাত্রার খরচ, একটি পলিসেমিক ব্যবহারিক বিভাগ যা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একই সাথে ব্যবহৃত হয়, যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন বাস্তবতাকে তুলে ধরে।*

*নতুন বিষয়ভিত্তিক বিভাগ **উন্মুক্ত আন্দোলন** এর লক্ষ্য বিভিন্ন দেশে সামাজিক আন্দোলন এবং তাদের প্রতিকূলতা বিশ্লেষণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া।*


*কৃতজ্ঞতাঃ ওয়্যারস্টক, ফ্রিপিক*

GD

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
*গ্লোবাল ডায়ালগ* প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

# > এই ইস্যুতে


সম্পাদকী ২

## > আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

তিয়ানজিয়া ব্যবস্থা এবং স্মার্ট গণতন্ত্র:
ঝাও টিংইয়াংয়ের সাথে একটি সাক্ষাৎকার
**সারি হানাফি, লেবানন** ৫

## > জীবন নির্বাহ ব্যয়

জীবন নির্বাহ ব্যয়: বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং দৈনন্দিন প্রচেষ্টা
**ফেদেরিকো নিউবার্গ, ব্রাজিল, ইসাবেলা গুয়েরিন, ফ্রান্স, ও সুজানা নারোজকি, স্পেন** ১০

অসামঞ্জস্য: গৃহস্থালি আয় এবং মুদ্রাস্ফীতির অভিজ্ঞতা
**ইউজেনিয়া মোত্তা ও ফেডেরিকো নেইবুর্গ, ব্রাজিল** ১২

সমসাময়িক আর্জেন্টিনায় মুদ্রাস্ফীতির সাথে মোকাবিলা করা
**মারিয়া ক্লারা হের্নান্দেজ, ও মারিয়ানা লুজ্জি, আর্জেন্টিনা** ১৪

ইকুয়েডরের অনিরাপদ জনগোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখতে ইউকার ভূমিকা
**ক্রিস্টিনা সিয়েলো ও ক্রিস্টিনা ভেরা, ইকুয়েডর** ১৬

খাদ্য সরবরাহে নৈতিক দ্বিধা
**সুজানা নারোজকি, ও বিবিয়ানা মার্টিনেজ আলভারেজ, স্পেন** ১৮

মাদাগাস্কারে জীবন নির্বাহের ব্যয় পর্যবেক্ষণ
**ফ্লারেন্ট বেদেকারাটস, ফ্লোর দাজেট, ইসাবেল গেরিন, মিরেই রজাফিন্দ্রাকোটো ও ফ্রাঁসোয়া রৌবো, ফ্রান্স** ২০

মরক্কোতে মূল্য ভর্তুকির ক্ষমতা
**বরিস স্যামুয়েল, ও ফ্রান্স, বিট্রিস ফেরলাইনো, ইতালি** ২২

যুদ্ধের সময় খাদ্য নিরাপত্তা: রাশিয়ার কেস
**ক্যারোলিন ডুফি, ফ্রান্স** ২৪

## > মুক্ত আন্দোলন

'মুক্ত আন্দোলন': পাবলিক এবং গ্লোবাল সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি প্লাটফর্ম
**ব্রেনো ব্রিংগেল, ব্রাজিল/স্পেন, ও জিফরি প্লেয়ার্স, বেলজিয়াম** ২৬

কিভাবে আমরা গবেষণা এবং জনপ্রিয় সংগ্রামগুলো বুঝতে পারি?
**লরেন্স কক্স, আয়ারল্যান্ড, আলবার্তো অ্যারিবাস লোজানো, স্পেন, ও সুতাপা চট্টোপাধ্যায়, কানাডা** ২৯

মায়ান ভিডিও অনুশীলন এবং জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ
**কার্লোস ওয়াই ফ্লোরেস, মেক্সিকো** ৩১

ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট
**লেভ গ্রিনবার্গ, ইসরায়েল** ৩৩

## > তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্রের অদ্ভুত প্রত্যাবর্তন
**পাবলো গেরবাউদ, স্পেন** ৩৬

## > উন্মুক্ত বিভাগ

মেধাতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদ
**ফ্যাব্রিসিও ম্যাসিয়েল, ব্রাজিল** ৩৯

ফরেনসিক উপনিবেশবাদ
**মার্ক মুনস্টারজেলম, কানাডা** ৪১

জাতিসঙ্ঘ সংস্থার মধ্যে (এবং বাইরে) বৈচিত্র্য এবং স্বচ্ছতা
**ভিটোরিয়া গনজালেজ, ব্রাজিল** ৪৩


*"বিকল্প এখনও বিদ্যমান কিন্তু প্রায়ই অদৃশ্য করা হয়, বিশেষ করে জনগণের প্রতিবাদের অনুপস্থিতিতে"*

**ব্রেনো ব্রিংগেল, ও জিফরি প্লেয়ার্স**

# > তিয়ানজিয়া ব্যবস্থা এবং স্মার্ট গণতন্ত্র:

## ঝাও টিংইয়াংয়ের সাথে একটি সাক্ষাৎকার

কৃতজ্ঞতাঃ ঝাও টিংইয়াংয়ের ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগার

**ঝাও টিংইয়াং** হলেন একজন বিশিষ্ট চীনা দার্শনিক এবং নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী যিনি রেনমিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাইনিজ একাডেমি অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস (সি এ এস এস) থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। তিনি সি এ এস এস এর ইনস্টিটিউট অফ ফিলোসফির একজন একাডেমিশিয়ান ফেলো এবং বিশিষ্ট অধ্যাপক। একইসাথে তিনি ঝেজিয়াং নর্মাল ইউনিভার্সিটি, বার্গগ্রুয়েন ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সকাল্টুরা সহ আরও কয়েকটি চীনা এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। চীনা, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় তার অসংখ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বই যার মধ্যে অন্যতম হলো অল আন্ডার হেভেন: দ্য তিয়ানজিয়া সিস্টেম ফর এ পসিবল ওয়ার্ল্ড অর্ডার (২০২১, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস) এবং তার সহ-সম্পাদিত বই ভুল বোঝাবুঝির ট্রান্সকালচারাল ডিকশনারী: ইউরোপিয়ান এবং চাইনিজ হরাইজনস (২০২২), সেন্ট মিল মিলিয়ার্ডস হতে প্রকাশিত। ২০২৩ সালের আগস্টে লেবাননের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুতের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির সাবেক সভাপতি **সারি হানাফি** তার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন।

*সারি হানাফী (এসএইচ): প্রফেসর ঝাও, আমি আপনার শেষ বইটি পড়ে অনেক আনন্দ পেয়েছি, যেটির নাম অল আন্ডার হেভেন: দ্য তিয়ানজিয়া সিস্টেম ফর এ পসিবল ওয়ার্ল্ড অর্ডার। যেখানে আপনি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক দ্বন্দের বর্তমান গুণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান জাতি-পরিসংখ্যান যুক্তির সমালোচনা করেছেন। আপনি তিয়ানজিয়া ধারণাটির প্রস্তাব করেন। এটি একটি চীনা শব্দ যার অর্থ 'স্বর্গের নীচে সমস্ত', পরস্পর নির্ভরশীল হওয়া এবং জাতি-রাষ্ট্রের উপর বিশ্বের প্রাধান্য নিশ্চিত করা। আপনি কিভাবে কয়েক শব্দে তিয়ানজিয়া ব্যবস্থাকে সংক্ষিপ্ত করবেন?*

*ঝাও টিংইয়াং (জেডটি):* আমার মতে বিশ্বের তিয়ানজিয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কল্পনাটি 'সামঞ্জস্যতা' ধারণার সাথে একটি আরও ভাল সম্ভাব্য বিশ্বের স্বপ্ন তৈরি করে, যা 'সম্প্রীতি' হিসাবে আরও জনপ্রিয়ভাবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে। আমি মনে করি সামঞ্জস্য একটি ভাল অনুবাদ, যেমন লিবনিজ ঈশ্বরের দ্বারা তৈরি করা 'সম্ভব সর্বোত্তম জগতের সেরা' বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন জীবের সবচেয়ে ধনী সংগ্রহের ন্যায় 'কম্পোসিবিলিটি' ধারণার সাথে। মজার বিষয় হল, তার তত্ত্ববিদ্যা সত্যিই চীনা বাইবেল আই চিং এর তত্ত্ববিদ্যার কাছাকাছি, যা সমস্ত প্রাণীর 'সামঞ্জস্যতা' ধারণা এর উপর জোর দেয়। 'স্বর্গের নীচে সমস্ত' ধারণাটি তিয়ানজিয়া ব্যবস্থার একটি যেখানে 'বাইরে নেই' অর্থে এমন একটি সর্ব-অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের কল্পনা করা উচিত যেখানে সমস্ত মানুষের 'মহান সম্প্রীতি' বা সমস্ত সভ্যতার 'সামঞ্জস্য' রয়েছে। এটি একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন যে কেন চীন তিয়ানজিয়ার মতো একটি নিয়মতান্ত্রিক বিশ্বের ধারণা নিয়ে তার রাজনীতি শুরু করেছিল, যখন গ্রিসের একটি রাষ্ট্র ছিল পলিস এবং যেটি রাজনীতির দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচনা বিন্দু হিসেবে বিবেচিত ছিল।

কার্ল স্মিটের শত্রুর স্বীকৃতি, মার্কসবাদীদের শ্রেণী সংগ্রাম, মরজেনথাউ-এর ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম, বা হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘর্ষ এর পরিবর্তে একটি পদ্ধতি বা আতিথেয়তায় বৈরিতা পরিবর্তনের শিল্প হিসাবে তিয়ানজিয়া রাজনীতির একটি বিকল্প ধারণার পরামর্শ দেয় যা বিশ্বব্যবস্থার চেয়েও বেশি বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণটা অনেকটাই সহজ: রাজনীতি যদি থামাতে না পারে বা অন্তত শত্রুতা কমাতে না পারে, তাহলে এটি এক ধরনের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটা কোনো রাজনীতি হতে পারেনা। এবং যুদ্ধ রাজনীতির ধারাবাহিকতাকে না বরং রাজনীতির ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করে, যেমনটি মনে করেন কার্ল ভন ক্লজউইৎস। আমরা যদি মারামারি চাই তাহলে রাজনীতি দিয়ে কি করব?

আমার নবায়নকৃত ধারণা তিয়ানজিয়া, প্রথাগত ধারণার চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং ব্যবহারিক। এই ধারণাটি তিনটি সাংবিধানিক ধারণার দাবি করে: (১)

>>

বিশ্বের অভ্যন্তরীণকরণ, একটি অংশগ্রহণমূলক সর্বজনীন ব্যবস্থা যা সমস্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাই এমন একটি বিশ্ব তৈরি করা যাতে আর কোনো নেতিবাচক বাহ্যিকতা নেই। (২) সাম্পর্কিক যৌক্তিকতা, যা একচেটিয়া স্বার্থের সর্বাধিকীকরণের উপরে শত্রুতাকে পারস্পরিক ন্যূনতমকরণের অগ্রাধিকারের উপর জোর দেয়; এবং (৩) কনফুসিয়ান উন্নতি, যা প্রত্যেকের জন্য অ-একচেটিয়া উন্নতি এবং এটি প্যারেটোর উন্নতির চেয়ে ভাল, এবং একজন দ্বারা সংজ্ঞায়িত উন্নতি হতে পারে যদি এবং শুধু যদি অন্য সকলের উন্নতি হয়। কনফুসিয়ান উন্নতি মানে প্রত্যেকেই পাবে অপরদিকে প্যারেটোর উন্নতি মানে কেউ কেউ পায়। আশা করি, একটি নতুন তিয়ানজিয়া ব্যবস্থা বৈশ্বিক সমস্যাগুলো যেমনঃ প্রযুক্তিগত ঝুঁকি, বৈশ্বিক আর্থিক সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী এবং সভ্যতার সংঘর্ষ এর সমাধান করবে।

তিয়ানজিয়া ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশ্বব্যাপী নীতিশাস্ত্র একটি উন্নত 'সুবর্ণ নিয়ম' এর উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত যা খ্রিস্টধর্ম বা কনফুসিয়ানিজমের চেয়ে বেশি সুসঙ্গত। ঐতিহ্যগত সুবর্ণ নিয়ম বলে: "অন্যদের সাথে কখনোই তা করবেন না যা আপনি চান না অন্যরা আপনার সাথে করুক।" এটি তার একতরফা বিষয়বস্তুতা ব্যতীত প্রায় ত্রুটিহীন একটি বিষয়, যা সমস্যাযুক্তভাবে বোঝায় যে কোনটি ভাল বা সঠিক এই সর্বজনীন ধারণাটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে 'আমি' শব্দটির একতরফা কর্তৃত্ব রয়েছে। আমি সুবর্ণ নিয়মটি আবারও লিখতে চাই "অন্যদের সাথে কখনোই তা করবেন না যা আপনি চান না অন্যরা আপনার সাথে করুক।" সাবজেক্টিভিটিকে ট্রান্স-সাবজেক্টিভিটিতে পরিবর্তন করার মাধ্যমে এই নতুন নিয়মটি কঠোরভাবে পারস্পরিক এবং প্রতিসম হয়ে ওঠে, যেটিকে প্রকৃতপক্ষে সর্বজনীন বলা যেতে পারে।

জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে একটি নতুন তিয়ানজিয়া ব্যবস্থার উপলব্ধি করা উচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞানকোষের ফরাসি প্রকল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং এখন সম্ভবত ইন্টারনেট এবং এআই দ্বারা সমর্থিত হয়ে এটি একটি নতুন জ্ঞানকোষের ধারণাকে কল্পনা করে। এটি একটি ভৌত শাস্ত্রের পরিবর্তে জ্ঞানের একটি ধারণা দ্বারা জড়িত এবং সকল সভ্যতার সমস্ত জ্ঞানের প্রতি নিরপেক্ষ সম্মান এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হল এর উদ্দেশ্যে। নতুন জ্ঞানকোষ সর্বজনীন উদ্বেগ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে, বা সকল মানুষ যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে, বা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াগুলোর 'উত্থান' যা প্রচলিত সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যাস এবং জ্ঞানের হ্রাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে হলিজম বা জটিলতার পদ্ধতিতে বোঝা যায় সেই বিষয়টিকে বিকাশিত করবে। এবং পশ্চিমা জ্ঞান দ্বারা একতরফা আলোচনার পরিবর্তে, এটি সকল মানুষের জন্য একটি 'মেটাভার্স লাইব্রেরি' হয়ে ওঠে।

***এসএইচ: তিয়ানজিয়া দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি আজ চীনকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন? আপনার একটি সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে কমিউনিজম চীনে তার পশ্চিমা প্রতিযোগীদের পরাজিত এবং ছাঁটাই করেছে কিন্তু চীনা সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন করেছে। চীনের অস্তিত্ব তার পরিচয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ; অন্য কথায় বললে, কোন কিছু দেখতে কেমন তার চেয়ে এর সত্তার বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। আপনি কি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে এই ধারণাটি বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন?***

***জেডটি:*** তিয়ানজিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি ধারণামাত্র। এটি তার নিজের সময়ে একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে। যাইহোক, এটিকে একটি 'বিশ্ব-প্যাটার্ন রাষ্ট্র' হিসাবে দেখার জন্য আকর্ষণীয়ভাবে চীনের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি সমগ্র বিশ্বের চেয়ে ছোট এবং এর ধারণাগত সম্ভাবনা থেকে অনেক দূরে; সুতরাং, চীনকে তিয়ানজিয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবুও, এটি একটি উদাহরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। সামঞ্জস্য বা সম্প্রীতির অগ্রাধিকারের নীতির অধীনে হান রাজবংশের (২০২-২২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সময় শুরু হওয়া 'এক দেশ, বহু ব্যবস্থা' শাসনের উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে 'বিশ্ব-প্যাটার্নযুক্ত চীন' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদি আপনি সফলভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতি বা ধর্মের মধ্যে সংঘাত কমাতে চান। এটি আধুনিক চীনের জীবন্ত ঐতিহ্যের অংশ।

এটিকে কোন বড় আশ্চর্যের বিষয় হওয়া উচিত নয় কারণ সমসাময়িক চীনের আধুনিক হতে আগ্রহ প্রকাশ, আধুনিক দিনের চীন, চীনের ঐতিহ্যগত দিকগুলোকে অবমূল্যায়ন করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাপের মধ্যে একটি জাতির জন্য আধুনিকীকরণকে টিকে থাকার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। চীনা চিন্তাভাবনা সর্বদা "সকল পরিবর্তনের সাথে টিকে থাকা" বা "পরিবর্তনের মাধ্যমে টিকে থাকা" নীতি অনুসরণ করে। এটা ধর্মীয় বিশ্বাস বা নৈতিক মূল্যবোধ নয়; কিন্তু তবুও অস্তিত্বের একটি 'অন্টোলজিকাল' পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্যই, চীনের বজায় রাখার জন্য তার সাংস্কৃতিক বা ঐতিহ্যগত পরিচয় রয়েছে, যেগুলি তার অস্তিত্বের চেয়ে কম প্রভাবশালী হয় যখন বেঁচে থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে, বা তার কাজগুলি আরও ভাল হয়ে ওঠে। চীন নিছকই 'হওয়া' এর পরিবর্তে 'করা' এর মধ্যে রয়েছে এবং এর পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ তার ধারণার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চীন উন্নতি করতে ভালবাসে যখন হতে এটি আই চিং নামক পরিবর্তনমূলক বই সম্পর্কে জেনেছিল যেটিকে তারা প্রথমদিকে পদ্ধতিগত 'বাইবেল' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আমাদের এখানে একটি পদ্ধতি আছে যা সম্ভব হলে বেঁচে থাকার, বিদ্যমান থাকার, টিকে থাকার এবং শক্তিশালী হওয়ার সর্বোত্তম সুযোগের সন্ধান করে। কনফুসিয়ানিজমকে চীনের গোঁড়া ভাবমূর্তি হিসাবে, সাধারণত যা ভাবা হয় এটি তার চেয়ে কম শক্তিশালী। এটি ইতিহাস জুড়ে এর উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং এটি তার ঐতিহাসিকতার উপর নির্ভরশীল। আমি বলতে দ্বিধাবোধ করছি যে চীন এখনও একটি কনফুসিয়ান সমাজ রয়ে গেছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে 'পরিবর্তনের সাথে থাকার' চীনা পদ্ধতিটি শক্তিশালী এবং কোনো নির্দিষ্ট মান, মতবাদ বা 'ধর্ম' এর চেয়ে বেশি দিন টিকে আছে।

উদাহরণস্বরূপ, এই ধারণাটি 'চীনা ধর্মের' বিভ্রান্তিকর দৃশ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে। একেশ্বরবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, চীন একটি ধর্মহীন দেশ। একটি নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি সমস্ত বিশ্বাসের একটি স্থান, বা এক ধরণের সর্বেশ্বরবাদ; বা বহুদেবতা হিসেবে দেখা যায়। বিশেষ করে, লোকসমাজ এবং অধিকাংশ এলাকায় (মুসলিম এলাকা ব্যতীত), মানুষ অন্যের দেবতাদের ঘৃণা করে না। এর বিপরীতে, বেশিরভাগ লোকই বরং অন্য দেবতার গল্পগুলিকে তাদের নিজেদের মতই গ্রহণ করে, এমনকি তাদের বিশ্বাস থাকে বা অন্তত তাদের সম্মান করে। তাই সাধারণত বৌদ্ধ ধর্ম, তাওবাদ, খ্রিস্টধর্ম থেকে, অনেক স্থানীয় দেবতার মধ্য হতে অনেক লোকের কাছেই দেবতার একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে । যে বুদ্ধিজীবীরা ধর্মকে গুরুত্বের সাথে নেন না, তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের 'ইজম', বাম বা ডান, প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল ব্যবস্থা রয়েছে। আমি তাদের পছন্দে খুব বেশি বিশ্বাস বা আনুগত্য দেখি না; তাদের অধিকাংশই এক দিকে ফিরে যাবে যেটিকে তাদের ভালো মনে হবে।

এসএইচ: উদার গণতন্ত্র ব্যবস্থার সংকট এবং পুঁজি ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিশালী শক্তিগুলি কীভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে তা আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ণয় করেছেন, এটি এক ধরণের 'ট্রোজান হর্স' যা গণতন্ত্রকে এমনভাবে ধ্বংস করেছে যেন গণতন্ত্রের জন্য হুমকি গনতন্ত্রের ভেতর থেকেই আসছে। আপনি কি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

জেডটি: গণতন্ত্রের একটি দুর্বল বিষয় হল এর অস্পষ্ট ধারণা। এটা কখনই একচেটিয়াভাবে সংজ্ঞায়িত নয় এবং এইভাবে আলোচনার জন্য উন্মুক্ত নয়। এই অস্পষ্ট বাহ্যিক গঠনের জন্য সবকিছুই ছদ্মবেশে নিজেকে গণতন্ত্র হিসাবে পরিচয় দিতে চায় এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ন্যায্যতা দাবি করে; এবং এভাবেই অনেক গণতান্ত্রিক 'ট্রোজান হর্স' হয়ে ওঠে। এবং সবচেয়ে খারাপ বিষয় হল তাদের চেহারা এবং অনুশীলনের মিল থাকার কারণে প্রকৃত গণতন্ত্র থেকে তাদের আলাদা করা কঠিন হয়ে যায়। সত্যিকারের গণতন্ত্র আছে কিনা এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না কারণ গণতন্ত্রের নিজস্ব নির্দিষ্ট উৎস এবং জিন থাকার পরেও আমরা গণতন্ত্রের আদর্শ ধারণা বা নীতি কখনও দেখিনি। এখন সবথেকে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে গণতন্ত্রের মতো একই জিন থেকে উৎপন্ন নকল গণতন্ত্রকেই গণতন্ত্রের সত্যিকারের যুগল হিসাবে মেনে নেয়া হচ্ছে। আগোরা, যেখানে গণতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, সেটাও একটা বাজার ছিল। মতামতের বাজার ও পণ্যের বাজার প্রায় একই ধরনের; যদি বেশি লোক

>>

*কৃতজ্ঞতাঃ ঝাও টিংইয়াংয়ের ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগার*

আপেল পছন্দ করে , তবে স্পষ্টভাবেই সবাই আপেলগুলোকে বেশি স্বাগত জানাবে।

একইভাবে যদি বেশি ভোটার ট্রাম্পকে সমর্থন করেন, তাহলে ট্রাম্পকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হবে। অনেকেই এটিকে সমর্থন করবে না, কিন্তু একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক যুক্তির অভাবের কারণে এই বিশ্রী অবস্থার তৈরি হয়। বাজার এবং গণতন্ত্র একই মৌলিক ভিত্তির উপর তৈরি হয়। দুর্ভাগ্যবশত, সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সবসময় সত্য বা সঠিক কথা বলে না; এবং আরও দুর্ভাগ্যবশত, জনগণের পছন্দকে বিভ্রান্ত করার এবং হেরফের করার অনেক উপায় এবং সুযোগ রয়েছে রাজনৈতিক, আর্থিক, এবং গণমাধ্যমের কাছে। ক্ষমতা সবসময় স্মার্ট হয় এবং সেরা কৌশলগুলো জানে। আইনের শাসনের পাশাপাশি বাজারের শাসনের আধুনিক পরিস্থিতিতে, ক্ষমতা জনগণের কাছে বিভ্রম তৈরি করে জনগণের মনকে পুনর্নির্মাণ করে এক ধরনের সস্তা মানসিকতা তৈরি করে। যার ফলে আমরা গণতন্ত্রের পরিবর্তে 'জনপ্রশাসন' দেখি; বা গণতন্ত্রের রূপে জনপ্রশাসন দেখি; অথবা বিকৃত গণতন্ত্র জনপ্রশাসনের নিচে চাপা পড়তে দেখি। এটি হল 'ট্রোজান হর্স' যা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। গণতন্ত্র এবং জনপ্রশাসন দেখতে অনেক বেশি একই রকম হওয়ায় কারণে গণতন্ত্র জনসাধারণের ট্রোজান হর্সকে চিনতে পারেনা তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে গণতন্ত্র নিজেকে পাবলিকরেসি থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সমস্যাটি হল যে বিদ্যমান গণতন্ত্র বুদ্ধিহীন যেখানে জনপ্রশাসনের অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা অনেক বেশি বুদ্ধিমান। গণতন্ত্র হল এমন একটি ব্যবহারিক উপায় যাখানে জনসাধারণ নিজেদের পছন্দ বেঁছে নেয় এবং এর নিজস্ব কোন মন নেই, যার ফলে এটি বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। মৌলিকভাবে, কোনটি ভালো গণতন্ত্র তা নির্ণয় করতে পারে না বা কোনটি সঠিক সেটিকে সমর্থন করে না; এমনকি গণতন্ত্র নিজেকেই ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রকাশ করতে পারেনা। গণতন্ত্র টিকে আছে কারণ এর চেয়ে ভালো বিকল্প নেই। অন্য কথায়, গণতন্ত্র হল অধিকার এবং ক্ষমতার বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি উপায়, কিন্তু ভালো, সত্য বা ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা নয়। তাই গণতন্ত্রের নিজস্ব চিন্তা চেতনা দরকার।

***এসএইচ: আপনি কি কোন বিকল্প কল্পনা করছেন?***

***জেডটি:*** আমার প্রত্যাশা একটি 'স্মার্ট গণতন্ত্র', একটি জ্ঞান-ভিত্তিক গণতন্ত্র। আশা করি, এই গণতন্ত্র এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাকারী শক্তিগুলোর মতই স্মার্ট হয়ে উঠবে, অন্তত বিভ্রান্তিকর জনমতের চেয়ে এটি ভালো হবে। বিস্তারিত বললে,স্মার্ট গণতন্ত্র একটি 'দুই-ভোট ব্যবস্থা' এবং 'দুই স্তরের নির্বাচন' ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত। দুটি ভোট মানে 'এক ব্যক্তি, দুটি ভোট', পক্ষে এবং বিপক্ষ, যা কোনো নির্বাচনে একজনের পছন্দ ও অপছন্দের প্রতিনিধিত্ব করে। এই 'অপছন্দ' ভোটটি একটি অপরিহার্যভাবে পরিবর্তনশীল, যা ব্যক্তির 'পছন্দ' ভোট এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা একজনের মনের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে। তাই 'এক ব্যক্তি, একটি ভোট' এর প্রচলিত সিস্টেমের চেয়ে এই সিস্টেম বেশ ভালো। দুই-ভোট পদ্ধতির প্রাথমিক নিয়মগুলি নিম্নরূপ: (১) সঠিক পছন্দ ভোট বের করার নিয়ম। অর্থাৎ, আসল পছন্দ = পছন্দ অপছন্দ. ধরুন ক এর ৫১% ভাল এবং ৩১% খারাপ, তারপর ৫১% ৩১% = ২০% আসল ভাল; খ এর ৪১% ভাল এবং ১১% খারাপ পায়, তাই ৪১% ১১% = ৩০% আসল ভালো। খ কে বিজয়ী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত; (২) শর্তাধীন সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ম। যদি ক এবং খ এর আসল সুবিধার পরিমান সমান হয়ে যায় তাহলে যার সুবিধা ভোটের পরিমাণ বেশি আছে সে জিতবে।

দুই স্তরের নির্বাচন মানে ভোট শেষ করার ধাপ দুইটি। প্রথমত, সবাই যা চায় সেটা পাবার জন্য ভোট দেয়। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক কমিটি জনগণের পছন্দের জ্ঞানভিত্তিক ভোট গ্রহণ করে এবং এগুলো স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি নির্ধারন করে। সুতরাং, দ্বি-স্তরের নির্বাচন ব্যবস্থা ক্ষমতাকে ভাগ করে ফেলে: লোকেরা সিদ্ধান্ত নেয় তাদের কোনটি পছন্দ এবং বৈজ্ঞানিক কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় কোনটি সম্ভব। যদি এইভাবে ডিজাইন করা হয়, তাহলে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বুদ্ধিমান করা যেতে পারে যাতে এটি নিজেই স্মার্ট হয় এবং নিজেই অযৌক্তিক পছন্দ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। সংক্ষেপে, এটি হবে জ্ঞানভিত্তিক গণতন্ত্র। আমার প্রচেষ্টা আপাতত ভোট ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটি স্মার্ট গণতন্ত্রের জন্য অবশ্যই আরও বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমান ধারণার প্রয়োজন। এই কাজটি ভবিষ্যতে চলতে থাকবে।

>>

***এসএইচ: আপনি 'জ্ঞান-ভিত্তিক গণতন্ত্রের' আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু কমিশন বা কমিটির অংশ হবেন এমন বিশেষজ্ঞদেরকে কি মনোনীত করেছেন? দেখে মনে হচ্ছে 'বিশেষজ্ঞরা' শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাধান প্রদান করছে, কিন্তু তারা প্রায়শই রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে থাকে।***

***জেডটি:*** মনোনয়ন সবসময় একটি সমস্যা। আমি ভয় পাচ্ছি এখানে হয়ত কোন নিখুঁত সমাধান নেই। দলভিত্তিক রাজনীতি অপরিহার্যভাবে পক্ষপাতমূলক। আমাদের কাছে ব্যবহারিকভাবে সম্ভাব্য সেরা উপায় সবসময় সেরা নাও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু আদর্শ গণতন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই আমাদের বাস্তবতার সাথে মানিয়ে চলতে হবে। এই কারণেই আমার কল্পনাকে গণতন্ত্রের আমূল সংস্কারের পরিবর্তে গ্রহণযোগ্য উন্নতিতে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। কিন্তু, স্মার্ট গণতন্ত্র চালানোর জন্য আমরা কীভাবে বৈজ্ঞানিক কমিটির জন্য বিশেষজ্ঞদের মনোনীত করব? আমার ধারণা প্রচলিত পদ্ধতিতে সু-স্বীকৃত প্রার্থীদের নিয়ে এ কমিটি গঠন করা যাতে পারে। একজনের খ্যাতি একটি সুস্পষ্ট সামাজিক সত্য। উদাহরণস্বরূপ, যারা নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী, যারা এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার জিতেছেন এবং তাই সাধারন লোকেরা যা করতে চায় তার সম্ভাব্যতা বা ঝুঁকি সম্পর্কে তারা বেশি জানেন। অবশ্যই, খ্যাতি ভুল স্থান হতে পারে, তবে জ্ঞান অবশ্যই অজ্ঞতার চেয়ে ভাল। বিশেষজ্ঞদের রাজনৈতিক প্রবণতা থাকতে পারে তবে আমরা যেটা আশা করতে পারি সেটা হল তারা সৎ থাকবে। গোপন আর্থিক লেনদেন বন্ধ করারও উপায় আছে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমার স্মার্ট গণতন্ত্রের তত্ত্ব, একটি 'মিশ্র রাজনৈতিক জিন' এর সমন্বয়ে তৈরি মডেল যাতে আধুনিক গণতন্ত্র থেকে প্রায় ৫০%, জনসাধারণের বিষয়ে জিজির সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত থেকে ৩০% এবং প্লেটোর 'দার্শনিক রাজা' থেকে ২০% নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আমি জনগণের বিষয়ের সাথে সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত নিয়মের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি। এটা আদর্শিক ব্যাপার থেকে দূরে সরে যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার নিয়ে বেশি আলোচনা করে।

***এসএইচ: আপনার কাজ পড়ে মনে হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে করা আপনার গঠনমূলক সমালোচনা আজ কেন আমরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলছি সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন নিষিদ্ধ ব্যবস্থা নয়; এমনকি এটি তার 'ট্রোজান হর্স' সহ (পরিবেশগত, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক) বিকল্প উৎপাদন করতে সক্ষম।***

***জেডটি:*** আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে গণতন্ত্র কোন নিষিদ্ধ ধারণা নয়। প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের বিকল্প এবং সামাজিক আন্দোলনগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত গণতন্ত্র হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, যদিও তারা কিছু সংস্থার দ্বারা সমর্থিত বা অনুগত হয়ে থাকে। তারা কোন 'ট্রোজান হর্স' নয়; এবং আমি তাদের সম্মান করি। আমি ধারণা করছি আপনি এই বিষয়ে একমত হবেন যে গণতন্ত্রের একটি ভাল দিক হল সামাজিক আন্দোলন। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সামাজিক আন্দোলনগুলো গণতন্ত্রের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এটা খুব ভাল। তবুও, আমার দৃষ্টিতে একটি বাস্তব সমস্যা হল যে সামাজিক আন্দোলন করার সময় নানা ধরণের অযৌক্তিক সমস্যা এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের তার নিজস্ব ব্যবস্থার উর্ধ্বে গিয়ে বা বিশ্বের কোন কিছু নিয়ে কাজ করার ঝুঁকির ক্ষেত্রে কখনও কখনও বিষয়গুলো গঠনমূলক না হয়ে ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। এটি আমাকে একটি পুরানো কথার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় সেটি হল: "একজন গৃহিণী একটি পরিবার চালানোর খরচ সম্পর্কে জানেন।" আমি সবকিছুর পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিজেকে আরও স্মার্ট করার জন্য সাজানোর উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের উপর জোর দিতে চাই। 'শান্ত গণতন্ত্র' উষ্ণ গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি বিচক্ষণ এবং নির্ভরযোগ্য। আপনার জন্য আমার প্রশ্ন হল: আমরা যদি আমাদের সমাজের পরিবর্তন চাই, তাহলে কোন পরিবর্তনগুলো একটি সমাজের জন্য ভাল সেটি আমরা কিভাবে জানতে পারব? বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই, কোন বিষয়টি ভালো এটি নিয়ে গণতন্ত্র ব্যবস্থায় অস্পষ্টতা থাকতে পারে। এটি খুব মজার অথবা মজার বিষয় নাও হতে পারে যে, আমাদের দার্শনিকদের এখনও 'সঠিক বা ভালো' কী হতে পারে সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। আজ গণতন্ত্রের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। এটি এমন একটি বিষয় যা অত্যন্ত মূল্যবান হওয়া উচিৎ।

***এসএইচ: আপনি গণতন্ত্রকে একটি মূল্যবোধ হিসাবে প্রশ্ন করেন; কিন্তু যা মূল্যবোধ গঠন করে তা হল গণতন্ত্রের যোগ্যতা। এই কারণেই আজ আমরা উদার গণতন্ত্রের কথা বলি। আমি সিরিয়ায় বড় হয়েছি যেখানে বাথ নামক নেতৃস্থানীয় দল 'জনপ্রিয়' শব্দটি গণতন্ত্রের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করে। যখন আপনি গণতন্ত্রের সাথে উদারতাবাদকে যুক্ত করেন, তখন এর অর্থ দ্বারায় ধর্ম, আলাপ-আলোচনা, সাংবাদিকতা এবং সমাবেশের স্বাধীনতা, যার মাধ্যমে সমিতি এবং রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাকে বিমূর্ত (এবং বস্তুগত নয়) উপায়ে গ্রহণ করে থাকে। আমাদের কি এই মূল্যবোধের সমালোচনা করা উচিত? সিরিয়ার 'জনপ্রিয়' গণতন্ত্রে, আপনি শাসক গোষ্ঠীর আদর্শকে গ্রহণ না করলে সমিতি এবং রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এবং এক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকেনা। উপরন্তু, সংসদের ভোটদান পদ্ধতিটি অনেকটাই জটিল ছিল, যেখানে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষিত ছিল, যা আমার মতে একটি প্রশংসনীয় ঘটনা যদিও এই দুটি বিভাগ নিজেদেরকে সংগঠিত করার জন্য স্বাধীন হয়ে কাজ করেনা। এইভাবে, 'জনপ্রিয়' শব্দটি উদারনীতি বিরোধী মূল্যবোধে পরিপূর্ণ, কিন্তু সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে নিতান্তই সামান্য বোধ ধারণ করে। এই কারণেই আমরা গণতন্ত্রকে এর যোগ্যতা ছাড়া আলোচনা করতে পারি না। গণতন্ত্রের বর্তমান 'মতামত-ভিত্তিক' গঠন থেকে একটি নতুন 'জ্ঞান-ভিত্তিক' গঠনে যাওয়ার জন্য আপনি যোগ্যতা অর্থে 'স্মার্ট' শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন। যাইহোক, দুটি ঐতিহ্যের (জনপ্রিয় ও উদারনৈতিক) সাথে কীভাবে স্মার্টনেস শব্দটি অবস্থান করে বলে আপনি মনে করেন?***

***জেডটিঃ*** আপনার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের জন্য ধন্যবাদ; এটি স্বগৃহে আঘাত হানে। 'স্মার্ট' গণতন্ত্র কেমন হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমি বলব যে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই একইসাথে বলা যায় সত্যিকারের গণতন্ত্র তৈরি করাটা একটি সমস্যাযুক্ত ধারণা হতে পারে। আপনি ঠিক বলেছেন: তখনই গণতন্ত্র কিছু মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত হবে যখন এটি একটি যোগ্যতার সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে গণতন্ত্র ধারণাটি একটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং আমরা এই বিষয়ে একমত হতে পারব না যে গণতন্ত্র মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেগুলো আমাদের সাথে সম্পর্কিত না। অতএব, যোগ্যতা গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যোগ্যতা শব্দটি আরও গভীর সমস্যা এবং দ্বন্দ্ব প্রকাশ করতে পারে। গণতন্ত্রের প্রকাশভঙ্গি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ, স্বার্থ এবং ক্ষমতার প্রকৃত সাধনাকে আড়াল করতে পারে।

আপনার যোগ্যতার ধারনাটি আলোকপ্রদ; এটা আমাকে মূল্যবোধের অবস্থান কোথায় হতে পারে সে সম্পর্কিত জটিল সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রত্যেকের কাছেই মূল্যবোধের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আছে; অন্যথায়, তারা সবকিছু চেষ্টা করার মত একটি প্রবণতার দ্বিধার মধ্যে আটকে থাকত। মূল্যবোধের অবস্থান বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয় এবং এর ফলেই সর্বত্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। বৈষম্য একটি অপ্রীতিকর শব্দ, কিন্তু এটি এই সত্যটিকে নির্দেশ করে যে প্রত্যেকেই বৈষম্য করছে যদিও বেশিরভাগ মানুষেরা যে কোনও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চায়। গণতন্ত্রের একটি যোগ্যতা বা আংশিক মালিকানা, উদারনৈতিক বা জনপ্রিয়, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয়গুলোতে দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য কমানোটা প্রায় অসম্ভব এবং এমনকি এটি সামাজিক অরাজকতা বা সামাজিক বিভাজন বাড়াতে পারে। তাই আমি দাবিকৃত মূল্যবোধ, সেগুলো যতই আকর্ষণীয় হোক না তাঁর উপর নির্ভর না করে বরং অন্য কিছুর উপর নির্ভর করব। আমি এর পরিবর্তে গণতন্ত্রের পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য 'বুদ্ধিমত্তার বিন্যাস' এর বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করব। একটি বুদ্ধিমত্তা খচিত গণতন্ত্রের প্রত্যাশায়, যেখানে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা জ্ঞানকে চূড়ান্ত করার ক্ষমতা দেবে - যাকে আমি 'স্মার্ট গণতন্ত্র' বলি। একটি দূরদর্শী অর্থে, সুপার এআই ভবিষ্যতে মানুষের মতো করে চিন্তা করতে অথবা মানুষের

>>

চিন্তার সাথে তাল মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে এবং অবশেষে এআই-মানব ট্রান্স-সাবজেক্টিভিটি তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে যা আশা করি আরও স্মার্ট এবং কম আদর্শিক। গণতন্ত্রের অর্থ হল প্রতিযোগী রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি আরাধনার পরিবর্তে সমগ্র সমাজের সেবার জন্য জনসাধারণের পছন্দ তৈরি করা।

***এসএইচ: একটি শেষ প্রশ্ন, যা আমাদের পাঠকদের জন্য খুবই আগ্রহের বিষয় হতে পারে। সম্প্রতি, আপনি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাথে সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি নামক ইউরো-চীনা অভিধানের সহ-সম্পাদনা করেছেন। এই ধারণাটি দুর্দান্ত কারণ আপনি উত্তর-উপনিবেশিক দৃষ্টান্তের বাইরে গিয়ে যেখানে আপনাকে অবশ্যই বিভিন্ন (দক্ষিণ) নতুন ধরণের জ্ঞানের সমন্বয় করতে হয়েছে এবং একইসাথে বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে আপনার ইউরোপীয় সহকর্মীদের সাথে কাজ করতে হয়েছে। এটি অনেকটা চীন-ফ্রাঙ্কো গবেষণা গোষ্ঠীগুলোর মতো যারা পশ্চিম-পরবর্তী সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এবং একসাথে কাজ করছে।***

***জেডটি:*** প্রথাগত বিরোধীদের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়ে আমাদের একটি নতুন এবং আরও ভাল জ্ঞান তৈরি করতে হবে। আমি উত্তর-উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঔপনিবেশিকতা, বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, প্রাচ্যবাদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হিসাবে ভাবিনা। ঔপনিবেশিক ধারণা এবং নিদর্শন দ্বারা আমাদের চিন্তা সীমিত হবে, কখনও কখনও ফাঁদে পড়তে হবে এবং বিভ্রান্ত হতে হবে, যখন আমরা উত্তর-উপনিবেশিক উপায়ে কথা বলবো বা আমাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা 'অব্যক্ত' করার চেষ্টা করব। এটি অনেকটা ঔপনিবেশিকদের দ্বারা 'আমাদের' উপর এই ধরণের প্রাচ্যবাদী ছবি আরোপিত করার মতো। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি যদি উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে কথা বলি, আমার চিন্তাশক্তির নির্মাণকৌশল উপনিবেশিক ধারণা দ্বারা নির্মিত হবে। এটি উপনিবেশিক আলাপআলোচনা হিসেবে স্থান পাবে এবং আমার কথাগুলো আমার নিজের চিন্তাশক্তিকে প্রকাশ করবে না। অথ বা, আপনি যদি বলেন, "আপনার এবং আমার চিন্তাশক্তি একরকম নয় বা মতামতের অমিল থাকতে পারে, তাহলে আপনার সুযোগ এবং দৃষ্টিশক্তি ঔপনিবেশিক বা প্রাচ্যবাদী দিগন্ত দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে এবং একইসাথে আপনার চিন্তার স্বাধীনতা হারিয়ে গেছে। জ্ঞানের বৈরিতা অনুজ্বল এবং নেতিবাচক। আমি পরিবর্তে সমস্ত মানুষের মুখোমুখি প্রাথ মিক এবং সাধারণ সমস্যাগুলির সাথে পুনরায় শুরু করব, এবং আমরা বিভিন্ন ধারণা, আরও ভাল যুক্তি, বা আকর্ষণীয় পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি বন্টন এবং বিনিময় করতে পারি; যার ফলে আমাদের সকলের উপকার হতে পারে। আমি এটিকে 'ট্রান্সকালচারাল গুণ' বলি যা একটি প্রাথমিক রূপক যার থেকে আমি একটি ভাল পায় খুঁজে পেতে পারি।

এটা স্বাভাবিক যে দুজনের মধ্যে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে; অন্যের চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে সবসময়ই আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার একটি কারণ আছে। আমাদের বা তাদের তত্ত্বগুলো এবং আমাদের বা তাদের ধার-ণার অন্তর্নিহিত অনুমান সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা দেখে এবং আমরা আমাদের মৌলিক ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করে পারস্পরিক বিভ্রান্তি কমাতে পারি। ■

অনুবাদক : রুমা পারভীন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

# > জীবন নির্বাহ ব্যয়:

## বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং দৈনন্দিন প্রচেষ্টা

**ফেদেরিকো নিউবার্গ,** ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অব রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল। **ইসাবেলা গুয়েরিন,** রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট, ফ্রান্স এবং **সুজানা নারোজকি,** বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেন।

*কৃতজ্ঞতাঃ ভিটোরিয়া গঞ্জালেজ, ২০২৪।*

গ্লোবাল ডায়ালগ এবং আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের যৌথ প্রয়াসের ফলাফল হিসেবে এই তাত্ত্বিক বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে। এখানে সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানে প্রকাশিত কোন একটি *বিশেষ সংখ্যার* কিছু উল্লেখযোগ্য ফলাফল একটি বৃহত্তর অংশের শ্রোতাদের কাছে সহজলভ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই নিবন্ধে আমরা জীবন নির্বাহ ব্যয়ের ধারণাটি প্রবর্তন করব যা একইসাথে অতিরঞ্জিত এবং তা বিশেষজ্ঞদের জগতে অপব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি একটি স্থানীয় ধারণা যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে বিপথগামী করে এবং সংকটকালীন সময়ে নানাবিধ প্রচেষ্টা এবং অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে। আমরা একটি বহু-স্কেল, ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করি যা সমসাময়িকতায় পলিক্রাইসিস দ্বারা উৎপাদিত দ্বিধাগুলো পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও জ্বালানির মতো মৌলিক জিনিসের দাম বৃদ্ধি, শ্রমবাজারের দূরাবস্থা এবং বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর পর মজুরি হ্রাসের সম্মিলিত প্রভাব। সঙ্কটের এই বহুমাত্রিকতা সেই উপায়গুলোকে প্রভাবিত করেছে যার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনযাপনের যোগ্য উপায় খোঁজে। এক-ইসাথে আমরা জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রা এবং বিশেষজ্ঞদের জগতে, জনসম্মুখে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত সংঘাত ও সংগ্রামের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

### > প্রেক্ষাপট

কোভিড-১৯ মহামারী, জলবায়ু সংকট এবং পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধের সম্মিলিত প্রভাব জনসাধারণের বিতর্কে ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্ষুধাকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে তুলেছে। অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে খাদ্য, পানি এবং জ্বালানীর মতো অপরিহার্য পণ্যগুলোর সরবরাহ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং অনেক মানুষকে এ বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মূল্যের একটি অভূতপূর্ব

>>

চক্র একটি বৃহৎ পরিকল্পিত আকারে উন্মোচিত হয়েছে। এটি কেবল গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর দরিদ্র এবং তথাকথিত মধ্যবিত্তদেরই নয়, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ধনী দেশগুলোকেও প্রভাবিত করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বৈশ্বিক খাদ্য মূল্য সূচক ২০২২ সালের মার্চ মাসে ৬০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, যখন একইসাথে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঐতিহাসিক সিরিজ ১০০ বছরের মধ্যে খাদ্য ও শক্তির দামের সর্বাধিক বৃদ্ধিও নির্দেশ করেছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্য বর্তমান বহু সংকটের একটি মূল কারণ, যেমন কর্মসংস্থানের অভাব বা এর অনিশ্চিত প্রকৃতি, মজুরির প্রকৃত মূল্য হ্রাস, ব্যাপক স্থানান্তর এবং পরিবেশগত জরুরি অবস্থা সবই ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত।

## > অভিমত

জীবন নির্বাহ ব্যয় এমন একটি ব্যবহারিক বিভাগ যার একইসাথে অনেক অর্থ হতে পারে। এখানে আমরা এই অর্থের ভিন্নতা নিরুপনের চেষ্টা করব। জীবন নির্বাহ ব্যয় এই ধারণাটির উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। এটি আধুনিক অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের সাথে সাথে মানুষের জীবনকে সংখ্যা ও অর্থ দ্বারা সরণীভুক্ত করার একটি প্রয়াস। মানুষের জীবন ধারণের জন্য নূন্যতম কিছু প্রয়োজন রয়েছে যার জন্য আমাদের কিছু মূল্য পরিশোধ করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা এক ঝুড়ি পণ্যের আর্থিক মূল্য বিবেচনা করতে পারি। পণ্যের দাম পরিবর্তনশীল এবং দামের এই ভিন্নতা সময়ের পরিবর্তনের সাথে যেমন সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক হিসেবে শতাংশে তুলনামূলকভাবে আলোচিত হয়। এভাবে বিশেষজ্ঞদের জগতে জীবনযাত্রার ব্যয় অভ্যন্তরীণভাবে দুটি প্রধান দিকের সাথে সম্পর্কিত। প্রথম বিষয়টি মুদ্রাস্ফীতিকে একটি সামাজিক তথ্য এবং সরকারের বিষয়বস্তু হিসেবে বোঝার সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিষয়টি প্রয়োজনীয়তা বা মৌলিক চাহিদার ধারণার সাথে সম্পর্কিত। মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি এবং জীবনযাত্রার খরচ একত্রে বিতর্কের একটি ক্ষেত্র তৈরি করে যেখানে সরকারি সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং মানবিক সংস্থা - সবাই মিলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণ বিতর্ক এবং রাজনৈতিক সংঘাতের রূপরেখা তৈরি করে।

একই সময়ে, জীবনযাত্রার ব্যয়ের ধারণাটি কেবল অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ কিংবা অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনায় জড়িত মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এর অস্তিত্ব বাইরেও বিদ্যমান। জীবনযাত্রার ব্যয় একটি ব্যবহারিক বিভাগ যা একটি সংখ্যাবাচক সারণীর থেকে অনেক বেশি কিছু কেননা এটি একজন মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সাধারণ জীবন প্রবাহকে প্রভাবিত করে। এর দ্বারা মানুষের কাজ, কৌশল, প্রাত্যহিক আনন্দ কিংবা হতাশাকে অর্থবহ করার অসংখ্য পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাকে বোঝায়। একইসাথে এটি সে সকল সামাজিক আন্দোলন এবং আইন লঙ্ঘিত গোপন কার্যকলাপগুলোকেও বোঝায়, যার একটি উদাহরণ হল মুদ্রাস্ফীতি বা ব্যয়বহুল জীবন যাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।

## > একটি শূন্যস্থান পূরণ

অর্থনীতি এবং মানবতাবাদের এ শাখা ক্রমবর্ধমান জীবনযাপনের ব্যয়, দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধাকে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো প্রান্তিক বিষয় হিসেবে গণ্য হয় যার ফলে এগুলো তাদের আলোচ্যসূচীতে স্থান পায়না। আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের এই বিশেষ সংখ্যার তাত্ত্বিক অংশটির লক্ষ্য হলো এই শূন্যস্থানটি পূরণ করা। এটা করার জন্য আমরা এমন একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করছি যা একই সাথে বহু বিভাগীয় এবং বহু মাত্রিক। এই ভলিউমের নিবন্ধনগুলো বিভিন্ন তাত্ত্বিক এবং বিষয়ভিত্তিক ধারায় যেমন রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, বাজার, দ্রব্যমূল্য এবং সংখ্যাগত অর্থনীতি, অর্থনৈতিক এবং নারীবাদী সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ অনুশীলনের নৃবিজ্ঞান এবং তার গভীর প্রভাব ও সংবেদনশীলতা এবং খাদ্য ও জীবনের রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে। একই সময়ে, এখানে আলোচিত নিবন্ধগুলো আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলোর মধ্যে জড়িয়ে পড়া, মানবিক সংস্থাগুলোর ব্যাপক প্রভাব ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে জীবনযাত্রার সূচকগুলোকে সংজ্ঞায়িত করতে সহায়তা, জাতীয় সরকারের ধরণ-পদ্ধতি ও তাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং জনগণ ও পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে জীবনযাত্রার ব্যয়ের ঘনিষ্ঠতা এবং সংবেদনশীলতা দেখায়।

গণ বিতর্ক, বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান, সাধারণ নাগরিকদের ধারণা এবং অনুশীলন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হতে পারে, তবে এগুলো একটি অপরটিকে একই কাতারে নিয়ে আসতে এবং সংগঠিত করতে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, এই সহ-নির্মাণকে চিন্তা, দ্বন্দ্ব ও প্রচলন দ্বারা সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান উদ্ভাসিত করতে পারে। এটি এমন একটি তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি যা জীবনযাত্রার ব্যয় কীভাবে অসমভাবে বিতাড়িত হয়, কীভাবে এই বৈষম্যগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, কীভাবে নীতি নির্ধারক, বিশেষজ্ঞ মহল এবং পারিবারিক পর্যায়ে এসব সংকট পরিচালিত হয় এবং অন্যান্য সংকটের সময় গড়ে ওঠা সামাজিক অবস্থানকে সমর্থন বা উপেক্ষা করার বিষয়ে আলোকপাত করে।

আমরা দ্বৈত অর্থে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্লোবাল নর্থ এবং গ্লোবাল সাউথের অতীত এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করি এবং মূল্যস্ফীতি, দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধার মধ্যে জীবনযাপনের জন্য দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র মাত্রার সাথে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মাত্রার বৃহৎ প্রক্রিয়াগুলোকে সম্পর্কিত করার বিষয়ে আলোকপাত করি। মাত্রা এবং প্রক্রিয়ার এই জটিলতাগুলো ক্ষমতা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নকে পুনরুজ্জীবিত করে যেমন - কোনটি বৈধ, গ্রহণযোগ্য, স্বাভাবিক বা মৌলিক এবং কোনটি নয় এবং সেটি কার মতে। সেইসাথে জাতীয় প্রেক্ষাপট, ইতিহাস, লিঙ্গ সম্পর্ক এবং জাতিগত ও শ্রেণীগত পার্থক্যের বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে একটি জীবনযাপনের মূল্য কী তা নিয়ে নৈতিক বিতর্ককেও পুনরুজ্জীবিত করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ফেদেরিকো নিউবাগ <federico.neiburg@gmail.com>

অনুবাদ:
মোছাঃ সুরাইয়া আক্তার, মাস্টার্স শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

# > অসামঞ্জস্য:

## গৃহস্থালি আয় এবং মুদ্রাস্ফীতির অভিজ্ঞতা

**ইউজেনিয়া মোত্তা** এবং **ফেডেরিকো নেইবুর্গ**, ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল

*মেয়ার কমপ্লেক্স, ২০২০*
*কৃতজ্ঞতাঃ ব্রাজিল দে ফ্যাটো।*

এই নিবন্ধে আমরা রিও ডি জেনিরো শহরের 'কমপ্লেক্সো দ্যা মারে' (মারে কমপ্লেক্স) নামে পরিচিত একটি ফাভেলা এলাকার বাসিন্দারা কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষিতে, ২০২১ এবং ২০২২ সালে কিভাবে খাবার এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির সম্মুখীন হয়েছেন তার তুলনামূলক আলোচনা করেছি। আমরা বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে বস্তুগত পরিবর্তন এবং ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করতে সামঞ্জস্য (এবং এর পরিবর্তিত রূপ যেমন অসামঞ্জস্য এবং পুনঃসামঞ্জস্য) ব্যবহার করি। তবে এক্ষেত্রে অবিলম্বে বা অদূর ভবিষ্যতে মানুষ এবং পরিবারের প্রত্যাশিত একটি আদর্শ সুখী জীবনের জন্য প্রয়োজন এমন বিষয়াবলি মাপকাঠি হিসেবে গুরুত্বারোপ করা হয়। আমরা সামঞ্জস্য কাজ বলি সেই দৈনন্দিন কার্যক্রমকে, যার মাধ্যমে মানুষ এবং পরিবার আয়ের অস্থিরতা, অর্থ প্রবাহের তারতম্য, মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে হতাশাজনিত ব্যবস্থাপনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ; যা এই সংকটের কারণে ঝুঁকির মধ্যে ছিল বা পরিবর্তিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যের ওঠানামা যাচাই করা, নতুন উপায়ে শহর ঘুরে যাচাই করা, বিদ্যমান ব্যয়কে পুনরায় যাচাই করা এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা, যা এই ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে সামঞ্জস্য কাজ বলতে কল্পনা, গণনা অনুমান এবং একসাথে করার উপায়গুলোর সংমিশ্রণ, যা কি, কীভাবে, কোথায় এবং কেন কেনা বা বিক্রি করতে হবে এই ব্যাপার স্পষ্টভাবে মূল্যায়ন করে।

### >অসাধারণ ঘটনা এবং সাধারণ জীবন

কোভিড-১৯ মহামারী, অর্থনৈতিক সংকোচন এবং নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি, এ দুইয়ে মিলে সাধারণ মানুষ নানানভাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, যা তাদের সাধারণ জীবনযাত্রার প্রবাহের মাধ্যমে অসাধারণ নানাবিধ ঘটনাসমূহ মোকাবিলা করার স্বতন্ত্র উপায় তৈরি করে। আমরা যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের মধ্যে কিছু লোকের জন্য এই সময়ের মধ্যকার অভিজ্ঞতা তাদের জীবনের অস্থিরতা, দরিদ্র্যতা এবং সংগ্রামের স্থায়ী রুটিন থেকে মোটেও আলাদা ছিল না। এই পরিস্থিতি তাদের সারাজীবন এবং প্রজন্ম জুড়ে লালিত বিভিন্ন খাপখাওয়ানো কৌশলগওলোকে পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। অন্যদের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি এবং আয় কমে যাওয়ার সাথে অন্যান্য ঘটনাগুলোর, যেমন পরিবারে অসুস্থতা এবং মৃত্যু, ব্যতিক্রমী অনুভূতির সম্মুখীন করে। এখনও অনেকের ক্ষেত্রে মহামারী এবং পরবর্তীতে নিত্যপন্যের মূল্যবৃদ্ধি নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই বৈচিত্র্যসমূহ বৈষম্য তৈরির ডিফারেনশিয়াল প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে যা মুদ্রাস্ফীতি এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সাথে যুক্ত। বিশেষ করে মারে কমপ্লেক্সে, পারিবারিক বাজেটের প্রথম তিন খাত যথাক্রমে খাদ্য, ঋণ-পরিশোধ এবং আবাসিক সেবা এ সবগুলোকে বিবেচনা করা হয়।

গতিশীলতা (যা কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ করার লক্ষ্যে নীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল) এবং আয়ের উৎসের অস্থিরতা উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের জীবনের সবকিছুই ক্ষণস্থায়িত্বে বন্দী, যা একই সঙ্গে বিঘ্নিত এবং পুনরাবৃত্তিমূলক। তবে, যাইহোক, সংকটের এই রুটিনাইজেশনের প্রেক্ষাপটেই, মূল্য বৃদ্ধি (বিশেষ করে খাদ্য এবং রান্নার গ্যাস) পরিবার্বের অন্তঃস্থলে আঘাত করে যেখানে জীবনের পুনরুৎপাদন সম্পন্ন হয়। এ কারণে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বাড়িতে তীব্র এবং বিশেষ পুনঃসংযোজনের চেষ্টা প্রয়োজন (গৃহস্থালীয় অর্থনীতি, নিয়মিত কার্যক্রম, এবং প্রত্যাশগুলোর

>>

বাস্তবতার মধ্যে সাবধানতার মধ্যে) যেমন, খাওয়া এবং রান্না অভ্যন্তরীণ আচরণের পরিবর্তন, যে কেউ যা প্রয়োজনীয় মনে করেন তা পুনর্বিন্যাস করা, আয় উৎপাদনের কার্যক্রমগুলো পুনরায় প্রয়োজনীয় করা, ঋণ নেওয়া, বা সরকারের দ্বারা প্রদানকৃত অনেকগুলো জরুরি সাহায্য প্যাকেট ব্যবহার করা।

বাড়িগুলো হল সেই প্রধান স্থান যেখানে আমরা যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের জীবন পুনরুৎপাদন করা হয় এবং রান্নাঘরটি হল যত্নের কার্যক্ষেত্র, যা একটি ঘর এবং তার অধিবাসীদের কর্তৃত্বে সৃষ্টি হয়। এইভাবে খাবার কেনার, প্রস্তুত করার, খাওয়ার এবং সময়ের সাথে খাবার বিক্রয়ের পরিবর্তনগুলো খাবার ও গ্যাসের দামের উচ্চতার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। আমাদের দৃষ্টিতে, বাড়িগুলো একই সময়ে উপাদান, আবেগপূর্ণ এবং প্রতীকী স্থান, যাকে সম্প্রীতি এবং তার অধিবাসীদের মধ্যে সহযোগিতা এবং টেনশন দ্বারা প্রবৃদ্ধ করা হয়, যা অগ্রতার বাঁধ দ্বারা গঠিত, যা লিঙ্গ এবং প্রজনন সম্পর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

## > গৃহস্থালি আয়

গার্হস্থ্য বিভাগে প্রক্ষিপ্ত চিত্রের বিপরীতে, যা সাধারণত পরিসংখ্যানগত গবেষণা এবং বিশেষত খাদ্য নিরাপত্তা সমীক্ষায় ব্যবহৃত হয়, এক্ষেত্রে পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। তারা বাড়ির নেটওয়ার্ক এবং বিন্যাসের অংশ গঠন করে। তাদের মধ্যে নিকটত্ব বা দূরত্ব (বা তাদের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতার মাত্রা) সামাজিক দূরত্বের গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তদুপরি, বাড়িগুলো শুধুমাত্র ভোগের জায়গাই নয়, মেরামত সেবা বা ব্যক্তিগত যত্নের বিক্রয় এবং বিক্রির জন্য খাদ্য প্রস্তুতির মাধ্যমে আয় সৃষ্টির স্থানও। বাসস্থান নিজেই, বা একটি জানালা বা একটি ঘর, বাজার হিসেবে কাজ করতে পারে। বিক্রয় মাঝে মাঝে বা কিছুটা নিয়মিত হতে পারে এবং কখনও কখনও পরিবারের অন্য সদস্যরা বাড়ির বিন্যাসের সহায়তা করে।

মুদ্রাস্ফীতির সময়কালে পরিবারের গতিশীলতা বর্ণনা করার মূল চাবিকাঠি, বিশেষ করে খাদ্যপণ্য এবং গ্যাসের ক্রমবর্ধমান দামের প্রেক্ষাপটে, হল ঘরের (দিনহেইরো দা কাসা) অর্থের ধারণাটি: একটি স্থানীয় অভিব্যক্তি যা আমাদেরকে অর্থ এবং আর্থিক প্রথার বিভিন্ন অর্থ গৃহস্থালী পরিসর থেকে অধ্যয়ন করতে সহায়তা করে। ডিনহেইরো দা কাসা বা হল ঘরের অর্থের ধারণাটি মানুষ, অর্থ এবং ঘরগুলির মধ্যে একটি নৈতিক এবং ব্যবহারিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করে যা বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্প্রদায়িক বা সাধারণ চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়, যা ভাড়া, সেবা, এবং খাবারের মতো পরিষায়ক এবং নিয়মিত ব্যয় উৎপন্ন করে। তাই এই বিভিন্ন দিকে আঘাতের সাথে সাংক্রান্তিক স্ট্রাটেজি নজর ডাকানো সম্ভব (*বিশেষত ব্যয়ের ক্ষমতা হ্রাস*) যা বাস্তবায়নে জীবন পুনরুত্পাদনের জন্য কি প্রয়োজনীয় তা বিবেচনা করা হয়।

## > মুদ্রাস্ফীতির নৃতাত্ত্বিক সমালোচনা

অর্থনীতির মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্বে প্রান্তিককরণের ধারণা একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। তথাকথিত অর্থকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতি হল অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ এবং মূল্যবৃদ্ধির সাথে প্রত্যাশার অমিলের ফলাফল। অপ্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাখ্যা করে উৎপাদন শৃঙ্খলে অমিল এবং বিতরণগত বিরোধের ফলে সৃষ্ট অসামঞ্জস্য নির্ণয়ের মাধ্যমে। মারে কমপ্লেক্সে যাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির নির্দিষ্ট এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং মুদ্রাস্ফীতির সংবেদনশীল মাত্রা বিবেচনা করে অর্থের উপর একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, আমরা *মুদ্রাস্ফীতির ধারণার* একটি নৃতাত্ত্বিক সমালোচনা প্রস্তাব করি। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
ফেডেরিকো নেইবুর্গ <federico.neiburg@gmail.com>
ইউজেনিয়া মোত্তা <motta.eugenia@gmail.com>

অনুবাদ: আলমগীর কবির, শিক্ষার্থী, অর্থনীতি অনুষদ,
প্রিন্স অব শংক্লা ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড.

# > সমসাময়িক আর্জেন্টিনায় মুদ্রাস্ফীতির সাথে মোকাবিলা করা

**মারিয়া ক্লারা হের্নান্দেজ,** ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জেনারেল সারমিয়েন্টো, আর্জেন্টিনা এবং **মারিয়ানা লুজ্জি,** ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট মার্টিন, আর্জেন্টিনা

*কৃতজ্ঞতাঃ ভিটোরিয়া গঞ্জালেজ, ২০২৪*

গত কয়েক বছরে, দীর্ঘ সময় পর মুদ্রাস্ফীতি আবার বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এজেন্ডায় একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে ফিরে এসেছে। ফলে, মূল্যবৃদ্ধির কারণ এবং তা মোকাবেলার জন্য যেসব নীতিনির্ধারণী উপায় নেয়া হচ্ছে তা সরকারের ভেতরের ও বাইরের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল- মানুষ কীভাবে প্রতিদিন মুদ্রাস্ফীতির সাথে মোকাবেলা করে এবং সমাজ-বিজ্ঞান আমাদের এ বিষয়ে কী বলতে পারে? জীবন নির্বাহের ক্রমবর্ধমান ব্যয় কীভাবে পরিবারের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে তা বিবেচনা করলে অনেক প্রশ্ন উঠে আসে। কোন নির্দিষ্ট উপায়ে বিভিন্ন প্রতিনিধিরা মুদ্রাস্ফীতির প্রতি মন্তব্য করে এবং মূল্যবৃদ্ধির তথ্য কীভাবে তাদের প্রতিদিনের অভ্যাসে একীভূত করে? সময়ের সাথে সাথে মূল্যের বৈচিত্র্য কীভাবে গণনা এবং লেনদেনের অনুমানকে প্রভাবিত করে? ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষাপটে কী ধরণের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়?

এই নিবন্ধে আর্জেন্টিনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে আমরা এই সমস্যাগুলো তুলে ধরি। একদিকে, কীভাবে ক্রমবর্ধমান মূল্য মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে আমরা তা বিশ্লেষণ করি। অন্যদিকে, আমরা মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের সাধারণ উপায়গুলো তুলে ধরি যা আমরা দেশীয় অর্থনীতিতে মনোনিবেশ করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছি। অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা দুটি কেন্দ্রীয় বিষয় তুলে ধরছি যা ক্রমবর্ধমান জীবন নির্বাহের ব্যয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমত, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির সাথে পরিবারগুলো কীভাবে জীবন নির্বাহ করে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ঘটনা এবং এসব ঘটনা মোকাবেলার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি তত্ত্ব এবং পদ্ধতিগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে

>>

জ্ঞান আহরণ করার আগ্রহ রয়েছে।

## > আর্জেন্টিনার মুদ্রাস্ফীতি এবং দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবন

আর্জেন্টিনা মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার দীর্ঘ ইতিহাসের দেশ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর আগে বর্তমান শতাব্দীতে *উচ্চ বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি* দেখা অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যে আর্জেন্টিনা একটি। *২০০৩ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে* আর্জেন্টিনায় মুদ্রাস্ফীতির হার গড়ে প্রতি বছর ১০ শতাংশেরও কম ছিল। যেখানে ২০০৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এটি ৩০ শতাংশের বেশি অতিক্রম করে ২০২২ সালে প্রতি বছর ৯৪.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। ফলস্বরূপ, কমপক্ষে গত ১৫ বছর ধরে মুদ্রাস্ফীতি দেশব্যাপী জনসাধারণের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে আমরা বুয়েনস আয়ারস প্রদেশের একটি মাঝারি আকারের শহরের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলোর মধ্যে গবেষণা পরিচালনা করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল ভোগ ও বাজেট, সঞ্চয়, এবং ঋণের অভ্যাস বিবেচনা করে টেকসই এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষাপটে পারিবারিক অর্থনৈতিক অভ্যাস কাঠামো অধ্যয়ন করা। আমরা কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন পারিবারিক অর্থনীতিকে ঘিরে অন্যান্য গবেষণায় করা পর্যবেক্ষণের সাথে আমাদের গবেষণার ফলাফলকে পরিপূরক করেছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে, গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্য না হলেও মূদ্রাস্ফীতির প্রভাবগুলো এ গবেষণার ফলাফলে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণার মাঠকর্মের মাধ্যমে আমরা যে পরিবারগুলোর সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের উদ্বেগের জন্য মূল্য বৃদ্ধির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রবন্ধটির অন্যতম প্রধান অবদান হলো মুদ্রাস্ফীতি এবং ভোক্তা আচরণের উপর এটির প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাদি বিবেচনা করে মুদ্রাস্ফীতির উপর একটি দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করা যা কেবল তীব্র সংকটের মূহুর্তগুলো যাচাই করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তা সত্ত্বেও, যখন দামের একটি সাধারণ বৃদ্ধি দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনের অংশ হয়ে যায় তখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উভয় জিনিসের জন্য ব্যাখ্যা করতে পারে, যা পরিবর্তিত হয় এবং যা অপরিবর্তিত থাকে। ব্যতিক্রম হওয়া তো দূরে। এই দৃষ্টিকোণটি ঘটনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক দিকগুলোতে সীমাবদ্ধ নয় তবে এটি কীভাবে অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদের দৈনন্দিন অভ্যাসকে প্রভাবিত করতে পারে তার একটি বিশদ চিত্র অন্তর্ভুক্ত করে।

## > আমাদের প্রধান ফলাফলসমূহ

আমাদের গবেষণা দেখায় যে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান এবং দৈনন্দিন অভ্যাস এবং উপলব্ধির মধ্যে সংযোগগুলো সহজবোধ্য নয় এবং সাধারণত এগুলো ধারণার চেয়ে জটিল হতে থাকে। এমনকি উল্লেখযোগ্য মূল্য বৃদ্ধির সময়েও, পারিবারিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করার সময় মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য মানুষ খুব কমই পাণ্ডিত্যপূর্ণ শর্তাবলী ব্যবহার করে বা প্রযুক্তিগত পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত করে। তথাপিও, দৈনন্দিন কথোপকথনের প্রধান বিষয়গুলো হলো পরিবারের ব্যবহারের জন্য অপরিহার্য নির্দিষ্ট পণ্যের দাম বৃদ্ধি, বা ঐতিহাসিকভাবে অন্যান্য পণ্যের (যেমন জ্বালানী বা ডলার) দামের সাথে কী ঘটতে পারে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহৃত পণ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয়। উভয় তথ্যসূত্র মূল্যের স্বাভাবিক চালচলন এবং অর্থের ক্রমহ্রাসমান ক্রয় ক্ষমতা প্রকাশ করার মাধ্যম। তাছাড়াও পরিবারগুলোকে মূদ্রাস্ফীতির বিবর্তনের সাথে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম করে (তথাকথিত 'মুদ্রাস্ফীতির দেশীয় পরিমাপ') - গণ-নার এমন নির্দিষ্ট মাধ্যমগুলোতে মনোনিবেশ করে আমাদের গবেষণা নির্দিষ্ট পথ দেখায় যেখানে দামের তথ্য দৈনিক খরচ এবং পরিবারের অর্থ বরাদ্দের জন্য ব্যবহৃত মানদণ্ডকে প্রভাবিত করে।

অবশেষে, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগের তথ্যাদি যা তুলে ধরেছে তার বিপরীতে আমাদের গবেষণা আরও পরামর্শ দেয় যে মুদ্রাস্ফীতির মুখে পরিবারগুলো দ্বারা প্রয়োগকৃত কৌশলগুলো গুরুত্বের সাথে ছন্দ, অবস্থান বা ক্রয়ের ধরণের সাথে খাপ খাইয়ে ভোগ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতির সুযোগ নিয়ে ফটকা বা লাভের সন্ধান করা আমাদের মাঠকর্মের সময় মুল্যবৃদ্ধির প্রভাবশালী প্রতিক্রিয়া ছিল না। তবে, যেহেতু আর্জেন্টিনায় মূদ্রাস্ফীতি অব্যাহত রয়েছে এবং ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে প্রকৃত মজুরির উপর এর প্রভাব রয়েছে, সেহেতু কিছু কৌশলগত পরিবর্তন আনা যেতে পারে। উচ্চ মূদ্রাস্ফীতির পূর্ববর্তী সময়ে পর্যবেক্ষণ করা অভ্যাসগুলো পূনরায় ফিরে আসে কিনা এবং কোন পরিস্থিতিতে ফিরে আসে তা ভবিষ্যত গবেষণা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

এমন এক সময়ে যখন মূদ্রাস্ফীতি আবারও বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর্জেন্টিনার ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে মূদ্রাস্ফীতির সাথে যুক্ত নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র-সামাজিক গতিশীলতা কীভাবে প্রায়োগিকভাবে প্রকাশিত হয় তা আলোকিত করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি এই বিষয়ে গ্লোবাল ডায়ালগকে অন্যান্য প্রেক্ষাপটে মূল্যবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা ও মোকাবেলার স্থানীয় কৌশলগুলো সম্বোধন করে উদ্দীপ্ত করা যেতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
মারিয়া ক্লারা হের্নান্দেজ <mariaclaraher@gmail.com>
মারিয়ানা লুজ্জি <mluzzi@unsam.edu.ar>

অনুবাদ:
মাসুদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

# > ইকুয়েডরের

## অনিরাপদ জনগোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখতে ইউকার ভূমিকা

**ক্রিস্টিনা সিয়েলো** এবং **ক্রিস্টিনা ভেরা**। ল্যাটিন আমেরিকান সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ইকুয়েডর।

*উৎপাদকরা ইউকা সংগ্রহ করছে।*
*কৃতজ্ঞতাঃ কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ইকুয়েডর।*

অনিরাপদ জনগোষ্ঠী যখন অপূর্ণ চাহিদার মুখোমুখি হয় তখন কিভাবে নিজেদের অনিশ্চিত সংকটের সামনে টিকিয়ে রাখে? কিভাবে তারা নিজেদের জীবনকে কেবল বস্তুগত ভাবেই নয়, বরং বাস্তবিক এবং সামাজিকভাবেও অর্থবহ করে তোলে? সেইসঙ্গে উদ্দেশ্যগত এবং বিষয়গত জীবিকা নির্বাহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি?

আমরা যুক্তি দিয়েছি যে খাদ্যের সাথে সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তাদের সংকটকালীন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ফরাসি শব্দ লা ভিয়ে চেরে একই সাথে সংবেদনশীল সম্পর্ক, সামষ্টিক মূল্যবোধ এবং মূল্যস্ফীতির সহাবস্থানের উপস্থিতির কথা জানান দেয়। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের অভিজ্ঞতা ও এর প্রতিক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে এই সব মাত্রার গুরত্বকে নির্দেশ করে। এজন্যে আমরা দেখিয়েছি যে নির্দিষ্ট ধরণের কার্যকরী খাদ্য ব্যবস্থা অথবা *বাস্তুসংস্থান জীবিকা নির্বাহে* মানুষের সম্ভাবনাসমূহকে প্রভাবিত করতে পারে।

আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ইকুয়েডরের উপকূলীয় অঞ্চল ও অ্যামাজোনিয়ান প্রদেশে ইউকা কাসাভা ও ম্যানিওক নামেও পরিচিত, যা এর গুরুত্ব বহন করে। এতে বুঝা যায় যে, এই সমস্ত অঞ্চলের সাথে ইউকার একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

ইউকা গবেষণার মাধ্যমে আমরা এমন একটি দেশে সামাজিক পুনরুৎপাদনের পথগুলো উদঘাটন করতে চাই, যেখানে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণকালীন চাকরি করে এবং মাসিক ৪৫০ ডলার বা তার বেশি উপার্জন করে, এবং যেখানে চার সদস্যের একটি পরিবারের জন্য মূল ভোগ্যপণ্যের খরচ মাসিক ৭৬৩ ডলার। আমরা দেখাই যে, জীবিকা নির্বাহের কৌশলে ইউকার অন্তর্ভুক্তির মূল চাবিকাঠি হলো ঔপনিবেশিক শাসন এবং জমি ও মানুষের শোষণের ইতিহাস, যা সামাজিক সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ককে আকার দেয়, বিভিন্ন পরিবেশে ইউকার সম্পর্কিত ভূমিকা শক্তিশালী করে।

### > ইউকার প্রতিশ্রুতি

ইউকার পাঠ, আরও সাধারনভাবে বললে, 'দরিদ্র মানুষের ফসল' হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এর গ্রহনযোগ্যতা বেরেছে এবং আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এট আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকাতে ব্যাপকভাবে

>>

উৎপাদিত এবং খাওয়া হয়, এর বেশিরভাগই অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবে প্রান্তিক অঞ্চলে বর্গাচাষিদের দ্বারা চাষ করা হয়।

জলবায়ু ও অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতার সাথে, ইউকার খরা প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রান্তিক, অনুর্বর এবং অম্লীয়তা মাটিতে বেড়ে ওঠার ক্ষমতা, পাশাপাশি শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর দক্ষতা - ধান, গম বা ভুট্টার চেয়ে হেক্টর প্রতি বেশি ক্যালোরি উৎপাদন করে গ্লোবাল সাউথের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাওয়াতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি এখন *শতাব্দীর মূল ফসল* হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ব্রাজিলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ ক্যালোরি গ্রহণ ইউকা সেবনের মাধ্যমে হয়। ১৯৮০ এর দশক থেকে বিশ্বব্যাপী ইউকা উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি এখন নাইজেরিয়ার যে কোনও ফসলের চেয়ে সর্বোচ্চ পরিমানে উৎপাদিত হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সবুজ বিপ্লব বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর উদ্যোগ দ্বারা চালিত হয়েছিল এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে মার্কিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছিল। ১৯৭১ সালে, আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণার জন্য বিশ্বব্যাংকের পরামর্শমূলক গ্রুপ (সি-জিআইএআর) প্রধান ফসলের উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে মেক্সিকো, ফি-লিপাইন, নাইজেরিয়া এবং কলম্বিয়ায় প্রতিষ্ঠিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ১৯৮০ এর দশকে, কলম্বিয়ায় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার (সিআইএটি) স্থানীয় এবং জাতীয় উন্নোয়ন ইউকা উৎপাদনের ভূমিকা প্রচারের জন্য ইকুয়েডেরের জাতীয় সহায়তায় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইএনআইএপি) এর সাথে কাজ শুরু করে।
সিআইএটির বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তায়, আইএনআইএপির কৃষি বিজ্ঞানীরা ইউকা চাষের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কাজ করেছিলেন, যখন সরকার ও উন্নোয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সিআইএটির সাথে সমন্বয় করে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা উদ্যোগকে ইউকা পণ্যগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণে উৎসাহিত করেছিল।

## > বিসদৃশ অভিজ্ঞতা: উত্তর-ঔপনিবেশিক বৈষম্য বনাম 'সজীব বন'

এই উদ্যোগগুলো আক্ষরিক অর্থে ইকুয়েডরের প্রদেশ মানাবিতে উর্বর জমি খুঁজে পেয়েছে, যেখানে আইএনআইএপি-র পরীক্ষামূলক স্টেশনগুলোর মধ্যে একটি অবস্থিত। সমুদ্র এবং আবাদযোগ্য জমি উভয় উপত্যকায় প্রবেশাধিকার সহ, এই অঞ্চলটি ঔপনিবেশিক আমল থেকেই তার কৃষি ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব দ্বারা চিহ্নিত হয়ছে। ফলস্বরূপ, মানাবিতে জমি দীর্ঘকাল ধরে প্রভাবশালী শ্রেণির দখলে ছিল - প্রথমত, ঔপনিবেশিক শক্তি; পরে, রিপাবলিকান ক্রিওলোস; এবং সাম্প্রতিককালে, শক্তিশালী বিত্তবান পরিবারগুলোর হাতে- এবং এর ব্যবহার কফি, কোকো এবং কলার কৃষি-শিল্প রপ্তানি ফসল দ্বারা চালিত হয়ছে, যা গভীরভাবে সামাজিক প্রভাব বিস্তার করে এবং জমি বিতরণ বৈষম্যের দিকে সমাজকে পরিচালিত করে। কৃষি উন্নোয়ন প্রকল্পগুলো এই বৈষম্যসমূহ হ্রাস করার জন্য, বিশেষ করে স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের নিরবিচ্ছিন্ন অভাবের মুখে, ইউকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। আমাজনের উপকূলীয় প্রদেশ মানাবিতে ইউকার প্রতীকী ও অর্থনৈতিক ভূমিকার বিপরীতে, এটি ৩০০০ বছর আগে আমাজন অববাহিকায় গৃহপালিত হওয়ার পর থেকে আদিবাসী গোষ্ঠীর খাদ্য, সংস্কৃতি এবং লিঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করেছে। চক্রগুলো একচেটিয়াভাবে নারীদের দ্বারা চাষ করা এবং যত্ন নেওয়া হয়, বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের লালিত ব্যবস্থা যা বনের প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের অনুকরণ করে।

ইউকা অ্যামাজোনিয়ান চক্রগুলোতে একটি বিশেষ স্থান ধারণ করে; এটি এমন কয়েকটি পণ্যগুলোর মধ্যে একটি যা অতি পরিচিত এবং আরও নির্দিষ্টভাবে নিজের বংশধর হিসাবে বিবেচিত হয় । ইউকা এবং তাদের চক্রগুলোর জন্য নারীদের যত্ন ও কার্যকরী পরিশ্রম মূলত নিজেদের সাম-ষ্টিক কল্যাণের জন্যে যত্ন করা থেকে অবিচ্ছিন্ন। স্থানীয় সংস্থাগুলো সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ঐতিহ্য ব্যবস্থা হিসাবে চক্রটির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনে সফল হযছে। ইউকা এবং চক্র চাষকারী নারীরা আদিবাসী আন্দোলনের অ্যান্টি-এক্সট্রাকটিভ "লিভিং ফরেস্টচ

প্রস্তাব এবং এর সিম্বিওটিক, মহাজাগতিক এবং স্থায়িত্বের সম্পর্কযুক্ত বোঝাপড়াকে মূর্ত করে। এই প্রস্তাবনা সংজ্ঞায়নের মূলে ছিল আদিবাসী বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদ ও নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে যৌথ ঐক্যবদ্ধতা ।

## > খাদ্যের বিভিন্ন মাত্রার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সংকট ও বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করে

মহামারী এবং জলবায়ুগত সংকট, বিশ্বব্যাপী কাঠামোগত এবং স্থানীয়ভাবে বসবাসের বৈষম্য থেকে উদ্ভূত দুর্বলতা এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি এই জরুর প্রয়োজনগুলোর কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে উভয়কেই স্বস্তি দিয়েছে । যদিও উৎপাদনশীলতা খাদ্য সুরক্ষা বিশ্লেষণ এবং উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়ে গেছে, আন্তঃশৃঙ্খলা দৃষ্টিভঙ্গি যা আন্তঃনির্ভরশীলতা তুলে ধরেছে তা চাষ এবং ভোগের আন্তঃসংযুক্ত প্রক্রিয়াগুলোতে আমাদের ভূমিকা চিহ্নিত করে।

খাদ্যের কার্যকরী, পরিবেশগত এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মাত্রাগুলো বোঝার মাধ্যমে, আমরা সমাজের স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখতে তৎপর অসম প্রেক্ষাপটগুলো নিরীক্ষা করেছি, মূলত বহুমাত্রিক উপাদানসমূহের সম্মেলনের মাধ্যমে, যেগুলো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-সামাজিকতা, জীবনের সমাবেশ এবং অনিরাপত্তার বিরুদ্ধে উদ্ভাবনসমূহকে সংগঠিত করে। একাধিক এবং ক্রমবর্ধমান তীব্র সংকটের প্রতিক্রিয়ায় ইউকার বিবিধ অন্তর্ভুক্তি স্থানীয় ইতিহ-াস এবং সামাজিক, জৈবিক, কৃষি এবং উন্নোয়নমূলক গতিশীলতার বিশেষ ব্যাখ্যাগুলো সমসাময়িক সামাজিক সম্পর্কের পাশাপাশি মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে, সাধারণ জীবন এবং ভবিষ্যতের বোঝাপড়া এবং আলোচনা ও বিতর্কিত অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ক্রিস্টিনা সিয়েলোর <mccielo@flacso.edu.ec>

অনুবাদ: ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, প্রভাষক, সাইন্স এন্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগ, মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ।

# > খাদ্য সরবরাহে
## নৈতিক দ্বিধা

**সুজানা নারোজকি,** ইউনিভার্সিটি অফ বার্সেলোনা, স্পেন এবং
**বিবিয়ানা মার্টিনেজ আলভারেজ,** ইউনিভার্সিটি অফ সান্তিয়াগো, কম্পোস্টেলা, স্পেন

*"ন্যায্য মূল্য। উৎপাদন খরচ।" কৃতজ্ঞতাঃ লেখকদের ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগার।*

এই প্রবন্ধে আমরা দৈনন্দিন জীবনের যে ব্যয়গুলো বিবেচনা করছি তার নির্দিষ্ট ধারণাটি 'জীবন নির্বাহ ব্যয়' বাক্যাংশের একটি ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা (১) মুদ্রাস্ফীতির স্থূল সূচকসমূহ, (২) কৃষকদের খরচ হিসাবে খাদ্য উৎপাদন মূল্য এবং ভোক্তা মূল্যের মধ্যে পার্থক্য যা তাদের কার্যকারিতা বিপন্ন করে এবং (৩) কীভাবে এই খরচ শ্রমিকদের মজুরিতে প্রকাশ পায় এবং তাদের জীবিকা বিপন্ন করে - এ বিষয়গুলো সম্বোধন করে। পরিশেষে, আমরা তুলে ধরেছি সামাজিক পুনরুৎপাদন চলমান রাখতে প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি, যা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন একইসাথে ব্যক্তি এবং পরিবার পর্যায়ে- কৃষিতে শ্রমিক এবং মালিক পর্যায়ে এবং জাতিরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো সমগ্র রাজনৈতিক পরিমন্ডলে।

### > রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং জীবন নির্বাহের নৈতিক ব্যয়

জীবন নির্বাহ ব্যয় অভিব্যক্তিটি এখানে জীবনের জন্য যা খরচ এবং সেই অর্থগুলোকে সমর্থনকারী নীতিসমূহের বহুবিধ এবং নির্দিষ্ট ধারনাকে বিস্তৃত করে। এই প্রচেষ্টা নৈতিক দ্বিধায় রূপান্তরিত হয় যা বস্তুগত ফলাফল উৎপাদন এবং মধ্যস্থতা করে - মানুষের শরীরে, পরিবেশে, বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলনে। আমরা আমাদের তাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে 'নৈতিক অর্থনীতি' কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলি যা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ, নীতি এবং আবেগের কেন্দ্রীয়তার উপর জোর দেয়। ধারণাটির শক্তি মূলত নৈতিক মূল্যবোধ, উপাদান সরবরাহের মাধ্যমে বাধ্য করা, সম্পদ বন্টন এবং অর্থ পুঞ্জীভূত করার উপর নির্ভর করে। সংক্ষেপে, আমাদের গৃহীত ধারণাটি অর্থনীতির নৈতিক দিকগুলিকে রাজনৈতিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বোঝার চেষ্টা করে।

### > অত্যাবশকীয় হওয়া, মুদ্রাস্ফীতি এড়ানো এবং ন্যায্য হওয়া

যখন কোভিড-১৯ মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিলো তখন স্পেন সরকারের অন্যতম প্রধান চিন্তা ছিল খাদ্যের অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখা এবং অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা। খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে কাজ করা শ্রমিক এবং কৃষকদেও 'অত্যাবশকীয়' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কারণ তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য: খাদ্য উৎপাদন করত। তর্কসাপেক্ষে একটি উপযোগবাদী বিভাগ হলেও, 'অত্যাবশকীয়' ধারণাটি অত্যন্ত নৈতিক ছিলো। 'অত্যাবশকীয়' নিয়ে বলতে গেলে, এটি একটি সম্প্রদায়ের কাছে যে 'সারাংশ' প্রদান করে- সেটি অর্থনৈতিক আলোচনাকে 'সাধারণ ব্যবহার্য' তে পরিবর্তিত করে, অতঃপর নৈতিকতায়।

তবুও, শ্রমিক, কৃষক, খাদ্য বিতরণ প্রতিষ্ঠান, ভোক্তা এবং সরকার খাদ্য সরবরাহের নৈতিক অত্যাবশকীয়তা খাদ্য শৃঙ্খলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে বুঝতে পেরেছিল। এই বিরোধপূর্ণ অর্থ এবং সেগুলো থেকে উদ্ভূত কর্মগুলোই

>>

'নৈতিক দ্বিধা' যা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে: (১) মুদ্রাস্ফীতি, একটি প্রায়োগিক - যদিও নৈতিকভাবে প্রভাবিত - ধারণা যা নীতি নির্ধারণের ন্যায্যতা দেয়, (২) 'ন্যায্য মূল্য', একটি ধারণা যা কৃষকরা তাদের বক্তব্য এবং আন্দোলনে তুলে ধরেন, এবং (৩) 'ন্যায্য মজুরি', একটি জীবিকা-কেন্দ্রিক লক্ষ্য যা বহু শ্রমিকের সংগ্রামের মূল উৎস। কৃষকদের 'ন্যায্য মূল্য' এবং শ্রমিকদের 'ন্যায্য মজুরি' দাবিটি নতুন কিছু ছিল না। নতুন ছিলো ভোক্তাদের উপর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, খাদ্য ঘাটতি এবং খাদ্য মূল্যের উপর মুদ্রাস্ফীতির চাপ এড়ানোর গুরুত্ব- যখন বেকারত্ব, ছাঁটাই এবং অধিকাংশ পরিবারের সাধারণ আয়ে হ্রাস ছিলো তুঙ্গে।

*'আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান'* এ আমাদের সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধে আমরা ২০২০ সালের নেতিবাচক মুদ্রাস্ফীতি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত স্প্যানিশ খাদ্য পণ্যের মুদ্রাস্ফীতি উপাত্তের তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করেছি, এবং বিশেষভাবে তাজা খাদ্য পণ্যগুলির। ২০২০ সালে যখন ইউরোপে লকডাউন চলমান তখন অনেক জিনেসের ব্যবহার হটাৎ বন্ধ হয়ে যায় বা হ্রাস পায় যার দুটি বড় পরিণতি হয়: প্রথমত- বেকারত্ব বা ছাটাই এর কারণে মানুষের আয় হ্রাস পেয়েছিলো: দ্বিতীয়ত, মানুষের প্রধান ব্যয় জীবনের মৌলিক জিনিসগুলোর উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো, যার মধ্যে প্রধান ছিলো খাদ্য। যদিও মহামারীর প্রথম মাসগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল শ্রমের অভাব, কিন্তু লকডাউন শেষ হওয়ার সাথে সাথে এটি শক্তি হারিয়ে ফেলে।

এহামারী পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি উপকরণের খরচ বৃদ্ধি (জ্বালানি, সার, শ্রম) এবং একটি খরার সাথে সম্পর্কিত ছিল যা উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করেছিলো, তবে কৃষকরা ফার্ম-গেটের দাম স্থিতিশীল থাকলেও মূল্য বৃদ্ধির জন্য বন্টণ শৃঙ্খলকেই দায়ী করেছিলেন। কৃষকরা 'ন্যায্য মূল্যের' জন্য তাদের দাবি জানিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী আন্দোলন করেছিলেন। আমরা খামার থেকে ভোক্তা আউটলেট পর্যন্ত, মূল্য পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য, কৃষক ও ভোক্তা সমিতির একসঙ্গে তৈরি করা সূচক অনুসরণকৃত মূল্যের শৃঙ্খল বিশ্লেষণ করেছি এবং আমরা এটিকে বিভিন্ন অংশীদারদের বক্তব্যের সাথে তুলনা করেছি, যা প্রমাণের নৈতিক জটিলতা দেখায়।

## > কৃষিকাজ, খাদ্য সংগ্রহ এবং মানবজীবনের বস্তুগত ও নৈতিক মূল্যায়ন

কৃষকরা সাম্প্রতিক সময়ে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধিকে তাদের জীবনযাত্রার কার্যকারিতা এবং তাদের পরিবারের সামাজিক পুনরুৎপাদনের জন্য বিপজ্জনক এক কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা মূল্যস্ফীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের টিকে থাকার জন্য এই ভয় কৃষকদের দিনমজুরদের উপর চাপিয়ে দেওয়া চরম এবং শোষণমূলক অবস্থার ন্যায্যতা প্রমাণ করে। তবে, কৃষি শ্রমিকরা 'ন্যায্য মজুরি' দাবি করে এবং কৃষকদের নিয়মবহির্ভূত আচরণের নিন্দা করে। শ্রমিকদের দ্বারা উত্থাপিত ন্যায্যতার ধারণাটি জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত মজুরি, কাজের পরিবেশ এবং সম্মানিত হওয়ার বিষয়টিকে বোঝায়। এটি এমন একটি জটিল মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যার মধ্যে উপাদান এবং নৈতিক মানদণ্ড রয়েছে, এবং যা সামাজিক পুনরুৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে। যদিও দিনমজুরদের জীবন কৃষকদের কাছে একটি 'ব্যয়' উপস্থাপন করে, তবে ন্যায্যতা খোঁজার জন্য কৃষি শ্রমিকদের প্রচেষ্টা জীবননির্বাহের প্রকৃত ব্যয়কে নির্দেশ করে।

আমাদের প্রবন্ধটি 'জীবন নির্বাহ ব্যয়'-এর তিনটি দিকের সংযোগ অন্বেষণ করে যেখানে আমরা খাদ্য সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করেছিঃ মুদ্রাস্ফীতি, অন্যায্য মূল্য এবং অন্যায্য মজুরি। যেহেতু খাদ্য মানব জীবনের জন্য একটি অনিবার্য উপাদান, তাই আমরা ইউরোপে মহামারী-পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতির চাপের পরিস্থিতিগত দিকের বাইরে কীভাবে জীবনধারণের শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যয় অত্যন্ত বেশি সেটি প্রতিফলিত করেছি, যা মূলত সরবরাহ শৃঙ্খলের চাপ এবং জ্বালানির মূল্যের সাথে সম্পর্কিত। জীবননির্বাহ ব্যয় কি একটি সংমিশ্রণমূলক উপাখ্যান, যেমনটি আমাদেরকে বিশ্বাস করানো হয়, নাকি এটি আমাদের অর্থনীতিতে কাঠামোগতভাবে প্রোথিত?

আমরা শুধু জীবন নির্বাহ ব্যয় কী তা জিজ্ঞাসা করি না, বরং কোন জীবনেরা ব্যয় হয়ে যায় এবং উল্টোদিকে, জীবিকা অর্জন করতে গিয়ে জীবননির্বাহ ব্যয় কী তা নিয়েও প্রশ্ন করি। আমরা যে নীতিগুলি বিশ্লেষণ করি তা সর্বদাই নৈতিক, যদিও ভিন্নমতপূর্ণ, যুক্তিতে পূর্ণ থাকে যা সমাজের জন্য সর্বোত্তম কী তা নিয়ে আলোচনা করে। তবে, কার্যরত নীতিশাস্ত্রগুলো বিভিন্ন পরিমাণগত সূচকের পাশাপাশি গুণগত বিচক্ষণ বৈশিষ্ট্যগুলোতে প্রকাশ করা হয় যা মানুষের কার্যকলাপ বর্ণনা করে: ন্যায়বিচার, মর্যাদা এবং ন্যায্যতা। এই ধরনের প্রমাণগুলো 'উন্নত জীবন' অর্জনের সংগ্রামে একত্রিত হয়, সম্ভবত কম ব্যয়ের একটি জীবন। সামাজিক পুনরুৎপাদনের নৈতিক দ্বিধা এমন প্রশ্নগুলিতে নিহিত যা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানে বিভিন্ন মানুষের জন্য জীবননির্বাহ ব্যয় বলতে কী বোঝায় তা অনুসন্ধান করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
সুজানা নারোজকি <narotzky@ub.edu>

অনুবাদ: মোঃ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

# > মাদাগাস্কারে জীবন নির্বাহের ব্যয়

## পর্যবেক্ষণ

**ফ্লোরেন্ট বেদেকারাটস,** ইনস্টিটিউট দে রিসার্চ পুর লে ডেভেলপমেন্ট (আইআরডি), ফ্রান্স; **ফ্লোর দাজেট,** ইএইচইএসএস প্যারিস, ফ্রান্স; **ইসাবেল গেরিন, মিরেই রজাফিন্দ্রাকোটো এবং ফ্রাঁসোয়া রৌবো,** আইআরডি, ফ্রান্স

*মাজুঙ্গা বাজার, মাদাগাস্কার।*
*কৃতজ্ঞতাঃ ফ্লেউর ২৮/ উইকিমিডিয়া কমন্স।*



একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো বোঝার জন্য জীবন নির্বাহের ব্যয় পরিমাপ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এটি জটিলতা এবং বিতর্কে পরিপূর্ণ যা 'ব্যয়' এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে মূল্যবোধ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, সম্পদ এবং ক্ষমতার গতিশীলতা অন্তর্ভুক্ত। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিই) প্রায়শই জীবনযাত্রার ব্যয়ের প্রধান পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন এবং গঠন উভয়ই হয়। সিপিআই মুদ্রাস্ফীতির মূল সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিই) মুদ্রাস্ফীতির মূল সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটি দারিদ্রের হার এবং ক্রয়ক্ষমতার সমতা পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের জিডিপির অংশকে স্ফীতিমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিই) মজুরি, পেনশন এবং সামাজিক পরিবর্তনসমূহের সূচক নির্ধারণ ও আলোচনা; এবং সাহায্য কর্মসূচি ও আর্থিক দায়বদ্ধতার কাঠামোগত বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্ববর্তী অধ্যয়নগুলো উন্নত দেশ এবং অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির প্রসঙ্গে ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিই) এর সমাজ-ইতিহাস অন্বেষণ করেছে, যা কল্যাণ রাষ্ট্র এবং বেতন বিধি গঠনে এর প্রভাবশালী ভূমিকা উদঘাটন করেছে। এই গবেষণায় ক্ষমতার গতিশীলতা, সামাজিক কর্মী এবং ব্যক্তিগত ও আর্থিক খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সিপিআই-এর উন্নয়ন এবং প্রয়োগকে কীভাবে রূপ দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করে।

### > মাদাগাস্কারের প্রেক্ষাপটঃ অসম্পূর্ণ এবং অপ্রতুল পরিমাপক হিসেবে তিনটি সূচক

যাইহোক, খণ্ডিত অর্থনীতি এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে জীবন নির্বাহের ব্যয়ের মেট্রিক্সের উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক রয়ে গেছে। এই ব্যবধানটি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এই নিবন্ধে মাদাগাস্কারের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করব। মাদাগাস্কার একটি সাবেক ফরাসি উপনিবেশ যেখানে স্বনির্ভরতা অব্যাহত রয়েছে এবং স্ব-ভোগ্য চাষাবাদ, শিকার, এবং সংগ্রহের কারণে আংশিকভাবে বাজার থেকে দূরে আছে। মাদাগাস্কার একটি সাহায্য ব্যবস্থার অধীনে দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, চরম দারিদ্র্য এবং একটি ভঙ্গুর অবস্থার সমন্বয়। আমাদের গবেষণা মাদাগাস্কারে পরিসংখ্যানগত ডেটার প্রযোজক হিসাবে আমাদের নিজস্ব (প্রতিবিম্বমূলক) অভিজ্ঞতা, একটি মানবিক এনজিওতে অংশগ্রহণকারীদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা তৈরিকৃত নিজস্ব ডেটা এবং মূল্য তথ্য উৎপাদন এবং ব্যবহারের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সহ বেশ কয়েকটি উৎস ব্যবহার করে।

আমাদের বিশ্লেষণটি জীবনযাত্রার ব্যয় উপলব্ধি করার তিনটি উপায় প্রকাশ করে। প্রথমটি, জাতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের সিপিআই যেটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সঞ্চালন এবং আন্তর্জাতিক দাতাদের সাথে আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টি, গবেষণা দল দ্বারা উৎপাদিত জরিপ যেটি দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের স্থিতিশীলতার বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করে। এবং তৃতীয়টি সূচক

>>

এবং মানবিক সাহায্য কর্মীদের সমীক্ষা, যেটি দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে থাকা এলাকা এবং জনসংখ্যার জন্য সাহায্য বিতরণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। আমরা জীবন-যাত্রার ব্যয়ের জন্য একটি অসম্পূর্ণ এবং অসন্তোষজনক প্রতিস্থাপক হিসাবে সূচকগুলো তৈরি এবং দেখাই যে প্রযুক্তিগত পদ্ধতিগুলো কী গণনা করে এবং কে গণনা করে বা করে না তার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে এবং কে শাসন করে এবং কী উদ্দেশ্যে শাসন করে তাও নির্দেশ করে।

## > অভিজ্ঞ অর্থনৈতিক এবং মানবিক বিশ্লেষণ

সিপিআই বিশেষজ্ঞরা জীবন নির্বাহ ব্যয়কে একটি গড় ভোক্তা মূল্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন যা জাতীয় স্কেলে বৈধ বলে মনে করা হয়। যাইহোক, মাদাগাস্কারে মালাগাসি প্রেক্ষাপটে সিপিআইকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এটি একটি আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট আংশিক বাস্তবতা প্রতিফলিত করে। কেননা এটি একটি সচ্ছল শহুরে জনসংখ্যা এবং পুরানো ভোগ আচরণের ভিত্তিতে তৈরি, যা সরকারী পরিষেবাগুলোর ব্যর্থতা এবং অবনতির দরুন জনগণকে বিভিন্ন ধরণের খরচ (যেমন, অতিরিক্ত মূল্য, 'উপযোগিতা' বা সমৃদ্ধির ক্ষতি, সময়ের ক্ষতি ইত্যাদি) বহন করতে হয় তা উপেক্ষা করে। বলা বাহুল্য যে পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সচেতন হওয়া স্বত্ত্বেও লোকবল আর্থিক সম্পদের ধারণার স্থায়ী অভাব তাদের এই ত্রুটিগুলো মোকাবেলা করার ক্ষমতাকে সীমিত করে দেয়।

দারিদ্র্য এবং অসমতায় বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা ব্যক্তিগত (বা পরিবারের) ভোগ আচরণের ফলাফল হিসাবে জীবনযাত্রার ব্যয়কে সংজ্ঞায়িত করেন যা সামাজিক গোষ্ঠী, স্থান এবং সময় ভেদে পরিবর্তিত হয়। স্থানীয় প্রেক্ষাপটে গৃহীত সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত সমীক্ষাগুলো বিভিন্ন বিষয় যেমন, সংকট মোকাবেলা করার জন্য সময়ের সাথে সাথে গৃহস্থালির ব্যবহার পদ্ধতিতে ব্যাপক তারতম্য, গ্রামীণ পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, স্ব-ভোগের অনস্বীকার্য গুরুত্ব, সরকারি পরিষেবার অবনতি এবং এর ফলে সমৃদ্ধিতে ক্ষতি পরিমাণ তুলে ধরে।

মানবতাবাদী কর্মীরা অপুষ্টি এড়াতে শারীরবৃত্তীয় ন্যূনতম প্রয়োজনকে জীবনযাত্রার ব্যয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। তারা তাদের নিজস্ব সমীক্ষা (মূল্য সমীক্ষাসহ), ডেটা এবং সূচকগুলো উতৎপাদন করেন এবং এই উৎপাদন প্রযুক্তিগততার মাত্রা এবং কাজের জন্য ব্যয়কৃত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত এবং চিত্তাকর্ষকও বটে যদিও এটি সাধারণত সিপিআই এর জন্য ব্যবহৃত 'সর্বোত্তম অনুশীলন' থেকে আলাদা। অংশগ্রহণমূলক সমীক্ষা চালানোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এগুলো সংখ্যায় অনুবাদ করা কঠিন এবং স্থানীয় লোকজন প্রায়শই তাদের নিজস্ব মানদণ্ড অনুসারে মানবিক নীতি এবং পদক্ষেপগুলো লঙ্ঘন করে পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রকাশ করে।

## > খণ্ডিত সরকার এবং জাতীয় বৈচিত্র্যের অধীনে একটি অসম্ভব অভিযাত্রা

দক্ষতার এই ধরণগুলোর প্রত্যেকটিরই নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের প্রবর্তকদের সংখ্যার দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা দ্বারা খুব কমই বোকা বানানো হয়, কিন্তু তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি মিশন সম্পন্ন করতে হয়। তারা তাই পরিমাপ করে যা তারা পরিমাপ করতে চায় এবং যা তারা পরিমাপ করতে সক্ষম। যেকোনো ধরনের সংখ্যার মতো, তারা যে সংখ্যাগুলি তৈরি করে তা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য স্পষ্ট এবং রাজনীতিকে রূপ দেওয়ার মতোই কাজ করে। মূল্যের বৈচিত্র্যের উর্ধ্বে কী গণনা করা হয় এবং কী গণনা করা উচিত, জীবনযাত্রার ব্যয়ের সংখ্যার বৈচিত্র্য সরকারের একটি খণ্ডিত পদ্ধতিকে চিত্রিত করে, যেখানে এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। জাতীয় মূল্য তথ্যের ন্যায্যতার অভাব মালাগাসি রাজ্যের দুর্বলতাকে প্রতিফলিত এবং দৃঢ় করে, যা দাতা সংস্থাগুলোকে তাদের নিজস্ব ডেটা তৈরির অনুমোদন দেয় এবং উৎসাহিত করে। যার ফলাফল একটি স্ব-কাব্যিক গতি যেখানে উৎপাদিত ডেটা কাজ করার তাগিদ এবং মানবতাবাদী ও উন্নয়ন কর্মীদের অপরিহার্যতা উভয়কেই ন্যায্যতা দেয়।

সূচক এবং বিশ্লেষণের বিস্তৃতি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভক্তিকেও প্রতিফলিত করে। সিপিআই অনুমিতভাবে 'জাতীয়' হলেও এটি জনসংখ্যা এবং অর্থনীতির (শহুরে এবং বাজার-ভিত্তিক) একটি সংকীর্ণ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে একটি নয় বরং পৃথক পৃথক এবং কখনও কখনও অপ্রতুল অর্থনীতির বহুত্ব রয়েছে। এই বহুত্ব আরও ভাল বোঝার জন্য গবেষণা দল এবং মানবতাবাদী কর্মীরা কখনও বিচ্ছিন্নভাবে, কখনও বা একসাথে অনেক প্রচেষ্টা চালায়। যাইহোক, এই প্রচেষ্টাগুলো এমন একটি প্রেক্ষাপটে জীবনযাত্রার ব্যয়ের নির্দিষ্টতার জন্য দায়ী হতে পারে না যেখানে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, স্ব-ব্যবহার, সামাজিক এবং প্রতীকী ব্যয়, শিকার এবং সমাবেশ জীবিকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং একটি সর্থক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতি সংরক্ষণ নীতির কথা চিন্তা করে এই সমস্যাগুলো আর উপেক্ষা করা যায় না। মাদাগাস্কারের একটি অত্যন্ত কঠোর সংরক্ষণ নীতি রয়েছে যা অনেক গ্রামবাসীর শিকার এবং সংগ্রহের চর্চাকে গুরুতরভাবে হুমকির সম্মুখীন করে। যতদূর সম্ভব, দরিদ্ররা ইতিমধ্যে পক্ষপাতমূলক এবং অনুমেয় এই মূল্য সূচকের ফল ভোগ করা শুরু করেছে, এবং মর্যাদা এবং সার্থক জীবন বিবেচনা সহ জীবনযাত্রার ব্যয় বিশ্লেষণের আরও ভাল পদ্ধতি প্রয়োগ না করা হলে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ফ্লোরেন্ট বেদেকাররাটস <florent.bedecarrats@ird.fr>

অনুবাদ: তাসলিমা নাসরিন, বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট।

# > মরক্কোতে মূল্য ভর্তুকির ক্ষমতা

**বরিস স্যামুয়েল,** ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ ফর ডেভেলপমেন্ট এবং ইনস্টিটিউট অফ আফ্রিকান ওয়ার্ল্ডস, ফ্রান্স এবং **বিট্রিস ফেরলাইনো,** বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালি

*কৃতজ্ঞতাঃ লেখকদের ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগার।*

মরোক্কোর ভর্তুকির পদ্ধতি (যাকে কর্তাব্যক্তিরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে উল্লেখ করে) এমন পণ্যগুলোর বাজারকে সংগঠিত করে যেটিকে সরকার 'কৌশলগত' হিসাবে মনোনীত করে, প্রধানত পরিবারের ক্রয় ক্ষমতার জন্য তাদের গুরুত্বের কারণে। যেমন: রাসায়নিক গ্যাস, ময়দা, রুটি এবং চিনি। আমাদের কাজ এই পদ্ধতির একটি ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব উপস্থাপন করে, যা প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমালোচনা এবং এটি ভেঙে ফেলার বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। এই 'ক্ষতিপূরণ' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৪১) সাথে সম্পর্কিত মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষাপটে ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য কর্তৃক গৃহীত মূল্য নীতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এটি পণ্যগুলোর ভোগ, উৎপাদন এবং বিপণন নিয়ন্ত্রণ করে। এটি 'এত-াত গ্রেনিয়ার' (শস্যভান্ডার রাষ্ট্র) এর অবতার, যা জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিত করে ও সামাজিক অস্থিরতা রোধ করে জনগণের দৃষ্টিতে তার ক্ষমতাকে বৈধতা দিয়েছে। আমরা দেখিয়েছি যে মরোক্কোর ভর্তুকি ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা এবং রূপান্তর, যা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক সমালোচনা থেকে রেহাই পেয়েছে। এটিকে সমর্থনকারী শক্তি সম্পর্ক বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

## > মৌলিক পণ্যে ভর্তুকি

মরোক্কোতে মৌলিক পণ্যের উপর ভর্তুকি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং পণ্যের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে। যেমন: ফুল, চিনি, টেবিল তেল বা রাসায়নিক গ্যাস (এবং জ্বালানী, ২০১৫ সালে খাতের উদারীকরণের আগ পর্যন্ত)। 'ক্ষতিপূরণ' শব্দটি বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিগণ কর্তৃক বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন পক্ষে; এটি সাধারণত রাষ্ট্রের গৃহস্থালির ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখার বদ্ধমূল চিন্তা এবং মুনাফার সন্ধানে বৃহৎ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর উপস্বত্বজীবী >>

যুক্তির সাথে সম্পর্কিত। বাজারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জোট নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়, বিশেষ করে রয়্যাল প্যালেসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে। 'ক্ষতিপূরণ' শব্দের ব্যবহার কখনও কখনও তার কঠোর সরকারি অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়। উদাহরণস্বরূপ, রুটির কম এবং স্থিতিশীল মূল্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারী অর্থ প্রদান আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষতিপূরণ ব্যয় হিসাবে ধরা হয় না, যদিও কর্তাব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন তথাপিও তারা এই নীতির অংশ। মরক্কোতে ক্ষতিপূরণ নীতি ক্ষমতা প্রয়োগের ইতিহাসের সাথে যুক্ত, এবং 'ক্ষতিপূরণ' এর সামগ্রিক বিষয়টিও একই রকম।

## > ক্ষতিপূরণের আমলাতান্ত্রিক নিদর্শন

রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষতিপূরণের আমলাতান্ত্রিক নিদর্শন রয়েছে; বিশেষ করে, 'মূল্য কাঠামো' কর্তাব্যক্তিদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আধুনিক মরক্কোতে ক্ষমতা প্রয়োগের একটি উপায় হিসেবে কাজ করে। ক্ষতিপূরণের আমলাতান্ত্রিক এবং আর্থিক পদ্ধতিগুলো বিভিন্ন খাতের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসকে শক্তিশালী করে বা প্রতিষ্ঠা করে। উদাহরণস্বরূপ, শস্য খাতে কৃষকদের দেওয়া বোনাসগুলো বীজ উৎপাদকদের মুনাফা সুরক্ষিত করে। ভর্তুকি যেভাবে গণনা করা হয় তা রাসায়নিক খাতের মতো সন্দেহজনক মুনাফা অর্জনের অনুমতি দেয় বলে মনে হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, জনসাধারণের সম্পদের প্রতারণামূলক বরাদ্দের প্রতি সরকারী কর্তৃপক্ষের সহনশীলতার মাত্রা রয়েছে। অবশেষে, মূল্য প্রশাসন প্রক্রিয়া অপারেটরদের রাষ্ট্রের সাথে তাদের জোটের স্বীকৃতি পেতে সক্ষম করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, ময়দা বাজারে পুরো দেশ এবং সাহারান প্রদেশগুলোর জন্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত দুই ধরনের ময়দার মধ্যে পার্থক্যটি ভর্তুকি মূল্যে প্রতিফলিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভর্তুকিগুলো বর্তমানে ক্যাসাব্লাঙ্কা মিলগুলোর জন্য সংরক্ষিত। যেহেতু তাদের ব্যবহার অপারেটরদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই এবং প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রয়েছে, সেহেতু ভর্তুকি ব্যবস্থা রাজনৈতিক সম্পর্কের পুনর্বিবেচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

## > ভর্তুকি মূল্যের ইতিহাস

রাজনীতির ধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে ভর্তুকিমূল্যও সংশোধিত হয়। ১৯৮০ এর দশকের শুরুতে ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্র পরিবারগুলোতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভর্তুকিগুলোকে খুব ব্যয়বহুল এবং অকার্যকর বলে মনে করেছিল। কিন্তু ১৯৮১ ও ১৯৮৪ সালের তথাকথিত 'রুটি দাঙ্গার' সময় বিরোধিতার কারণে ক্ষতিপূরণ সংস্কার বাঁধাগ্রস্ত হয়। যাইহোক, ব্যাপক আকারে সরকারী পদক্ষেপগুলো ১৯৯০ এর দশকের শেষ অবধি পদ্ধতির প্রশস্ততা কমাতে থাকে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ষষ্ঠ রাজা মোহাম্মদ দরিদ্রতম অঞ্চল এবং পরিবারগুলোকে লক্ষ্য করে স্থানান্তর দ্বারা ধীরে ধীরে ভর্তুকি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ২০১১ সালের তথাকথিত 'আরব বসন্ত' বিক্ষোভের পর ক্ষতিপূরণ দমন করলে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে এমন ধারণা শিকড় গেড়ে বসে, এমনকি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও রেটিং এজেন্সিগুলোতেও এমন ধারণা ছিল। ক্ষতিপূরণকে ঘিরে সাধারণ স্থিতাবস্থার ধারণাটি অবশ্য যে রাজনৈতিক রূপান্তর চলছে তা বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়।

এই শতাব্দীর শুরুতে সংস্কারের বৈধতা বৃদ্ধি পায়। অসংখ্য প্রযুক্তিগত গবেষণায় ক্ষতিপূরণের অস্বচ্ছ এবং অসম ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ মানুষ পুরস্কারের ৭৫ শতাংশ পেয়েছে। ভর্তুকি সংস্কার নিয়ে বিতর্ক পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতির কাঠামোও তৈরি করেছিল। ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকা ইসলামিস্ট জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (পিজেডি) এর আবদেলিলাহ বেনকিরানে ক্ষমতা লাভের জন্য অর্থনৈতিক সমতার পক্ষে ক্ষতিপূরণের দমনকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত বাজারে রূপান্তরকে চিহ্নিত করার পরিবর্তে রূপান্তর ও স্থিতিস্থাপকতার সংমিশ্রণের অংশ হিসাবে ক্ষতিপূরণ সংস্কারকে উপলব্ধি করা আরো উপযুক্ত বলে মনে হয়।

## > দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে প্রায়ই জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়ের যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়, যেটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি এক বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ এবং যা মরোক্কোর ইতিহাসকে চিহ্নিত করেছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে, 'লেস অ্যানিস দে প্লম্ব' ('স্বৈর শাসন') নামে পরিচিত সময়কালে, 'রুটি দাঙ্গা' হিসাবে আখ্যায়িত সারাদেশের ৫০ টি শহরে বৃহৎ আকারেও সংঘটিত জনপ্রিয় বিক্ষোভগুলো প্রায়শই উপস্থাপিত হয়েছে রুটির দাম বৃদ্ধির ফলে উস্কে দেওয়া সহিংসতার অসংগঠিত বিস্ফোরণ হিসাবে। যাইহোক, কঠোরভাবে দমনকৃত এই অভ্যুত্থানগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় হাসানের শাসনের ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক প্রশ্নকে প্রতিফলিত করেছিল। তারা বছরের পর বছর তীব্র রাজনৈতিক সহিংসতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিরোধীদের উপর কঠোর বিধিনিষেধের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। দাম প্রতিবাদ প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম। ২০১১ সালে তথাকথিত 'আরব বসন্ত' বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের জন্য ক্রয় ক্ষমতার পক্ষে পদক্ষেপ নেওয়া তার নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের উদারতা প্রদর্শনের একটি উপায়ও ছিল। প্রতিযোগিতার মুখে ভর্তুকি বাস্তবায়ন একটি নিয়মিত পাল্টা ব্যবস্থা। ■

সরাসরি যোগাযোগ: বরিস স্যামুয়েল <boris.samuel@ird.fr>
অনুবাদ: মাসুদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

# > যুদ্ধের সময় খাদ্য নিরাপত্তা:

## রাশিয়ার কেস

**ক্যারোলিন ডুফি,** সায়েন্সেস পো বোর্দো এবং এমিল ডুরখেইম সেন্টার, ফ্রান্স

*কৃতজ্ঞতাঃ মার্কসন / পিক্সাবে।*

খাদ্য নিরাপত্তা প্রচারণার মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, যা মূলত প্রধান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর দ্বারা চিহ্নিত একটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)। জটিল এবং বহুমুখী এই খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যয়টি ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে চারটি স্তম্ভের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল: খাদ্যের প্রাপ্যতা, এটিতে অংশগ্রহনের সুযোগ, সদ্ব্যবহার এবং দীর্ঘসময়ে তিনটি স্তম্ভের স্থিতিশীলতা।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ক্রমাগত সঙ্কটের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও এই উদ্দেশ্য হুমকির মুখে পড়েছে। আর্থিক, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বা ভূ-রাজনৈতিক যাই হোক না কেন, এই সংকটগুলো খাদ্য মূল্যের উল্লেখযোগ্য ত্বরিত পরিবর্তনের সাথে যুক্ত হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে, বিশেষ করে ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ খাদ্য ঘাটতির ঝুঁকিকে আবার জাগিয়ে তুলেছে এবং আমরা দক্ষিণ বলয়ে ক্ষুধার দাঙ্গা, উত্তর বলয়ে মুদ্রাস্ফীতি এবং কৃষ্ণ সাগরের আশেপাশে যুদ্ধ অঞ্চলে, যা বিশ্বব্যাপী রুটির ঝুঁড়ির প্রতিনিধিত্ব করে, সেখানে উৎপাদন ও সরবরাহে ব্যাঘাত দেখেছি। এই পটভূমিতে, বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অনেক ঝুঁকির দৃষ্টিকোণ যেমন কৃষি বাজার, উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিতর্কে একটি বিশিষ্ট স্থান ফিরে পেয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ইউরোপে যুদ্ধের পুনরুত্থান এই প্রতিশ্রুতির অগ্রাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে: খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সমস্যাগুলো কীভাবে তৈরি করা হয় এবং কোন অনুঘটকদের দ্বারা? কোন লোকজন উদ্বিগ্ন? যুদ্ধ কি খাদ্য নিরাপত্তার ইস্যুকে গতিশীল করার উপায় পরিবর্তন করে?

>>

## >রাশিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা: শাসক অভিজাতদের একটি অলঙ্কৃত নির্মাণ ও বৈধকরণ কৌশল

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আমি যে প্রেক্ষাপটটি বিবেচনায় নিয়েছি, তা হল ২০১৪ সালে ইউক্রেন আক্রমণ শুরু করার পর থেকে সম-সাময়িক রাশিয়ার, যা বিশ্ব বাজারে শস্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নের্তৃত্ব দেয়। ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে রাশিয়ার কৃষিজগতে পরিচালিত একটি প্রাথমিক জরিপ এবং ২০২২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের (মূলত রাষ্ট্রপতি এবং রাশিয়ার  নিরাপত্তা পরিষদ ফেডারেশন) জনবক্তৃতার উপর ভিত্তি করে, আমি যে *গবেষণা পদ্ধতিটি গ্রহণ করি* তা ডিসকোর্স বিশ্লেষণকে নির্দেশ করে।

জন ইস্যুসম্পর্কিত কাঠামোআয়ন (ভৎধসরহম) এর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো দেখিয়েছে যে কীভাবে গ্রামীণ অনুঘটকদের সংহতি বিকল্প মডেলের উত্থানকে বিকশিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আমেরিকায়, ভিয়া ক্যাম্পেসিনা আন্দোলন কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য খাদ্য সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলেছে। সুতরাং, কীভাবে একটি জন ইস্যু তৈরি করা হয়, তা পরিস্থিতি এবং সেই সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারে: এটি অনুঘটকদের জ্ঞানীয়, বিতর্কমূলক এবং রাজনৈতিক কাজের ফলাফল, যা সমস্যাগুলোর একটি নির্দিষ্ট নির্মাণকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিতে চায়।

বাস্তববাদী সমাজবিজ্ঞানের এই উপসংহারগুলো অনুসরণ করে, আমার গবেষণা রাশিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তাকে অনুমান করে একটি অলঙ্কারমূলক নির্মাণ এবং শাসক অভিজাতদের বৈধতা দেওয়ার কৌশল হিসাবে। এ প্রসঙ্গে তিনটি সূনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথমত, ডিসকোর্সটি বিস্তৃত অর্থে একটি 'রাজনৈতিক সাধারণ' নির্দেশ করে, যা ক্ষমতার ধারণার মাধ্যমে বা সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তদুপরি, এই ডিসকোর্সটি একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে যা বিশ্বব্যাপী 'তাদের' থেকে 'আমাদের' কে আলাদা করে। জন ইস্যুগুলোর ঐতিহাসিককরণের মাধ্যমে, আমরা এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আন্তর্জাতিক অন্তর্ভুক্তকরণের ভিত্তিতে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা থেকে কৃষি-খাদ্য বিষয়গুলোর জাতীয়করণে পরিবর্তনের জন্য দায়ী করতে পারি। পরিশেষে, এই ডিসকোর্সের কাঠামোগত প্রভাব রয়েছে, যা ২০১৪ সাল থেকে রাশিয়ার কৃষি ও খাদ্য নীতির মাধ্যমে বোঝা যায়। এটি আমাদের বুঝতে সক্ষম করে যে, ২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে কৃষি-খাদ্য আমদানির বিকল্প নীতিগুলি কীভাবে খাদ্য বিষয়ক জাতীয়করণকে এবং দেশের কৃষির রপ্তানি শক্তির পুনরুদ্ধারকে উৎসাহিত করেছে।

## > খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত ডিসকোর্সের পরিবর্তন এবং ভিন্নমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

২০১৪ সাল থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রাশিয়ার যোগদানের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অর্ন্তভূক্তরণের উপর ভিত্তি করে বৈশ্বিক শস্য শক্তির অলঙ্কারটি খাদ্য স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে জাতীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে রাজনৈতিক আলোচনার পথ করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সময়টি এই বিবর্তনে একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে, যা ২০২২ সালে ইউক্রেনে বৃহৎ আকারের যুদ্ধ শুরু করার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছিল।

২০২২ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘ এবং তুরস্কের তত্ত্বাবধানে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত শস্য চুক্তিটি তীব্রমাত্রার যুদ্ধের একটি প্রেক্ষাপট এবং এই অঞ্চলে একটি মানবিক ব্যতিক্রম তৈরি করেছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাজারে শস্য রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং দামের চাপ কমানো। রাশিয়ায় এই চুক্তির নিন্দা করেছে এবং এটি ২০২৩ সালের বসন্তের পরে বাড়ানোর জন্য অস্বীকার করেছে।

এই বন্ধ খাদ্য নিরাপত্তার দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংঘর্ষকে সামনে নিয়ে আসে: উদার এবং সুরক্ষাবাদী। প্রাক্তনটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি কারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা সাধারণত সমৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি এবং একটি ইতিবাচক-সমষ্টির ইস্যুকে উন্নীত করে। এটি জাতিসংঘ, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দ্বারা সমর্থিত। এই দৃষ্টিকোণটি এই শতাব্দীর প্রথম দশকে রাশিয়ায় কৃষি আধুনিকায়নের নের্তৃত্ব দেয়। পরেরটি, কর্তৃত্ববাদী এবং উৎপাদনবাদী, ক্ষমতার উল্লেখ এবং একটি শূন্য-সমষ্টি গেম দ্বারা সমর্থিত। পণ্যের আদান-প্রদান রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সাম্প্রতিক আখ্যানটি সমসাময়িক রাশিয়ার নির্বাহী শাখা দ্বারা উৎপাদিত, যা ২০১৪ সাল থেকে চলমান। এটিকে কোনো বিকল্প ডিসকোর্স দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি এবং তা যদি এটি আদৌ হয়ে থাকে, তবে তা প্রান্তিকই রয়ে গেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ক্যারোলিন ডুফির <c.dufy@sciencespobordeaux.fr>

অনুবাদ: মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক,
অপরাধতত্ত্ব ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগ,
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

# > ‘মুক্ত আন্দোলন’:

## পাবলিক এবং গ্লোবাল সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি প্লাটফর্ম

**ব্রেনো ব্রিংগেল,** রিও ডি জেনিরো স্টেট ইউনিভার্সিটি, ব্রাজিল, এবং ইউনিভার্সিডাড কমপ্লাটন্স ডি মাদ্রিদ, স্পেন এবং
**জিফরি প্লেয়ার্স,** এফএনআরএস এবং ইউনিভার্সিটি ক্যাথলিক ডি লুভেন, বেলজিয়াম এবং আইএসএ প্রেসিডেন্ট (২০২৩-২৭)

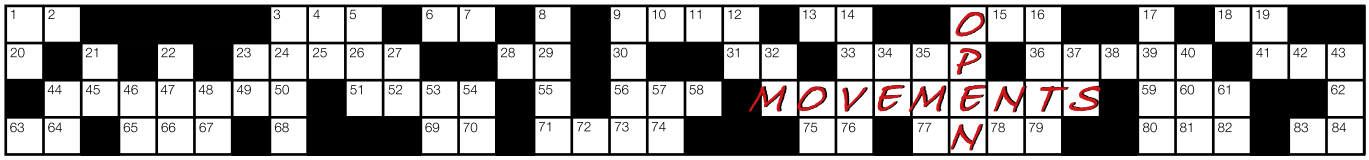


*কৃতজ্ঞতাঃ রাউল পাউ।*

বর্তমান সময়ে জলবায়ু বিপর্যয়ের বাস্তবতা দৃশ্যমান হলেও বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী দেশগুলোর সরকার এই জরুরি সমস্যা মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতার সাথে সাথে সদিচ্ছার অভাবও প্রদর্শন করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গণতন্ত্র এখন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। টেকনোক্র্যাটরা বাণিজ্যের প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের মতামত প্রদানের সুযোগ প্রায় নেই। জাতীয়তাবাদী এবং উগ্র-ডানপন্থী আন্দোলনের মধ্যে স্বৈরাচার বিকাশমান। ঘৃণাত্মক বক্তৃতা ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির ফলে বর্ণবাদী বা ঘৃণামূলক অপরাধ ও রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ছে। আমরা একটি জটিল পরিস্থিতিতে প্রবেশ করছি যেখানে সমস্যাগুলো পারস্পরিকভাবে জড়িত ও পরস্পরকে প্রভাবিত করে, যেটি আমাদের সভ্যতার বৃদ্ধি,অগ্রগতি ও উন্নয়নের রূপরেখাকে চ্যালেঞ্জ করে। তদুপরি, সংকটগুলো বিশ্বের সবাইকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না। *অক্সফাম এর অসমতার প্রতিবেদন (২০২৪)* থেকে দেখা যায় যে, ২০২০ সাল থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ পাঁচজন সম্পদশালী ব্যক্তি তাদের সম্পদ দ্বিগুণ করেছে। একই সময়ে বিশ্বের প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মানুষ দরিদ্র হয়েছে। বৈষম্য ইতিহাসের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সামাজিক আন্দোলনগুলো আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিক্রিয়াশীল, আধিপত্যবাদী, বর্ণবাদী ও উগ্র ডানপন্থি আন্দোলনগুলো পশ্চিমা ও প্রাচ্যের বিকল্পগুলোকে বিস্তার করছে। তারা বিশ্বের সকল অঞ্চলের তরুণদের আকৃষ্ট করছে। ২০১১ সালের আরব বসন্তের সময় যে সমস্ত দেশে ব্যাপক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন হয়েছিল, সেখানে বর্তমানে কর্তৃত্ববাদী শাসন চলছে। তাছাড়া, কিছু প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক আন্দোলন দমন, সাংবাদিকদের হত্যা ও রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা হয়েছে।

যদিও এই খারাপ বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরা অসম্ভব। বিকল্প থাকা সত্ত্বেও জনগণের প্রতিবাদের অনুপস্থিতিতে তা অদৃশ্য অবস্থায় আছে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে, তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন, নতুন ধরনের সামাজিক সক্রিয়তা ও গণতান্ত্রিক চর্চার বিকাশ হচ্ছে। ফলে আমাদের সম্ভাবনার নতুন দিগন্তের দিক উন্মুক্ত করে গতানুগতিক সামাজিক আন্দোলন এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে। নাগরিকরা এখন প্রকাশ্য স্থানে সমবেত, বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া ও সংগঠিত হতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং একটি মুক্ত সমাজের প্রচারণা চালায় যেখানে জ্ঞান ও তথ্য সহজে প্রচার করা যায়। তারা গণতন্ত্রকে শুধু ভোট বা সরকারের কাছে দাবির বিষয় হিসাবেই বিবেচনা করে না, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি হিসাবেও বিবেচনা করে যেখানে তারা ব্যক্তিগতভাবেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে নিজেদের কার্যক্রম ও দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করবে।

### > সামাজিক আন্দোলন: প্রতিবাদ, বিকল্প, এবং জ্ঞান

আমাদের গ্লোবাল ডায়ালগ এর নতুন বিভাগ ‘মুক্ত আন্দোলন’ এর মূল উদ্দেশ্য সামাজিক আন্দোলন এবং তাদের চ্যালেঞ্জগুলোকে বিশ্লেষণ করার জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করা। অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা দ্বারা এই প্রবন্ধেগুলোতে আন্দোলনের সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা করা হবে। সামাজিক আন্দোলন থেকে আমরা আমাদের সমাজ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হই তা আরও ভালোভাবে জানতে পারবো।

আমাদের বিশ্বাস, সামাজিক আন্দোলন হলো প্রগিতিশীল/গণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় ধরনের সমাজ তৈরি ও পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। সামাজিক আন্দোলন সমাজের বাস্তব নীতি ও সমাজ কে পরিবর্তন করে। সমগ্র মহাদেশের সংগ্রাম ও সামাজিক পরীক্ষা, নিরীক্ষা থেকে তারা জ্ঞান এবং সম্মিলিত শিক্ষণীয় বিষয় তৈরি করে।

যদিও প্রতিবাদগুলো মিডিয়াতে কিছু অংশ প্রকাশ করে, সেগুলো সামাজিক আন্দোলনের আইসবার্গের চূড়ার অংশের মত দৃশ্যমান। কিছু বিষয় কম দৃশ্যমান হলেও তাদের গুরুত্ব অধিক, যেমন জনপ্রিয় শিক্ষা, দৃঢ় সংহতি, সক্রিয় নাগরিকত্ব, দৈনন্দিন জীবনে রূপান্তর ও বিষয়ন্বতা। ‘মুক্ত আন্দোলন’ এসব প্রতিবাদ ও সঠিক বিকল্পগুলো লেখার অবদানকে স্বাগত জানাবে।

>>

## > বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান

আইএসএ মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিভিন্ন মহাদেশের সমাজবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের কাজ থেকে শিক্ষণীয় বিশ্বব্যাপী সংলাপ আয়োজন করা হবে। গ্লোবাল ডায়ালগের নতুন বিভাগে দক্ষিণ ও উত্তর উভয় অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের ফলে সামাজিক রূপান্তরগুলো বুঝার চেষ্টা করা হবে। আমরা নিশ্চিত যে বিভিন্ন মহাদেশের সামাজিক আন্দোলন, সংকট এবং বিকল্প অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের বাস্তবতা, গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ ও দেশ বা অঞ্চলে মুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাব্য পথ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

আমরা বিশ্বের পরিবর্তনগুলো জানার জন্য একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করি। এটি করার জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ, প্রজন্ম, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তা ও কর্মের ঐতিহ্যের মধ্যে সংলাপকে উৎসাহিত করে পদ্ধতিগত জাতীয়তাবাদ এবং বিশ্বতাবাদ উভয়ই এড়িয়ে যাই। বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি মানে স্থানীয় বা জাতীয় সংগ্রামকে বাদ দিয়ে নয়, বরং বিপরীত। একটি সামগ্রিক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখানোর জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে সামাজিক আন্দোলন ও চ্যালেঞ্জগুলোর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আমরা স্থানীয় বাস্তবতা এবং সংগ্রামের মূলে থাকা বিকল্প পরীক্ষাগুলোর উপর আলোকপাত করতে চাই যা বিভিন্ন মহাদেশের বিষেশজ্ঞদের অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের আভাস দেখাতে পারে। আমরা আমাদের পাঠকদের একটি প্রতিবাদের ধারা বা সংকট বোঝার চাবিকাঠি প্রদান করতে চাই যা দ্বারা তারা এমন বিষয়ও ভালোভাবে বুজতে পারবে যা একটি দেশে খবরের শিরোনামে আসে না কিন্তু সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা আরোও আলোকপাত করতে চাই কীভাবে স্থানীয় বা জাতীয় বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক স্তরে সংযুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলতে পারে। আমরা প্রতিবাদের তত্ত্ব, অনুশীলন, প্রতীকগুলোকে সারা বিশ্বে বিস্তার ত্বরান্বিত করতে আশাবাদী।

বিশ্বের কর্মক ও চ্যালেঞ্জগুলোকে জানার জন্য আমাদের সম্মিলিত ভাবে একই স্তরের কার্যপদ্ধতি ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একটি সঠিক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ের একই সাথে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় কাজ করা প্রয়োজন। সামাজিক আন্দোলনগুলো এই সকল স্বতন্ত্র বিষয় ও কর্মকের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়, তারা স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতা নির্ধারণে অবদান রাখে। যদিও স্থানীয় আন্দোলনগুলো সাধারণত সংকীর্ণ দ্বন্দ্বে শেষ হয়ে যায়, যেমন মেক্সিকোতে জাপাটিস্তা বিদ্রোহের মতো আন্দোলন তারা এই বছর তার ৩০ তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে। এখান থেকে দেখা যায় যে তাদের অপরিহার্য বিশ্বব্যাপী অর্থ রয়েছে। 'মুক্ত আন্দোলন' এ আমরা জানতে চাই যে, কীভাবে সংগ্রাম এবং সক্রিয়তার সংস্কৃতি জাতীয় সীমানার বাইরে অনুরণিত হয় এবং কীভাবে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কগুলি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

## > পাবলিক সমাজবিজ্ঞান

সমাজ বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হচ্ছে গণতান্ত্রের জন্য পাবলিক স্পেস তৈরি করা। গ্লোবাল ডায়ালগ ও 'মুক্ত আন্দোলন' তাদের এই দায়িত্ব পালনের জন্য সহায়ক হবে। সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য, কৌশল ও চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি মূলধারার সংবাদপত্রের বাইরে দ্বন্দ্বগুলো বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতামূলক মাঠকর্ম প্রয়োজন। একইভাবে এমন একটি ওপেন স্পেস থাকা অপরিহার্য যেখানে গবেষকরা অ্যাকাডেমিক গণ্ডির বাইরেও বিস্তৃত শ্রোতাদের কাছে সহজে তাদের মূল গবেষণার লেখা, ফলাফল ও দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দিতে পারেন।

'মুক্ত আন্দোলন' দিয়ে আমরা বিশেষভাবে সামাজিক আন্দোলনের সমাজবিজ্ঞানকে সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করতে আগ্রহী, যাতে পেশাদার অধিক বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগামী সমাজবিজ্ঞানীদের থেকে আলাদা করা যায়। আইএসএর-এর প্রাক্তন সভাপতি এবং গ্লোবাল ডায়ালগের প্রতিষ্ঠাতা *মাইকেল বুরাওয়ের* প্রস্তাব অনুযায়ী, পাবলিক সমাজ-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিক গণ্ডির বাইরেও শ্রোতাদের সাথে সংলাপে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আনার চেষ্টা করে, একটি উন্মুক্ত সংলাপ যেখানে উভয় পক্ষই পাবলিক সমস্যা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

## > 'মুক্ত আন্দোলন' এর নতুন বিকাশ

'মুক্ত আন্দোলন' ২০১৫ সালের মার্চ মাসে একটি সম্পাদকীয় প্রকল্প হিসেবে শুরু হয়েছিল। এটি প্রাথমিকভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মিডিয়া প্লাটফর্ম 'মুক্ত গণতন্ত্র' তে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তিনটি ধারায় সামাজিক আন্দোলনের বিষয়কে উন্মুক্ত করে।

* সামাজিক আন্দোলনের বিশ্লেষণকে বিস্তৃত সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, সামাজিক আন্দোলনের অধ্যয়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মক ও সামগ্রিকভাবে সমাজ ভালোভাবে বোঝার জন্য বিবেচনা করা হয়।
* গ্লোবাল সাউথের অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ জোর দিয়ে এবং বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে সম্মিলিত শিক্ষা তৈরি করার ক্ষমতার উপর একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।
* পাবলিক সোসিওলজিতে অবদান রাখার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং কর্মীদের মধ্যে কথোপকথনের জন্য একটি জায়গা তৈরি করা।

২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত *মুক্ত গণতন্ত্রের* একটি অংশ হিসাবে মুক্ত আন্দোলন অধ্যায়ে প্রায় ৩০টি দেশের কর্মী এবং গবেষকদের প্রায় ২৫০টি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। নিবন্ধনগুলোর সঠিক বিন্যাস, গঠনমূলক বিশ্লেষণ ও একটি গতিশীল অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করার জন্য গবেষকদের ধন্যবাদ। এই নিবন্ধগুলো বিভিন্ন মহাদেশের অনেক গবেষক এবং নাগরিক, সাংবাদিক, কর্মী ও নীতিনির্ধারক সহ কয়েক হাজার পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। এই নিবন্ধগুলোর মধ্যে কিছু লেখা হয়েছিল চলমান জনসাধারণের বিতর্ক নিয়ে, যা ছিল সাধারণ মতামতের বাইরে এবং কঠোর বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। জনসাধারণের বিতর্ক ও এক্যাডেমিয়ার যেসব বিষয় নীরব বা যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত নয় সে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিবেচনা করেছিলাম।

এই নিবন্ধগুলোর মধ্যে কয়েকটি অতিথি সম্পাদকদের দ্বারা সম্পাদিত একটি সিরিজের একটি অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল (উদাহরণ ক্রাইসিস অফ মাইগ্রেশন, নিউ রেপার্টওয়ারে অফ রেপ্রেশন, রেইনভেন্টিং দ্যা লেফট, অথবা সোশ্যাল মোভমেন্টস ইন দ্যা পান্ডেমিক)। নির্বাচিত নিবন্ধনগুলো ইংরেজি বা স্প্যানিশ ভাষায় পাঁচটি এক্সেস বইতে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে: *Protesta e indignación global* (2017); *México en movimientos* (2017); *Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia* (2020); *Social Movements and Politics during COVID-19* (2022); *Chile en Movimientos* (2023).

এই প্রাথমিক পর্যায়ের পরে, 'মুক্ত আন্দোলন' হবে গ্লোবাল ডায়ালগের এর একটি নতুন অধ্যায়, এটি হবে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় সমাজতাত্ত্বিক সমিতি এবং বিভিন্ন শ্রোতাদের মধ্যে আরও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সেতুবন্ধন নির্মাণের প্রচেষ্টা। এখানে মূল ধারার সাথে নতুন দুটি ক্রমোনতি সংযোজন করা হয়েছে। প্রথমত, এটি হবে একটি চলমান প্ল্যাটফর্ম যেখানে গ্লোবাল ডায়ালগ ওয়েবসাইটে নিবন্ধগুলো প্রথমে ইংরেজিতে প্রকাশিত হবে। এ পদ্ধতির অংশ হিসেবে ম্যাগাজিনের তিনটি বার্ষিক সংখ্যার একটিতে প্রকাশ করা হবে এবং এক ডজনেরও বেশি ভাষায় সেগুলো অনুবাদ করা হবে। দ্বিতীয়ত, একটি একক প্রচার প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর না করে বিষয়বস্তু বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের জন্য ডিজিটাল মিডিয়ার সাহায্য নেব।

আমরা আপনাকে 'মুক্ত আন্দোলন' এই নতুন পর্বে অবদান রাখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। একটি নির্দিষ্ট থিমের অধীনে বিভিন্ন মহাদেশের কর্মী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের অবদানকে একত্রিত করে একক নিবন্ধগুলোকে মূল কেন্দ্রবিন্দু

>>

হলেও আমরা অতিথি সম্পাদকদের দ্বারা সম্পাদিত লেখাগুলোকে ও স্বাগত জানানো হবে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর সরাসরি পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলো, যেগুলো নিছক মতামত নয় তা সংক্ষিপ্ত ভাবে পাঠ্যের জন্য বিশেষভাবে উন্মুক্ত করা হবে। অন্য কথায়, আমরা যে সমস্ত ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে বসবাস করছি তা বোঝার এবং মোকাবেলা করার জন্য আমাদের একটি পাবলিক এবং গ্লোবাল সমাজবিজ্ঞান দরকার। 'মুক্ত আন্দোলন' মূলত এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত। ■

সরাসরি যোগাযোগ: গ্লোবাল ডায়ালগ টিম <globaldialogue@isa-sociology.org>

অনুবাদ: মো: সহিদুল ইসলাম, গবেষণা সহযোগী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

# > কিভাবে আমরা গবেষণা এবং জনপ্রিয় সংগ্রামগুলো বুঝতে পারি?

**লরেন্স কক্স,** মায়নুথ ইউনিভার্সিটি, আয়ারল্যান্ড, **আলবার্তো অ্যারিবাস লোজানো**, মাদ্রিদ কমপ্লোটেন্স ইউনিভার্সিটি, স্পেন এবং **সুতাপা চট্টোপাধ্যায়,** সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভার্সিটি, কানাডা।

*প্রতিবাদী পদযাত্রায় বাইগা নারী ও শিশু, ভারত, ২০০৩। কৃতজ্ঞতাঃ সাইমন উইলিয়ামস, একতা পরিষদ/উইকিমিডিয়া কমন্স।*

পৃথিবীর ইতিহাসে গত ২৫০ বছরে অনেক সামাজিক আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই উত্তর-উপনিবেশিক স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের একটি বিশ্বব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। নারীবাদী এবং এলজিবিটিকিউ+ আন্দোলন পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে। অভিবাসী এবং বর্ণবাদ বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয় আন্দোলন সমতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং যারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন তারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন সংঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। শ্রেণীভিত্তিক বিভিন্ন সংগ্রাম হয়েছে, যেমন শিক্ষাকে গবেষকসহ সকলের কাছে সহজলভ্য করার প্রচেষ্টা।

এই পরিস্থিতিতে সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু কিভাবে আমরা সেই গবেষণাটি ভালোভাবে করতে পারি? '*দ্য ফারস্ট মুভমেন্ট রিসার্চ মেথডস হ্যান্ডবুক ফর আ ডিকেড*' (আন্না সজোলুচারের সাথে সহ-সম্পাদিত, যিনি বর্তমানে ফিল্ডওয়ার্কে আছেন) নামক বইটি সম্পাদনের সময় আমরা বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণমূলক গবেষণা, গ্লোবাল সাউথ এবং নতুন গবেষকদের প্রতি যত্নের বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলাম।ধ

## > অংশগ্রহণমূলক এবং প্রচলিত গবেষণা

গবেষণা পদ্ধতির প্রচলিত হ্যান্ডবুকগুলো প্রায়ই একাডেমিক জ্ঞান উৎপাদনের সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক তত্ত্ব এবং গবেষণা পদ্ধতি যেমন মার্কসবাদী, নারীবাদী এবং বি-উপনিবেশিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে সামাজিক আন্দোলনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক আন্দোলন বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রটি বেশ অদ্ভুত ধরণের। এই আন্দোলনের চর্চাকারীদের প্রায়ই নিজস্ব শিক্ষাগত, তাত্ত্বিক এবং গবেষণা কার্যক্রম থাকে। তবে এদেরকে সর্বদা মূল আলোচনার বাইরে রেখে দেয়া হয়, যদিও একাডেমিকসরা তাদের ডিসিপ্লিনের সম্মান (তহবিল এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত বিষয় নির্ধারণ) রক্ষার্থে চেষ্টা করছেন। এই পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে, পূর্ববর্তী হ্যান্ডবুকগুলো হয় সম্পূর্ণরুপে বৈজ্ঞানিক অথবা পুরোপুরি তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে অথবা তারা পূর্বের একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে গবেষণা পদ্ধতিকে একটু স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করেছে।

আমরা একটি ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। বুক চ্যাপ্টার লেখার জন্য সামাজিক আন্দোলন বিষয়ক গবেষণাকারী এবং যাদের বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন গবেষক এবং সম্পূর্ণরুপে একাডেমিয়ার সাথে জড়িত লেখকদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা অনুভব করি যে, এর ফলে সামাজিক আন্দোলন বিষয়ক গবেষণা আরো বেশি সৃজনশীল ও সমৃদ্ধ হয়েছে, যা সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি গবেষকদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে তোলে।

আন্দোলন গবেষণার 'প্রয়োগ' এর জন্য নিবেদিত একটি বিভাগ পেয়ে আমরা বিশেষভাবে খুশি। যেকোন ধরণের আন্দোলনের সাথে গবেষণার সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নটিকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়েছে কিংবা বিমূর্তভাবে

>>

উপস্থাপন করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে আন্দোলন এবং অংশগ্রহনকারী গবেষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্বেষণ করা হয়নি। এই অভিজ্ঞতাগুলো আকর্ষণীয়, চ্যালেঞ্জিং এবং উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

## > গ্লোবাল সাউথ এবং নর্থের আন্দোলন

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই কিভাবে আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা করতে হবে সে সম্পর্কে বেশিরভাগ লেখাই গ্লোবাল নর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যদিও গ্লোবাল সাউথে আরো বেশি এবং বড় আকারের আন্দোলন রয়েছে। লাতিন আমেরিকা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে 'সামাজিক আন্দোলন' কাঠামোর মধ্যে আলোচিত সংগ্রামগুলো নিয়ে গবেষণার একটি দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি আন্দোলনের হ্যান্ডবুকের (ইংরেজি ভাষায়) লেখক এবং বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিত উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ।

আমরা একটি নতুন হ্যান্ডবুক (এই দশকের মধ্যে এটি প্রথম) সম্পাদনা করতে সম্মত হয়েছি এই শর্তে যে আমরা এটি আরো বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে করতে পারি। যদিও এটি সম্পূর্ণরুপে উপনিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত, আমরা এমন দাবি করব না। অনুবাদের জন্য স্বতন্ত্র তহবিল খুঁজে বের করা, অ-স্থানীয় ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য কপি ইডিটিং এর মত কঠিন পরিশ্রমস-াধ্য কাজ করেও বৈশ্বিক একাডেমিয়াতে ইংরেজির গভীর কেন্দ্রীকতার কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠা যায় না। একইসাথে গবেষণার তহবিল প্রাপ্তিতে ক্রমাগত বৈষম্যের কারণ হলো বিশ্বব্যাপী একাডেমিক প্রকাশনার জগতে ইংল্যান্ডের মতো ছোট দেশসমূহের আধিপত্য যদিও তাদের দেশে সংঘটিত সামাজিক আন্দোলনগুলো প্রায়শই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়।

তবুও আমরা আনন্দিত যে প্রথম হ্যান্ডবুকটিতে আমরা অ্যান্টার্কটিকা ব্যতীত সকল মহাদেশ থেকে লেখক এবং বিষয়বস্তু অর্ন্তভূক্ত করতে পেরেছি। উল্লেখ্য যে, এখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আন্দোলন বিষয়ক গবেষণা এবং আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গি অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। এইটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গবেষণার নৈতিক এবং প্রয়োগিক সর্বোত্তম ধারার প্রথম ধাপ।

## > নতুন গবেষকদের সমর্থন

পরিশেষে, এই ফিল্ডে যারা ইতিমধ্যেই আছেন তারা কিভাবে নতুনদের কাজ শুরু ব্যাপারে সমর্থন দেবেন সেই বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট ভাবেন না। উদাহরণসরুপ, ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই যারা সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে গবেষণা করতে চায় তারা স্নাতক পর্যায়ে পড়ার সময় সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে গবেষণার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবগত থাকেন না। এঁদের অনেককে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি ছাড়াই গবেষণা বা তহবিলের জন্য প্রস্তাবনা লিখতে হয়, যদি না কোন অনুদানকারী সংস্থা তাদের পূর্ব-পরিকল্পিত কোন প্রকল্পে তাদের নিয়োগ না দেয়। এইজন্য আন্দোলন গবেষণার ব্যাপক এই বৈচিত্র্যতা সম্পর্কে জানার খুব কমই সুযোগ থাকে এবং নতুন গবেষকদের নতুন কিছু পুনরুৎপাদন করার প্রবণতা খুব কমই থাকে। শক্তিশালী স্বাধীন গবেষণা ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক ছাড়া আন্দোলন-ভিত্তিক গবেষকরা আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা অত্যন্ত খুশি যে, প্রকাশক আমাদের বইয়ের দীর্ঘ ভূমিকাটি (১২০০০ শব্দের) অনলাইনে বিনামূল্যে প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন। আমরা আশা করি, এটি বিনামূল্যে প্রবন্ধ পাওয়ার সম্ভাবনাকে আরো গণতান্ত্রিক করবে। সেই সাথে এই উদ্যোগ লেখা পাওয়ার সমস্ত রাস্তা খুলে দেবে যার মাধ্যমে অ্যাকটিভিস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের গবেষক এবং গ্লোবাল সাউথের শিক্ষার্থীরা মূল্য পরিশোধ করতে হয় এমন লেখা বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ পাবে।

একেবারে মৌলিক স্তরে, আমরা লেখকদের নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছি যাতে এই ফিল্ডে যারা নতুন, বইয়ের অধ্যায়গুলো তাদের জন্য সহজবোধ্য হয়। বিশেষভাবে তাদের জন্য যারা দীর্ঘদিন যাবৎ লেখাপড়ার বাইরে আছেন, যাদের উচ্চতর শিক্ষা নেই, যারা অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়েননি এবং যারা পারিবারিক, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা কাজের কারণে ব্যস্ত জীবনযাপন করছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা পরিচালনা করার জন্য সর্বদা কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে, গবেষণা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে একজনের সাংস্কৃতিক জ্ঞান বা পটভূমিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় যেখানে তা মানুষের উপলব্ধির বাইরে চলে যায়।

এই বইয়ে বিভিন্ন বিষয় একসাথে রাখা একটি আশ্চর্যজনক এবং স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতা। এটি বিভিন্ন আন্দোলন, স্থান এবং একাডেমিক ক্ষেত্রে ঘটে চলা অবিশ্বাস্যভাবে সৃজনশীল, চিন্তাশীল এবং উৎসর্গকৃত কাজ উন্মোচন করেছে। গ্লোবাল নর্থে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ, গ্লোবাল সাউথের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, অ্যাক্টিভিস্ট গবেষক এবং তরুণ গবেষকরা সবাই উদ্যোগীভাবে প্রকল্পটিতে অবদান রেখেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে এই সংগ্রহটি সামাজিক আন্দোলনের সাথে গবেষণার মিথস্ক্রিয়া করার সেরা উপায়গুলোকে তুলে ধরে। আমরা আশা করি এটি নতুনদেরকে চলমান সংলাপে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করবে, পাশাপাশি পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিনিময়ে সাহায্য করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: লরেন্স কক্স <laurence.cox@mu.ie> টুইটার: @ceesa_ma

অনুবাদ: ড. খায়রুল চৌধুরী, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

# > মায়ান ভিডিও অনুশীলন এবং জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণ

**কার্লোস ওয়াই ফ্লোরেস,** প্রভাষক, ইউনিভার্সিড অটোনোমা দেল এস্তাদো দে মোরেলোস

*কৃতজ্ঞতাঃ কার্লোস ফ্লোরেস, ২০০৬।*

কার্লোস ওয়াই ফ্লোরেস, ইউনিভার্সিড অটোনোমা দেল এস্টাডো ডি মোরেলোস, মেক্সিকো ১৯৯০ এর দশক থেকে আমি গুয়াতেমালার সম্প্রদায়-ভিত্তিক মায়া সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগী ভিডিও প্রকল্পে কাজ করছি। যখন এই প্রকল্পগুলোর যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বল্প পরিসরে, তখন দেশটি ১৯৯৬ সালে শেষ হওয়া ৩৬ বছরের গৃহযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসছিল যেখানে প্রায় ২০০,০০০ লোক মারা যায় এবং ৪৫,০০০ এরও বেশি নিখোঁজ হয়। তাদের বেশিরভাগই ছিলো আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেসামরিক সদস্য। সশস্ত্র সংঘাতের এই ধরনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের পরে, মায়ান সামাজিক আন্দোলন এবং সংগঠনগুলো মূলত একটি অ-আদিবাসী রাষ্ট্র থেকে অধিকার ও ন্যায়বিচারের দাবিতে পুনরায় উত্থান করে। ভিডিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু জাতিগত পরিচয় এবং রাজনৈতিক দাবিকে জোরালো করার জন্য নয়, তাদের জীবন, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক চর্চা সম্পর্কে আধিপত্যবাদী অ-আদিবাসী বর্ণনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষিত একজন ভিজ্যুয়াল নৃবিজ্ঞানী হিসাবে আমার ভূমিকা ছিল ভিজ্যুয়াল উপকরণগুলোর বর্ণনা তৈরীতে সহায়তা করা যা মূলত প্রকল্পগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্যামেরা ব্যবহার এবং তার প্রদর্শনের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনা প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যা থেকে বিভিন্ন জনসাধারণের জন্য বার্তাগুলো প্রকাশিত হবে। প্রথমে মায়া-কিউইকছি এবং পরে মায়া-কিচে সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা যুদ্ধের সময় নিহত গ্রামবাসীদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুশীলন, স্মৃতি এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছি এবং অবশেষে আমরা বৈধ স্বায়ত্তশাসনের লড়াই এবং তাদের নিজস্ব আইন ও বিরোধ নিষ্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছি। তবে, মায়ান সম্প্রদায়ের সাথে এই ভিডিওর অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এই ধরনের সহযোগিতামূলক ফলাফল বা পরিণতি সহজবোধ্য নয় এবং এতে জটিল মিথস্ক্রিয়া ও বোঝাপড়া জড়িত, বিশেষ করে যেহেতু আমাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রকল্পগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্যাশা তৈরি করে।

>>

## > আধুনিক/ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

দুটি মৌলিক দিক রয়েছে যা বিভিন্ন মাত্রায় মায়ান সংস্থাগুলোর মধ্যে শুধু আমার নিজের সহযোগিতামূলক কাজকেই প্রভাবিত করেনি, বরং সামাজিক আন্দোলনের সাথে কাজ করা অনেক গবেষকের প্রচেষ্টাকেও প্রভাবিত করেছে বিশেষ করে তথাকথিত গ্লোবাল সাউথের। এই মৌলিক দিক দুইটি হলো আধুনিকতা এবং ঔপনিবেশিকতা: পশ্চিমা সম্প্রসারণের একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক যেমন অসংখ্য পণ্ডিত পর্যবেক্ষণ করেছেন। একদিকে, আধুনিক ঐতিহ্য, যা বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভিত্তি করে কথিত বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান অনুসরণ করে, প্রকৃতি এবং সামাজিক জীবনের সাথে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করা যায় তার আধিপত্যবাদী প্রস্তাবনা তৈরি করার জন্য বিশেষ মানদণ্ড এবং প্রাতিষ্ঠানিক বক্তব্য তৈরি করার দিকে ঝুঁকে পড়েছে; এগুলো সর্বদা বিভিন্ন স্থান বা সেক্টরের লোকেরা যেভাবে তাদের বাস্তবতা তৈরি করে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিকতা একই সময়ে ক্ষেত্র এবং গবেষকদের মধ্যে একটি অসম শক্তির সম্পর্ক তৈরি করেছে, একটি সাংস্কৃতিক 'অন্যান্য'-এর অস্তিত্বকে স্বাভাবিক করার পাশাপাশি, যারা কেবল ভিন্ন নয়, পৃথক সময় এবং স্থানগুলোতেও বাস করে। এই বৈসাদৃশ্য প্রায়শই আধিপত্য, পরাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের নিয়মগুলো সম্পৃক্ত করার জন্য কাজ করেছে।

এই ধরনের যুক্তি অনুসরণ কওে পশ্চিমা উদার/আলোকিত চিন্তাধারার ঐতিহ্যে গঠিত গ্লোবাল এলিটরা ঐতিহাসিকভাবে নিজেদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক 'অন্যান্যদের' উল্লেখ ও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অধীনত্বের এই অর্পিত পরিচয় ( জাতি বা লিঙ্গের মতো) স্বাভাবিক হয়ে ওঠেছে এবং বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা নির্মাণে সক্ষম বলে মনে হওয়া একটি 'সর্বজনীনতা' আরোপের মাধ্যমে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্পষ্টতই, সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে গবেষকদের সাথে আলাপচারিতার ক্ষেত্রের বিষয়গুলো ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে তাদের জীবন এবং তাদের সম্প্রদায়ের ধারণাগুলো যেভাবে কল্পনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জাহির করার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

মায়ান ভিডিও নির্মাতাদের সাথে অডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণগুলোর সহযোগিতামূলক নির্মাণ আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে যে কীভাবে শক্তি সম্পর্ক ধারণাগতভাবে কোনও প্রদত্ত সমাজে জিনিসগুলো বোঝা বা না বোঝার উপায়গুলোকে সংজ্ঞায়িত করে, যা পালাক্রমে অন্যদের সাথে সম্মানের সহিত নির্দিষ্ট ধরণের জ্ঞানের সত্যতা সমর্থন করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মায়ান চলচ্চিত্র নির্মাতারা এবং সম্প্রদায় কর্তৃপক্ষ মায়া কিচে' আইন ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে মায়ান মূল্যবোধ, নীতিমালা ও বিশ্বদর্শনের উপর ভিত্তি করে একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থার অংশ হিসাবে বোঝেন, যা দেশীয় আইনের প্রভাবশালী এবং ঘন ঘন মিডিয়া চিত্রিতের বিপরীতে 'কঠোর ন্যায়বিচার' হিসাবে বিবেচনা করে।

## > নতুন পন্থা

জ্ঞানীয় আধিপত্যের এই প্রেক্ষাপটে, সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে স্ব-প্রতিফলিত এবং সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ভিজ্যুয়াল গবেষণার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পদ্ধতিগুলোর উপর সমালোচনামূলক এবং উৎপাদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ সাধন করছে। এখন সম্পর্ক এবং সহযোগিতার নতুন ধারাগুলো পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব, যা সাধারণভাবে ভিজ্যুয়াল গবেষণা প্রকল্পগুলোতে আরও সৃজনশীল অনুশীলন এবং প্রকল্প তৈরি করছে। গবেষক এবং সাংস্কৃতিক 'অন্যান্যদের' মধ্যে বিভাজনও মুছে ফেলা হয়েছে: গবেষকদের একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যক হয় তারা যে সম্প্রদায়গুলো অধ্যয়ন করে তাদের সাথে যৌথ প্রকল্পে কাজ করে বা সেই সম্প্রদায়গুলোর সাথে বিভিন্ন মাত্রায় সম্পর্ক বজায় রাখে। তাদের অনুশীলন তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, একাডেমিক প্রশিক্ষণ এবং রাজনৈতিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পরিবর্তন এই ধরনের গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কম শ্রেণীবিন্যাস এবং আরও অনুভূমিক মিথস্ক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে, যা সবসময় পূরণ হয় না।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা লিখিত পাঠকে অধিক গুরুত্ব দেয়, যা যেসব সম্প্রদায়ের পাঠ্যমূল্য কম বা আধুনিকতার প্রধান ধারণা ও ফ্রেমগুলোর সাথে কম পরিচিত তাদের কাছে গবেষণার ফলাফলগুলো অপ্রবেশযোগ্য করে তোলে। ফলে সামাজিক গবেষণার জন্য অডিওভিজ্যুয়াল রিসোর্সের ব্যবহার গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে সাহায্য করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে, কারণ তারা গবেষণা ফলাফলের সহযোগিতামূলক নির্মাণকে সহজতর করতে পারে এবং স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পটভূমি ও অভিজ্ঞতা থেকে আসা মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারে। এই ধরনের গবেষণা ফলাফল লিখিত শব্দের ভিত্তিতে বিশ্বের সাথে যাদের ভিন্ন সম্পর্ক থাকতে পারে সেইসব শ্রোতাদের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে অডিওভিজ্যুয়াল মিডিয়া ব্যবহার করে গবেষক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা তাদের শিক্ষাগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক, আইনি, পরিবেশগত, এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ ও দাবিগুলোকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক আন্দোলনগুলোকে আরও ভালভাবে সমর্থন করার সম্ভাবনা রাখে।

সুতরাং, যা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা হলো কাঠামোগত এবং সামাজিকভাবে বৈধকরণের অনুশীলনের সম্ভাবনা যার মাধ্যমে বিকল্প জ্ঞানবিদ্যা - এই ক্ষেত্রে, মায়ান সম্প্রদায় দাবি করেন - এবং সহযোগিতামূলক ও আন্তঃপাঠ্য ভিডিও উপস্থাপন করা যেতে পারে। বাস্তবতা বোঝার এই ধরনের উপায়গুলোকে আধিপত্যবাদী নিয়মের সাথে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বা অতুলনীয় হিসাবে ভাবা উচিত নয়; বরং চ্যালেঞ্জটি জ্ঞান উৎপাদন এবং প্রভাবশালী সংস্কৃতির প্রান্তে বিদ্যমান সামাজিক অনুশীলন এবং জীবনজগতের বৈধতাকে বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: কার্লোস ওয়াই ফ্লোরেস <carlosyflores@aol.com>

অনুবাদ: খাদিজা খাতুন, প্রভাষক,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

## > ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি

# হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট

**লেভ গ্রিনবার্গ,** বেন-গুরিয়ন ইউনিভার্সিটি অফ দ্য নেগেভ, ইসরায়েল এবং ডার্টমাউথ কলেজ, ইউএস

*যুদ্ধের কোন বিজয়ী নেইচ। কৃতজ্ঞতাঃ জো হাদেরেক।*

৭ অক্টোবর হামাস কর্তৃক শিশু ও বৃদ্ধসহ ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা, নারীদের ধর্ষণ এবং মৃতদেহ বিকৃত ও পুড়িয়ে ফেলার পর ইসরায়েলি জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ছিল "আমাকে দখল ও অবরোধের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলবেন না। গাজা, উপনিবেশবাদ এবং উপনিবেশবাদের সমালোচনামূলক তত্ত্বগুলো ভুলে যান।"

সমন্তরাল ভাবে ইসরায়েলি বাহিনীর কার্যক্রম বিশেষ করে ইসরায়েলি বাহিনী কর্তৃক নারী ও শিশু সহ হাজার হাজার ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের বোমাবর্ষণ ও হত্যাসহ সমগ্র আশেপাশের এলাকা ধ্বংস এবং ১.৯ মিলিয়ন ফিলিস্তিনিকে তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত করার প্রতিক্রিয়ারও অবহেলা রয়েছে। তাছাড়া, ইসরায়েলের দক্ষিণে হামাস ও জিহাদিদের দ্বারা সংঘটিত বেসামরিক গণহত্যাকে উপেক্ষা করা হয়েছে বা এমনকি যুক্তি দিয়েছিল যে এটি ঘটেনি যদিও হামাসের ফাইটার ক্যামেরায় ধারণকৃত নৃশংসতার ভিডিও ছিল। এগুলোকে আমি আইএসআইএস অনুকরণে ইসরায়েলিকে আতঙ্কিত করা বলবো।

আমাদের নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হতে হবে: কোনো প্রেক্ষাপটই বেসামরিক নাগরিকদের ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায্যতা দিতে পারে না, এটি যুদ্ধাপরাধ। আমার মতে নৈতিক ও রাজনৈতিক মনোভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। আমার তৈরি *গতিশীল রাজনৈতিক ধারণা* তত্ত্ব দ্বারা আমি ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি বিষয়কে বিশ্লেষণ করেছি যেখানে সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট নৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাধান ও সহিংসতা উভয়ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি রয়েছে।

খুনের সহিংসতা বিশ্লেষণ করার জন্য প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সহিংসতার চক্র ও ভবিষ্যতে এটি বৃদ্ধির প্রচেষ্টার গতিশীলতা বুঝা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব কীভাবে ধর্মীয় উগ্র অভিজাতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি উভয় রাজনৈতিক মতবাদে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি ছিল। এটি হামাসের নেতৃত্ব ও ইসরায়েলি সরকার উভয়েরই লক্ষ্য ছিল, ফলে জনগণ ও অঞ্চলের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। এই নিবন্ধের শেষে, আমি বর্তমান যুদ্ধের একটি সম্ভাব্য শান্তিপূর্ণ সমাপ্তির দিকনির্দেশনা উল্লেখ করেছি।

### > তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

জাতিগত সংঘাতের কারণে খুন হওয়া সতেরোটি মামলার তুলনামূলক গবেষণা করে *মাইকেল মান* দেখান যে, একটি জাতিগত গোষ্ঠী হুমকির সম্মুখীন হলে এগুলো সংঘটিত হয় এবং এতে তিনটি রাজনৈতিক উপাদান জড়িত থাকে: ১) একটি উগ্র রাজনৈতিক অভিজাত, ২) সংগঠিত আধা-সামরিক গোষ্ঠী এবং ৩) উল্লেখযোগ্য সামাজিক সমর্থন। কোন অবস্থায় দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়? প্রথমত, তাদের বিশ্বাস করতে হবে যে তারা জিততে পারবে এবং দ্বিতীয়ত, তারা বহিরাগত আন্তর্জাতিক শক্তির কাছ থেকে সমর্থন আশা করে।

>>

বসতি স্থাপনকারী ঔপনিবেশিকতায় বিশেষভাবে হত্যার ঘটনা হয়, যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় হয়েছিল। যাইহোক, ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাত অনেক বেশি জটিল, এবং এটিকে বসতি স্থাপনকারী ঔপনিবেশিকতার একটি সাধারণ ঘটনা হিসাবে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ইসরায়েলি ক্ষেত্রে উভয় ধরনের উপনিবেশবাদ, বসতি স্থাপনকারী এবং 'ক্লাসিক' উপনিবেশবাদ জড়িত, এখানে সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য রয়েছে। এটি একটি জাতীয় সংঘাত ছিল যখন পূর্ব ইউরোপের ইহুদিবিদ্বেষ নীতির ফলে তারা পালিয়ে এসে তাদের প্রাচীন জন্মভূমিতে একটি জাতি-রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল এবং ফিলিস্তিনি স্থানীয় জনগণ *তাদের বাস্তুচ্যুতি* এবং পরাধীনতা প্রতিরোধ করেছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, উভয় জাতীয় আন্দোলনই ধর্মীয় উগ্রবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এসব বিশ্লেষণ কাঠামো একত্রিত করার মাধ্যমে আমরা বর্তমান আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের সমতুল্য সহিংসতা এবং ৭ অক্টোবর থেকে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট বুঝতে পারি। এই স্থানীয় জটিলতার বিশেষ প্রেক্ষাপটগুলোকে উপেক্ষা করে সহিংসতা প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না।

## > আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

উভয় পক্ষের কৌশল বোঝার জন্য আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টতই, ইসরায়েল আঠারো বছর আগে গাজার চারপাশে সামরিক বাহিনীকে পুনরায় মোতায়েন করেছিল। *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং রক্ষণশীল আরব সরকারগুলো* হামাসের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসরায়েলের পর্যায়ক্রমিক বিমান বোমা হামলাকে আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজন হিসেবে বৈধতা দিয়েছিল এবং একই সাথে হামাসের উপর অবরোধ ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেছিল।

ফিলিস্তিনি পরাধীনতা ও নিপীড়নকে উপেক্ষা করে আরব রাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আব্রাহামিক শান্তি চুক্তির উদ্যোগ নিয়েছিল। ইসরায়েলি ও হামাসের ধর্মীয় মৌলবাদ বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটগুলো হল: ক) ফিলিস্তিনি দাবি উপেক্ষা করা চরমপন্থী এবং সম্প্রসারণবাদী ইসরায়েলি রাজনীতি এর মূলে ছিল, তাদের *ভ্রান্ত ধারণা* ছিল যে, তারা চিরতরে গাজা অবরোধ চালিয়ে যেতে পারবে এবং পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করে বসতি স্থাপন অব্যাহত রাখতে পারবে। খ) আব্রাহামিক চুক্তির প্রতিক্রিয়ার ফলে হামাসের প্রতি ইরানের সমর্থন বৃদ্ধি করেছে এবং ফিলিস্তিনিরা নিজেরা একত্রিত হয়ে জাতীয়ভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ তৈরি করেছে।

হামাস কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা এবং হিংসাত্মক ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়ায় সমাপ্ত হয়েছে ৭ই অক্টোবরের মধ্যে। এটা পরিষ্কার যে কেউ এখন ফিলিস্তিনিদের দাবি এবং গাজার হতাশাজনক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করতে পারবে না। উভয় পক্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে সক্ষম বৈধ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে সহিংসতা সমাধানে আরও ইতিবাচক এবং ভারসাম্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।

## > স্থানীয় প্রেক্ষাপট

২০০৫ সালে গাজা থেকে একতরফা ইসরায়েলি জনবসতি প্রত্যাহারের পর ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হয়েছিল, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সহ্য করার মত বিক্ষিপ্ত সহিংস সংঘর্ষের ('রাউন্ড' বলা হয়) সাথে 'স্থিতিশীল উত্তেজনা' হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। ফিলিস্তিনিরা চারটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল: ইসরায়েলি নাগরিক, জেরুজালেমের বাসিন্দা, গাজায় শাসক হামাস ও পশ্চিম তীরের শহরগুলো শাসনকারী ফাতাহ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ)-দুইটি বৃহত্তম সামরিক বাহিনী ছিল।

দুইটি ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক অভিজাতদেরই তাদের বেসামরিক জনসংখ্যার প্রতি প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল। তারা অর্থনৈতিক জীবিকা নির্বাহের জন্য ইসরায়েলের উপর এবং তাদের আন্দোলনের জন্য সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল। তাদের মধ্যে দুইটি প্রধান পার্থক্য আছে। একদিকে, পিএ শান্তি চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেছে এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, ফলে তারা ক্রমাগত বৈধতা হারিয়ে ফেলছে।

অন্যদিকে, *হামাস রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সাথে সশস্ত্র প্রতিরোধকে* এক-ত্রিত করে তাদের সামরিক সক্ষমতা ধাপে ধাপে উন্নত করে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। পশ্চিম তীর ও গাজার ফিলিস্তিনি নাগরিকদের নিরপেক্ষ করা হয়েছিল, তারা ইসরায়েলি শাসন দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল।

ইসরায়েলি নাগরিকরাও রক্ষণশীল রাজনৈতিক অভিজাতদের দ্বারা তৈরি ফাঁদে পড়েছিল, যারা বিভক্ত ও শাসন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করেছিল, ভবিষ্যতের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকেও উপেক্ষা করেছিল। নেতানিয়াহু হামাসকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন কারণ তিনি প্রতিটি সহিংস সংঘর্ষের ফলে জনপ্রিয়তা অর্জনে সফল হন। কেবলমাত্র একটি ইসরায়েলি রাজনৈতিক শক্তিরই ভবিষ্যতের একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে: মেসিয়ানিক উগ্রপন্থীরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে এবং পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং গাজায় হামাস শাসন উভয়কেই ভেঙে ফেলতে চাইছে।

বিকল্প রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতিতে, *পশ্চিম তীরে শাসক সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য দেখা দেয়*: একদিকে, ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী বেসামরিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পিএ-এর সাথে সহযোগিতা বজায় রাখতে চায়, এবং অন্যদিকে, সশস্ত্র উমেসিয়ানিক বসতিকারীরা ক্রমাগত ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করতে এবং ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক পিএ সহযোগিতাকে বানচাল করতে চাইছে।

২০১৯ এবং ২০২২ সালের মধ্যে টানা পাঁচটি নির্বাচনের সময় ইসরায়েলি রাজনৈতিক ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। চরমপন্থী উগ্রবাদীদের সাথে নেতানিয়াহুর ব্লক এবং বিবি বিরোধী [নেতানিয়াহু] ব্লকের মধ্যে একটি অচলাবস্থার তৈরি হয়েছিল। একটি বিকল্প রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতিতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে উপজাতীয় শত্রুতা ব্যবহার করা হয়েছিল।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে একটি চরমপন্থী জোট গঠন, গণতন্ত্র বিরোধী আইন, সবচেয়ে উগ্রপন্থী নেতাদের মন্ত্রিত্ব বরাদ্দ, স্মোট্রিচ ও বেন গভির, সরকারের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলনকে উস্কে দিয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা বুঝতে পেরেছিল সামরিক বাহিনী উগ্র বসতি স্থাপনকারীদের বিপক্ষে। সমগ্র সংরক্ষিত ইউনিট সংগঠিত হয়ে ঘোষণা করেছিল যে তারা চরমপন্থী সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীতে কাজ করতে অস্বীকার করবে।

চিফ অফ স্টাফ হালেভি এবং নিরাপত্তা গ্যালান্টের মন্ত্রীসহ প্রায় সমস্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নেতানিয়াহুকে সতর্ক করেছিলেন যে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা হামাসকে আক্রমণ করতে উৎসাহিত করবে, কিন্তু তিনি সতর্কতা উপেক্ষা করেন। ৮ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন নেতানিয়াহুকে তার অবহেলার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে 'রাজনৈতিক সমস্যাগুলো' যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা উচিত। স্পষ্টতই, যুদ্ধ শেষ করার ব্যাপারে তার কোনো রাজনৈতিক আগ্রহ ছিল না। তার এই অবহেলার বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে এবং তার রাজনৈতিক অংশীদারদের যুদ্ধ শেষ করার আগ্রহ না থাকার কারণ হলো ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করে সেখানে ইহুদি বসতি প্রসারিত করা।

## >আমরা কীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি এবং একটি বিকল্প শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারি?

প্রশ্ন হল, যখন উগ্রপন্থীরা উভয় দিকে শাসন করে এবং শত্রুর সম্পূর্ণ পরাজয় কামনা করে তখন আমরা কীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি যখন উভয় পক্ষের মধ্যপন্থীদের নেতৃত্ব, বৈধতা, ও বিকল্প শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নেই?

>>

ইসরায়েল/ফিলিস্তিনের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের এটাই সঠিক মুহূর্ত: প্রথমত, যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি ও বন্দীদের বিনিময়; দ্বিতীয়ত, একটি অ-যুদ্ধ (হুদনা) চুক্তি অর্জন এবং গাজা পুনর্গঠন শুরু করা; এবং তৃতীয়, উভয় জাতীয় প্রত্যাশা বিবেচনা করে কূটনীতি এবং রাজনীতিতে আস্থা তৈরি শুরু করা: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা এবং ইস্রায়েলের অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতাকে সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মধ্যস্থতার মডেলটি হওয়া উচিত ব্রিটিশ এবং আইরিশ সরকারের দ্বারা মধ্যস্থতাকৃত উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তি চুক্তির মতো। আমাদের ক্ষেত্রে, মধ্যস্থতাকারী হওয়া উচিত যুক্তরাষ্ট্র, মিশর এবং সৌদি আরব, যারা দ্বি-রাষ্ট্র মডেলের বাইরে *ক্ষমতা ভাগাভাগি* মডেল ব্যবহার করবে।

[এই নিবন্ধটি ২৯শে নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের উপর ভার্জিনিয়া টেক দ্বারা সংগঠিত প্যানেলের একটি সিরিজের অংশ হিসাবে প্রদত্ত একটি উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং লেখক ১৭ জানুয়ারী, ২০২৪-এ সর্বশেষ পরিমার্জিত করেন।]

সরাসরি যোগাযোগ: লেভ গ্রিনবার্গ <grinlev@gmail.com>
অনুবাদ: আয়শা সিদ্দিকা হুমায়রা,
সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ

# > হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্রের

## অদ্ভুত প্রত্যাবর্তন

**পাবলো গেরবাউদু,** মাদ্রিদের কমপ্লুটেন্স ইউনিভার্সিটি, স্পেন

*কৃতজ্ঞতাঃ ফ্রিপিক*

২০১০ এর দশকের শেষের দিকে এবং ২০২০-এর প্রথম দিকের সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশ্বিক রাজনৈতিক ধারাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপবাদের প্রত্যাবর্তন। বহু দশক পরে যেখানে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের যতটা সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করা উচিত এ ধারণাটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, সেখানে এখন আমরা নতুন ধারণার উত্থান দেখছি। আমরা এখন অর্থনীতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার একটি নতুন গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ্য করছি সেটা ভাল অথবা খারাপ যেটার জন্যই হোক।

এ ধরণের প্রবণতার উদাহরণ বহুমূখী এবং কিছু ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই প্রবণতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা যায়নি। নিওলিবারেলিজমের স্বর্ণযুগের সময় বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে দৃঢ় ঐকমত্য ছিল। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকট থেকে শুরু করে অনেক দেশ নতুন করে শুল্ক এবং নিয়ম তৈরি করেছে। যদিও দীর্ঘদিন ধরে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রকে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ থেকে দূরে সরে যেতে হবে, কিন্তু এখন সরকার ক্রমান্বয়ে শিল্প নীতিতে যুক্ত হচ্ছে। বিশেষভাবে এই ধারণা যে সরকার দেশের অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে উন্নীত করবে এবং কৌশলগত দিক থেকে পুঁজির যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিত করবে। অবশেষে, কয়েক দশক ধরে রাজনীতিবিদরা ধীরে ধীরে পাবলিক বিনিয়োগ কমিয়েছেন যার ফলে অনেক অবকাঠামো বেকায়দায় পড়েছে। এখন পাবলিক বিনিয়োগকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একটি নতুন ঐক্যমত দেখা দিয়েছে। নেক্সট জেনারেশন ইইউ (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন) এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা বাইডেনোমিক্সের অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা যায় এর প্রমাণ। যার লক্ষ্য সবুজ এবং ডিজিটাল রূপান্তর ত্বরান্বিত করা।

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপবাদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আমরা কী করব যাকে 'নিউ ওয়াশিংটন কনসেনসাস' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (নিওলিবারেল 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' এর বিপরীতে)? এই রাজনৈতিক ডিসকোর্স এবং নীতি পরিবর্তনকে কি নিওলিবারাল কনসেনসাসের মধ্যে একটি কৌশলগত অস্থায়ী পরিবর্তন হিসাবে নেয়া উচিত? নাকি এটি নীতিতে আরও কাঠামোগত এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের ঝলক? এই পরিবর্তনসমূহ বেশিরভাগই দেখা হয়েছে স্বল্প পরিসরের সংশোধন হিসেবে যেখানে মৌলিকভাবে নব্য-উদারতাবাদী অর্থনীতির সামগ্রিক চেতনা ধরে রাখা হয়েছে। আর এই সমালোচনা এসেছে বামপন্থী এবং সমালোচনামূলক রাজনৈতিক অর্থনীতিবীদদের মধ্যে থেকে।

বিপরীতে, আমি দাবি করি যে এই প্রবণতা সমসাময়িক পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের কাঠামোগত পরিবর্তন তুলে ধরে। এই পরিবর্তনসমূহ ইঙ্গিত দেয় যে সরকারী হস্তক্ষেপের উপর দ্বি-দলীয় চুক্তি যা বিশ্বায়নের সোনালী যুগে আধিপত্য বিস্তার করেছিল আংশিকভাবে তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসেছে। আর এই কঠিন সময়ে এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে আরও শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে যে, এর অর্থ এই নয় এই পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তন সহজাতভাবে ইতিবাচক রূপান্তর বা সমাজতন্ত্রের দিকে পরিবর্তনের মতো কিছু। প্রকৃতপক্ষে, আমরা দেখতে পাবো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নতুন হস্তক্ষেপবাদী নীতিগুলো ধনী এবং বড় কর্পোরেশনের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে।

এই পরিবর্তন সমাজবিজ্ঞানীদের এমন কিছু চিন্তাকে উৎসাহিত করে যা

>>

গত কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক বিতর্কে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। আমাদের ব্যাপকভাবে গৃহীত ধারণাটি পুনরায় পরীক্ষা করা উচিত যে আমরা 'মুক্ত বাজার' দ্বারা প্রভাবিত একটি সমাজে বাস করি যেখানে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং বাজারের অ-ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো দেখিয়েছে যে বাজার 'মুক্ত' নয়, কারণ এটি প্রায়ই নীতিনির্ধারকদের সমর্থন লাভ করে কিছু অলিগোপলিদের ক্ষমতার দ্বারা বেষ্টিত। বাজার ব্যবস্থার বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই 'রাষ্ট্রনীতির' একটি নির্দিষ্ট রূপ, যার লক্ষ্য অর্থনৈতিক উপায়ে প্রদত্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সমূহ হাসিল করা। এখন এই জাতীয় হস্তক্ষেপ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এই প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। অধিকন্তু, একটি 'মুক্ত বাজার' ধারণা বজায় রাখা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। হস্তক্ষেপবাদের প্রত্যাবর্তনের জ্ঞানীয় পরিবর্তন, অর্থাৎ যেভাবে এটি অর্থনৈতিক নীতির রাজনৈতিক চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে যা রাজনৈতিক সংহতিকরণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে ক্ষমতাধারীদের এটা দাবি করার ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে যে তারা কেবল বাজারের চাপ মোকাবেলা করছে।

## > 'মুক্ত বাজার' ধারণা ছাড়িয়ে

১৯৮০ সাল থেকে শুরু হওয়া *নিওলিবারেল যুগ* স্পষ্টতই নিজেকে 'ক্ষুদ্র পরিসরের সরকার' এবং 'মুক্ত বাজারের' যুগ হিসাবে উপস্থাপন করেছিল: এমন যুগ যেখানে সমাজের বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও মুল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মতো বাজার নীতি অনুসরণ করে নেয়া হবে। এই সমাজতাত্ত্বিক বর্ণনা রাজনৈতিক মতাদর্শের ঐক্যমতের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বিষয়কে ধারণ করেছে - যা বাজারকে মহিমান্বিত করে আর রাষ্ট্রকে দমন করে। ১৯৮০ এবং ২০০০ এর শুরুর দিকে এই বিষয়ে একটি বিস্তৃত ঐক্যমত্য আসে যা মার্গারেট থ্যাচার এবং রোনাল্ড রেগানের মতো নব্য-রক্ষণশীলদের মধ্যে 'প্রাথমিক গ্রহণকারী' থেকে শুরু করে বিল ক্লিনটন, টনি ব্লেয়ার এবং গেরহার্ড শ্রোডারের মতো থার্ড ওয়ে নেতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

অনেক সমালোচক যেই দাবিটি করেছিলেন যে বামপন্থী এবং ডানপন্থী রাজনীতিবিদ উভয়ই নব্য উদারতাবাদী ছিলেন সেটা সত্য হিসেবে পর্যবেসিত হচ্ছে। মধ্য-বাম এবং কেন্দ্র-ডান উভয়ের বিরাট অংশ এই ধারণাটি নিয়েছে যে 'ইতিহাসের সমাপ্তি' এর 'নতুন সময়ে' বা 'উত্তর' রাজনীতিতে (উত্তর আধুনিকতা, উত্তর-আদর্শ, উত্তর-শ্রেণী কিছু অভিব্যক্তির উদ্ধৃতি) রাষ্ট্র প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ছিল, যেটা এখন পরিবর্তন হচ্ছে। একই সময়ে 'সমাজ' অথবা আরও ভালভাবে বলতে গেলে 'সুশীল সমাজ' যা রাষ্ট্রের আওতার বাইরের সমাজ ছিল) এবং বাজারকে কেন্দ্র করে 'স্বতঃস্ফূর্ত' উদ্যোগগুলোকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল। ফোর্ডিস্ট যুগ থেকে চলে আসা অর্থনৈতিক বিষয়ে রাষ্ট্রের বিচক্ষণ হস্তক্ষেপ বিশেষ করে পরিকল্পনা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা হয়েছিল।

যখন পর্যবেক্ষক আদর্শিক চূড়া থেকে নীতিগত বিষয়ে এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার আরও গভীর স্তরে চলে যায় তখন বিষয়গুলো আরও জটিল ছিল। এই নীলনকশার সবচেয়ে ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ক্রমাগত বৃদ্ধি। বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাণিজ্যে বাধা হ্রাস এবং পুঁজি নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়া উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয়ই একটি 'অ-হস্তক্ষেপবাদী' বা 'লেইজ-ফেয়ার' রাষ্ট্রের প্রকাশ। কিন্তু বিশ্বায়ন খুব কমই 'স্বতঃস্ফূর্ত' ছিল। প্রতিটি দেশে রাজনীতিবিদদের সক্রিয়ভাবে আইন প্রণয়ন, কোম্পানির বেসরকারিকরণ, মুক্ত-বাণিজ্য অঞ্চল তৈরি এবং তাদের অর্থনীতিকে বিশ্বায়নের উপযোগীচ করার জন্য পাবলিক ফাইন্যান্সকে 'এ-কত্রীকরণ' করার মাধ্যমে এর প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল।

বিশ্বায়ন যখন ক্রমাগত বেশ কয়েকটি সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল (অর্থ, জলবায়ু এবং এখন ভূ-রাজনীতিতে) এটি শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নব্য উদারপন্থীরা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেনি, বরং বেছে বেছে বিরোধিতা করেছে যাকে চড়ঁষধহঃুধং রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক এ্যাপারাটাস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেগুলো সামাজিক-গণতান্ত্রিক যুগে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের জীবনযাত্রার দৃঢ় উন্নতির জন্য দায়ী ছিল। আর রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক এ্যাপারাটাস (সেনাবাহিনী, পুলিশ, কারাগার ইত্যাদি) নিওলিবারাল যুগে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সময়ের সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যাপারগুলো ছাড়াও, যেমন চিলিতে পিনোচে স্বৈরতন্ত্র, নিওলিবারেল অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যার সংমিশ্রণে আমরা একটি 'দণ্ড রাষ্ট্রের' উত্থান যেটি সমাজবিজ্ঞানী *Loïc Wacquant* চিহ্নিত করেছেন এবং ক্রমবর্ধমান কারাবাসের হার প্রত্যক্ষ করেছি যেমন আমেরিকায়। একটি কম 'সামাজিক রাষ্ট্র' মানে বেশি দমনমূলক রাষ্ট্র।

অর্থনৈতিক নীতির বিষয়ে রাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে একটি আনুষঙ্গিক ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কঠোরভাবে 'নিয়ন্ত্রক' উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর যেকোন সক্রিয় অর্থনৈতিক নীতির একটি দৃঢ় সন্দেহও এখানে জড়িত সাথে যেটা 'বিজয়ী বাছাই করা' এবং 'বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা' বিপজ্জনক কাজ হিসেবে দেখা হয়েছিল। তথাপি, যেমন নিয়ন্ত্রনমূলক তাত্ত্বিকরা দীর্ঘকাল ধরে যুক্তি দিয়ে আসছেন যে তথাকথিত 'ডি-রেগুলেশন' হল একটি নিয়ন্ত্রণের রূপ। কিন্তু এর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রভাব (যেমন পণ্যায়ন, অলিগোপলির সৃষ্টি ইত্যাদি) ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত প্রভাব রয়েছেঃ মানুষকে বিশ্বাস করানো যে অর্থনীতি রাজনীতির ক্ষেত্র নয়, বরং প্রকৃত বাজার শক্তির উন্মোচনের জন্য এখন এই ক্ষেত্র ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইতিহাসে যদি সবসময় 'বাজার' থেকে থাকে - যেমন অ্যানালেস স্কুল অফ ইকোনমিক হিস্ট্রি যুক্তি দিয়েছে - 'মুক্ত বাজার' এর মতো জিনিস খুব কমই ছিল। বাজার স্থায়ীভাবে সমাজের সাথে যুক্তকরা হয়েছে যেটা *কার্ল পোলানি* ও বলেছেন। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সময়ে রাষ্ট্রের দৃশ্যমান হস্তক্ষেপের প্রত্যাবর্তন এই ক্ষতিকর বিষয়কে উড়িয়ে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে।

## > নতুন পরিকল্পনা রাষ্ট্র এবং এর রাজনৈতিক প্রভাব

সাম্প্রতিক সংকট নিওলিবারেলিজম যেটিকে দমিয়ে রেখেছিল তার প্রত্যাবর্তনকে তুলে ধরেছে সেটি হলহস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্র। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পর থেকে বিশ্ব যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে আমরা দেখেছি যে সরকার আমরা যতটা ছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অনেক বেশি অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলোকে প্রায়শই 'পরিকল্পনা' বলা হয় কারণ তারা কী করা দরকার তার রূপরেখা দেয়। আর এখন ক্রমাগত সব জায়গায় ক্লিনার এনার্জি, আরও সৌরশক্তি ব্যবহার, সবকিছুকে ডিজিটাল করা এবং আরও ভালো কম্পিউটার নিয়ে গবেষণা করার মতো সব কিছুর জন্য পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে।

এই পরিকল্পনাগুলো প্রায়শই বিভিন্ন 'মিশন'কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যে প্রত্যয়টি ইতালীয় অর্থনীতিবিদ মারিয়ানা *মাজুকাতো দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছিল, যিনি 'উদ্যোক্তা রাষ্ট্র'* এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে কথা বলেন। এটি পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার প্রতি অনেক লোকের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে। অতীতে পরিকল্পনাগুলো প্রায়শই সোভিয়েত ইউনিয়নের মডেলের মতো একটি 'কমান্ড ইকোনমির' ব্যর্থতার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু এখন মিশনের ধারণা বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য আরও গতিশীল এবং সক্রিয় পদ্ধতির পরামর্শ দেয়। পশ্চিমা বিশ্বে মাইক্রো-চিপ প্রযুক্তিতে বড় বিনিয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয়ই স্থানীয়ভাবে মাইক্রোচিপ উৎপাদনের প্রচেষ্টা শুরু করেছে যার উৎপাদন এতদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রকৃত অর্থনৈতিক বা বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পছন্দগুলোর কোন মানে হয় না: তাইওয়ানে মাইক্রোচিপগুলো উৎপাদিত হয় কারণ সেখানে তাদের উৎপাদন করা অনেক সস্তা। তারা স্বল্প মেয়াদে 'অর্থনৈতিক-বিরোধী' বা অর্থ উপার্জনে আগ্রহী না হলেও তদের পরিকল্পনায় প্রযুক্তিগত আধিপত্য ও জাতীয় নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করে।

পাবলিক বিনিয়োগ এবং পরিকল্পনায় এই প্রত্যাবর্তন কিছু পরিচিত

>>

নিওলিবারেল দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। Michał Kalecki পর্যবেক্ষণ করেছেন যে পুঁজিপতিরা পাবলিক বিনিয়োগকে বাঁধাগ্রস্ত করে কারণ তারা মনে করে যে সমস্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত তাদের একচেটিয়া হওয়া উচিত। পরিকল্পনা এবং 'পরিকল্পনামূলক রাষ্ট্র' ছিল হায়েক এবং ভন মিসেসের মতো নব্য উদারপন্থীদের আক্রমণের একটি লক্ষ্য, যারা পরিকল্পনাকে যে কোন উপায়ে বা আকারে একটি বড় ধরনের অহমিকার প্রকাশ হিসাবে দেখেছিল। এর অর্থ হল রাজনীতিবিদরা এমন জিনিসগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছেন যা সত্যিই বাজারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। পরিকল্পনা বিলুপ্ত করা হয়নি কিন্তু *ওয়ালমার্টের মতো বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাত থেকে ব্যাপকভাবে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল*। যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রের 'দৃশ্যমান হাত' এর এই প্রত্যাবর্তন অগত্যা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

উদাহরণস্বরূপ, বাইডেনোমিক্স হয়তো পাবলিক বিনিয়োগের কৌশলগত গুরুত্বকে ভালোভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারে। পরিবর্তে, এটি সরকারী প্রকল্পগুলো করার জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলোকে নিয়োগ দেয়। এছাড়াও, যুদ্ধের পরে হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রের বিপরীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বেশিরভাগ দেশের সরকার অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার বিষয়ে কথা বলছে না। কৌশলগত সংস্থার উপর জনগণের মালিকানা পুনরুদ্ধারের লড়াই এখনও আমাদের সামনে রয়েছে (যদিও ফ্রান্স এবং স্পেনের মতো দেশগুলিতে এই অর্থে একটি আংশিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে)। অধিকন্তু, হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তন তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়, যেমনটি আর্জেন্টিনায় উদারপন্থী রাজনীতিবিদ জাভিয়ের মিলির উত্থানে দেখা গেছে। তিনি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সমালোচনা করার দিকে মনোনিবেশ করেন। যাইহোক, মাইলির মতো রাজনীতিবিদরা প্রায়শই 'রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলার' প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে যান, যা দেখায় যে তথাকথিত 'মুক্ত বাজার' যতটা মনে হয় ততটা স্বাধীন নয়। তাদের আগে নব্য উদারপন্থীদের মতো, মিলির মতো স্বাধীনতাবাদীরা আসলে রাষ্ট্র থেকে মুক্তি পেতে চায় না; তারা এর গণতান্ত্রিক ভূমিকাকে ক্ষুণ্ন করতে চায়।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের একটু ভাল দিক হল এটি সত্যকে প্রকাশ করে। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এখন আগের মতো 'মুক্ত বাজারের' মায়ায় লুকিয়ে নেই। এখন, এটা সবার জন্য পরিষ্কার যে রাষ্ট্র কতটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং হয় তার অসমতাকে আরও খারাপ করে বা কমিয়ে দেয়। এই পরিবর্তন প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলোকে পরিবর্তনের জন্য চাপ দেয়ার এবং পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার নতুন সুযোগ দিতে পারে। এটি নাগরিকদের বুঝতে সাহায্য করে যে অর্থনীতি শুধু একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নয় বরং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। যেহেতু একটি বাজার-চালিত সমাজের ধারণাটি আর আগের মত প্রসিদ্ধ নয়, তাই আজকের বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত তা পুনর্বিবেচনার একটি সুযোগ রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
পাবলো গেরবাউদ <paolo.gerbaudo@ucm.es> Twitter: @paologerbaudo

অনুবাদ: আরিফুর রহমান, প্রভাষক, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

# > মেধাতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদ

**ফ্যাব্রিসিও ম্যাসিয়েল,** ফ্লুমিনেন্স ফেডারেল ইউনিভার্সিটি, ব্রাজিল

*কৃতজ্ঞতাঃ ফ্রিপিক*

আধুনিক বিশ্বে মেধাতন্ত্র সর্বদা একটি উচ্চতর নৈতিক ব্যবস্থা এবং বৈষম্য মোকাবেলায় সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে। মেধাতন্ত্রের সমর্থকথকরা মনে করেন সুনির্দিষ্ট করে বললে এর সবচেয়ে মহৎ গুণটি হলো এটি অসমতার মূলবিন্দু দ্বারা আরোপিত সামাজিক অবিচারের বাঁধাগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে সকলের জন্য সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার সুযোগ করে দেয়। ফলস্বরূপ একটি অধিকতর সমতাবাদী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি একটি মেধাতান্ত্রিক সমাজের জন্য প্রদেয় সুযোগসমূহ নিশ্চিতকরন।

এখানে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনেকটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। কারণ রিও ডি জেনিরো ভিত্তিক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন স্তরের এবং বিভাগের পরিচালকদের সাথে আমি ও আমার সহকর্মীরা ব্রাজিলে গত কয়েক বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতামূলক গবেষণাকালীন সময়ে এর ঠিক বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করেছি। সামাজিক চূড়ার সবচেয়ে মৌলিক প্রতিশ্রুতিতে দুর্বল ও বিভ্রান্তিকর হওয়ার পাশাপাশি, মেধাতন্ত্রও গভীরভাবে কর্তৃত্ববাদী। এছাড়াও বর্তমান সময়ের ডান পাক্ষিক সরকারগুলোর স্পষ্ট কর্তৃত্ববাদের চেয়েও মেধাতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদ আরো বেশি দৃঢ়, অদৃশ্য এবং কার্যকর।

## > সামাজিক ভিত্তি, জীবনধারা ও রাজনৈতিক অবস্থান

উপসংহারে পৌঁছানোর আগে আমরা আমাদের গবেষণাকে তিনটি মৌলিক ধাপের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করেছি, যা আমাদের প্রাথমিক অনুমানগুলো পরীক্ষা করার জন্য সহায়ক ছিলো। প্রথম ধাপটি সামাজিক ভিত্তি নিয়ে কাজ করে, যা মূলত শ্রেণী ধারণার সমর্থক। প্রায় ১০০ জন পরিচালকের একটি নমুনায় (একটি অনলাইন ভিত্তিক প্রশ্নাবলিসহ এবং লিংকডইন নামক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে করা একটি সমীক্ষা) আমরা হাতে-নাতে বুঝতে পেরেছি যে বিশাল সংখ্যক (প্রায় ৯০% এর বেশি) পরিচালকের জন্ম হয়েছে ব্রাজিলের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে। এইভাবে আমরা গবেষণা ফলাফল থেকে তুলে ধরেছি যে উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে আসা এবং শ্রম শ্রেণিবিন্যাসে অতি উচ্চ পদ দখলের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। ফলে এই তথ্যটি একাই মেধাতন্ত্রের পক্ষে করা প্রাথমিক অনুমানগুলোকে অস্বীকার করে। এটি দেখায় যে, মেধাতন্ত্র গণতান্ত্রিক হওয়ার পরিবর্তে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থার পুনরুৎপাদনের অন্তর্নিহিত গতিশীলতায় স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা পালন করে। রাইট মিলস ১৯৫০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে *অভিজাতদের* সম্পর্কে করা তার গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় একইরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় ধাপটি ছিলো ব্রাজিলিয়ান পরিচালকদের জীবনধারা নিয়ে। এই মর্মে আমরা তাদের পাঠভ্যাস জরিপ করেছি। এবং আমরা দেখতে পেয়েছি তাদের পছন্দের মধ্যে রয়েছে ম্যাগাজিন ভচে এস/এ, ফোর্বস ব্রাজিল এবং এক্সামি। তিন বছর ধরে এই ম্যাগাজিনগুলোর সদস্য হওয়া এবং বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এর বিষয়বস্তুগুলো এমন বিশেষভাবে তৈরি যা 'বাজার মানসিকতাকে' তৈরি করে, যা কিনা গভীরভাবে মেধাতান্ত্রিক, রক্ষণশীল এবং কর্তৃত্ববাদী। নানাদিক থেকে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে চলমান বয়ান অন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্বের বিকাশকে উদ্দীপিত করে। এটি ঘটে কারণ বাজার বিজয়ীদের উদযাপিত আত্মবিশ্বাস ও তারকাবনে যাওয়া পরিচালক ও উদ্যোক্তাদের জীবনের লোক দেখানো গল্পগুলো তাদের সামাজিক ভিত্তি ও প্রাপ্ত সুবিধাগুলোকে গোপন করে। অথচ যাদের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার পদে জয়ী হওয়ার যোগ্যতা ছাড়া সবকিছুই আছে। এর চেয়ে স্বৈরাচারী আর কিছু হতে পারে না। এটি বাজার কর্তৃত্ববাদের একটি সূক্ষ্ম এবং কার্যকর রূপ।

পরিশেষে, আমাদের গবেষণার তৃতীয় ধাপটি সাক্ষাৎকারদাতাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার সাথে জড়িত। এই ধাপে, বাজারের বিজয়ীরা যা

>>

চিন্তা করেন স্বাভাবিকভাবেই তা থেকে তাদের পরিচয় ফুটে উঠে। আমরা যখন ব্রাজিলের সমাজ ও বর্তমান বিশ্বের কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো যেমন শ্রম ও পেনশন সংস্কার, বৈষম্যের কারণসমূহ এবং সমাজে কোম্পানিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি উত্তরদাতাদের সিংহভাগ একটি সুসজ্জিত বক্তৃতা পেশ করেছিল যার সাথে কর্পোরেট জগতের খুব বেশি মিল রয়েছে। সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাটি বাজারকে সমস্ত গুণের ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্রকে সকল সামাজিক সমস্যার জন্য খলনায়ক হিসাবে চিত্রিত করে। তখন অসহায় ভুক্তভোগী নাগরিকদের তাদের অত্যাবশ্যক চাহিদা পূরণের জন্য বাজার পতিদের হাতে নিজেদের সপে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

## > কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা

রাইট মিলস যেমনটা বলেছেন এই 'রক্ষণশীল চেতনা' এবং বিশ্বব্যাপী চরম ডানপন্থীদের উত্থান ও শক্তিশালীকরণের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আজ সুস্পষ্ট। এই বিষয়ে আমরা আমাদের গবেষণায় বিভিন্ন দিকগুলিতে চিহ্নিত করেছি। যেমন শীর্ষ পর্যায়ের পরিচালক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত 'কর্পোরেট অভ্যাস' এবং এর সাথে মিলিত এই কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা- যা একই সাথে বর্ণবাদী। যেটি ব্রাজিলে ২০১৮ সালে জেইর বলসোনারোর নির্বাচনের জন্য প্রধান নিয়ামক ছিল। তার নির্বাচন এবং বলসোনারিজমের পক্ষে সমর্থন মূলত নির্ভর করেছিল ব্রাজিলের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের তীব্র সক্রিয়তা এবং প্রচুর আর্থিক সহায়তার উপর। হাভানের সভাপতি এবং একজন সুপরিচিত বলসোনারোর নির্বাচনী প্রচারক হিসেবে লুসিয়ানো হ্যাং এর হলুদ টাই সহ একটি সবুজ স্যুট পরিহিত প্রতীকী বিখ্যাত চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যে বেশে তিনি প্রায়শই বলসোনারোর পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছেন। এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্রাজিলের ব্যবসায়ী শ্রেণীর বর্তমান একটি নিখুঁত ব্যঙ্গচিত্র।

এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে ২০১৮ সালে আমরা যখন জরিপের একটি বড় অংশ পরিচালনা করেছিলাম, তখন পরিচালকদের দ্বারা সর্বাধিক প্রশংসিত জনসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন বিচারক সার্জিও মোরো, যিনি ছিলেন লাভা জাতো অপারেশনের তৎকালীন নায়ক এবং লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে গ্রেপ্তারের জন্য দায়বদ্ধ। যা ছাড়া বলসোনারো নির্বাচিত হতেন না। মোরো বলসোনারোর বিচার বিভাগের মন্ত্রী এবং ব্রাজিলের অতি ডানপন্থীদের অন্যতম অপরিহার্য প্রতীকী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন, যা কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। এটি হয়েছে মূলত ব্রাজিলীয় সমাজে প্রচলিত শাস্তিমূলক চিত্রের কারনে, যা সামাজিক উত্থানকে বেগবান করেছে এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে প্রকাশ করে।

এছাড়াও, ব্রাজিলিয়ান এবং লাতিন আমেরিকার ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপটের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, যেমন মার্সেলো ওডেব্রেচ, সর্বদা মহান নেতাদের একজন এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। একইসাথে যিনি পেশাজীবী এবং অনুসরণ করার মতো মানুষের প্রকৃত উদাহরণ। ওডেব্রেচ পরিবারের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মার্সেলোকে ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক দুর্নীতি কেলেঙ্কারির একটিতে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করার ঘটনা কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে বিস্ময় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল এবং এইভাবে ভাল পরিবারের মানুষ হিসাবে তার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছিল। অন্য অনেক ঘটনার মধ্যে এটি একটি বড় উদাহরণ।

জর্জ পাওলো লেহম্যানের মতো ব্যক্তিত্ব, যাকে ফোর্বস ব্রাজিলের র‍্যাঙ্কিং দ্বারা একাধিকবার ব্রাজিলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তারা সবসময়ই আমাদের কল্পনায় সাফল্য ও সততার মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। লেহম্যান এবং তার দুই অংশীদার মার্সেল টেলেস ও বেটো সিকুপিরার সাথে লোজাস আমেরিকানদের ক্ষতির সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারি বর্তমান পুঁজিবাদের অন্যতম প্রধান ও বড় জালিয়াতি হিসেবে পরিচিত। এই ঘটনা সাফল্যের চিত্রগুলিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। *অন্যত্র প্রকাশিত* আমাদের গবেষণায়, আমরা আমাদের কাজের একটা বড় অংশবিশেষ ব্যয় করেছিলাম ব্রাজিলের কিছু ব্যবসায়িক তারকাদের সমালোচনামূলক জীবনী অনুসন্ধানের জন্য। এখানে উল্লিখিতদের ছাড়াও আমরা ব্রাজিলের প্রেক্ষাপটে দুই তারকা উদ্যোক্তা, এইক বাতিস্তা এবং অ্যাবিলিও দিনিজ এর সাফল্যের গতিবিধি বিশ্লেষণ করেছি। একটি সাধারণ প্রাপ্ত ফলাফল হিসাবে আমরা চিহ্নিত করেছি যে তাদের সাফল্যের পিছনে রয়েছে বাজার সমর্থনকারী ম্যাগাজিনে চিত্রিত অগণিত প্রচ্ছদ, সেখানে অত্যন্ত সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির জন্ম হয় এবং যা তাদের 'সাফল্য' ব্যাখ্যা করতে অনেক দূর এগিয়ে যায়।

## >সুযোগসুবিধার গতিবিধি ও মেধাতন্ত্রের কল্পকাহিনী

আমাদের গবেষণা থেকে আমরা বলতে পারি যে ব্রাজিলীয় পরিচালকরা মূলত একটি বৈশ্বিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে এবং তারা এমন একটি বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে একটি সত্যিকারের 'মেধাতান্ত্রিক কল্পকাহিনী' দিয়ে বৈষম্যের আসল কারণগুলিকে অস্বীকার করা হয়। সাধারণভাবে 'নতুন পুঁজিবাদ' এর মোড়কে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল এবং টেকসই বয়ানের বিপরীতে, আমরা বাস্তবিকপক্ষে যা দেখতে পাই তা হল পরিবেশগতভাবে লুণ্ঠনমূলক, একচেটিয়া এবং অসহিষ্ণু পুঁজিবাদ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আমাদের গবেষণায় কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য কিছু লোক দেখানো অন্তর্ভুক্তিমুলক কার্যক্রম পেয়েছি। সেইসাথে মারিয়ানা এবং ব্রুমাদিনহোতে সংঘটিত পরিবেশগত অপরাধগুলোর স্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং আমাদের কিছু শীর্ষ পর্যায়ের পরিচালকদের ব্রাজিলীয় সমাজের কাছে অনেক কিছুর উত্তর দিতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ : ফ্যাব্রিসিও ম্যাসিয়েল <macielfabricio@gmail.com>
অনুবাদ : হেলাল উদ্দীন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

# > ফরেনসিক উপনিবেশবাদ

**মার্ক মুনস্টারজেলম,** উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

ট্রয় ডাস্টার, ডুয়ানা ফুলউইলি এবং আমাদে মাচারেক-এর মতো পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে, জাতিগত ধারণাগুলো ফরেনসিক জেনেটিক্স গবেষণা, উন্নয়ন এবং এর বাস্তবায়নকে বিস্তৃত করেছে। এই বিষয়গুলোকে যুক্ত করে, আমার নতুন বই ফরেনসিক ঔপনিবেশিকতা: জেনেটিক্স অ্যান্ড দ্য ক্যাপচার অফ ইনডিজেনাস পিপলস (ম্যাকগিল-কুইন্স ২০২৩) উপস্থাপন করে যে কীভাবে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তারপরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং চীনে প্রভাবশালী বিজ্ঞানীরা নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে যেমন বংশগতি এবং ফেনোটাইপ (দৃশ্যমান উপস্থিতি) নির্ধারণে আদিবাসীদেরকে, বিশেষ করে জিনজিয়াংয়ের উইঘুরদের বিভিন্নভাবে সম্পদ বা নিশানা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়, নিরাপত্তা সংস্থা এবং প্রাইভেট কোম্পানির সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক সমাবেশগুলোতে (নেটওয়ার্ক) স্বীকৃত ধারনা তৈরি করা হয় যে কীভাবে মানুষ ও মানবতার নামে অপরাধী এবং সন্ত্রাসীদের শিকার করতে হয়।

একটি কেস স্টাডিতে ইয়েল ইউনিভার্সিটির কেনেথ কিড কীভাবে পশ্চিম ব্রাজিলের কারিটিয়ানা, সুরুই এবং অন্যান্য আদিবাসীদের ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বারবার 'সম্পদ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন তা জানা যায়। ব্রাজিলে বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশকরা গণহত্যার পরবর্তীতে, জনসংখ্যা পুনরুদ্ধার করার জন্য আন্তঃবিবাহ গ্রহণ করেছিল এবং তারা জেনেটিক্যালি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ১৯৮৭ সালে বিতর্কিতভাবে তাদের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছিল। ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে, 'ডিএনএ যুদ্ধের' সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডিয়ান আদালতে প্রমাণক হিসাবে ফরেনসিক জেনেটিক পরীক্ষার প্রবর্তন নিয়ে রিচার্ড লিওনটিন ও কেনেথ কিডের মতো নেতৃস্থানীয় জেনেটিক গবেষকদের মধ্যে প্রকাশ্যে বিতর্ক হয়েছিল। ওহাইওতে ১৯৯০ সালের হেলস এঞ্জেলস হত্যা মামলা চলাকালীন, কেনেথ কিডের কারিশিয়ানা ও সুরুই এর তথ্য উপাত্ত প্রতিরক্ষা আইনজীবীরা তাদের হাতে পান; তারা এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা আইনজীবীরা, যাদের কয়েকজন একজন কানাডিয়ান সিরিয়াল কিলার এর জন্যও কাজ করছিল, তারা ঐসব তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে প্রসিকিউশনের জেনেটিক র‍্যান্ডম ম্যাচের সম্ভাবনার সাথে আসামীদের অপরাধের দৃশ্যের সংগে সম্পর্ক তৈরির বিষয়টিকে নিয়ে সন্দেহ জাগানোর চেষ্টা করেছিল। আদালতের সাক্ষী হিসেবে বা সম্মেলনে, বৈজ্ঞানিক জার্নাল নিবন্ধে এবং মার্কিন গণমাধ্যমে বিজ্ঞানীরা কারিশিয়ানা ও সুরুই আদিবাসীদের তথ্যের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং উত্তর আমেরিকার জাতিগতভাবে সংজ্ঞায়িত জনসংখ্যার মধ্যে জেনেটিক মার্কার ফ্রিকোয়েন্সিগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিনা সে বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

## > ৯/১১ এর পরবর্তী সময়ে

৯/১১ হামলার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং চীনে নিরাপত্তা ব্যয়ের দ্রুত বৃদ্ধি ফরেনসিক জেনেটিক্সের সম্প্রসারণকে তরান্বিত করেছে, যার মধ্যে বংশগতি ও ফিনোটাইপ (দৃশ্যমান উপস্থিতি) নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়টি রয়েছে। আক্রমণের আগে বংশ এবং ফিনোটাইপ নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধভাবে জাতিগতভাবে বিতর্কিত বলে বিবেচিত হয়েছিল। ২০০৩-৪ সালে ৯/১১-এর শিকার ব্যক্তিদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা উল্লেখ কওে মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজি) 'বিকল্প জেনেটিক মার্কার' হিসাবে বংশগতি ও ফিনোটাইপের জন্য ব্যাপক অর্থায়ন শুরু করে। এই অর্থায়ন হতে কিড ল্যাব ৬৮.৫ মিলিয়ন ডলারের তহবিল পেয়েছে বংশানুক্রমিক অনুমান ও পৃথক শনাক্তকরণ এসএনপি (সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম) মার্কার প্যানেলগুলোর নির্বাচন করার জন্য। এর মধ্যে কিড ও তার সহকর্মীরা ২০১১ সালের ডিওজি ফান্ডিং রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে তারা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সাধারণীকরণের জন্য জেনেটিক পার্থক্যের উদাহরণ হিসাবে কারিশিয়ানা ও সুরুই, পাশাপাশি এমবুটি ও নাসিওইয়ের মতো অন্যান্য আদিবাসীদের ব্যবহার করেছে: "আমাদের গবেষণায় বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ছোট, বিচ্ছিন্ন ও জন্মগত বৈশিষ্টপূর্ণ জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছি।"

২০১৫ সালের মধ্যে মার্কিনিদের-তৈরি বাণিজ্যিক ফরেনসিক জেনেটিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে মার্কার প্যানেলগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল। এই বাণিজ্যিক ব্যবস্থাগুলো আদিবাসীদের উপর পরীক্ষা করা হয়েছিল যেমন ইলুমিনা এফ-জিএক্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় থাকা ইয়াভাপাই আদিবাসীদের উপর পরীক্ষা করা হয়েছিল, ১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে যার নমুনাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল। চীনা নিরাপত্তা সংস্থাগুলো উইঘুরদের উপর থার্মো ফিশার ইয়ন টরেন্ট সিস্টেম পরীক্ষা করেছে এবং জিনজিয়াং-এ চীনা সরকারের ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়নের সময় ২০১৬ ও ২০১৭ সালে থার্মোফিশার সম্মেলনে এর কিছু ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছিল।

৯/১১-এর পওে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশের সময় চীনকে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের শিকার হিসাবে উপস্থাপন করে, 'প্রতিবিপ্লবী' এর মতো পুরানো ধারাগুলো প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে চীনা সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ নীতিকে গ্রহণ করে। ২০১০-এর দশকের গোড়ার দিকে ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়নের ফলে, চাইনিজ মিনিস্ট্রি অফ পাবলিক সিকিউরিটি ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক সায়েন্স কেনেথ কিডের সহযোগিতায় তার পূর্বপুরুষ সনাক্তকরণ এসএনপি মার্কার প্যানেল তৈরি করেছিল যা হান চাইনিজ, তিব্বতি এবং উইঘুরদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এই সহযোগিতার ফলে কিডকে ২০১৫ সালে চীনে তার ৫৫টি পূর্বপুরুষ চিহ্নিতকারী প্যানেল পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়। বিনিময়ে, তিনি কিড ল্যাবে সেল লাইন থেকে উত্থিত ডিএনএ নির্যাস নমুনা প্রদান করেন। মোট ২২৬৬টি নমুনা যা ৪৬ জনের প্রতিনিধিত্ব করে (কারিশিয়ানা এবং সুরুই সহ)। এসব নমুনা ব্যবহার করে ইনস্টিটিউট অফ ফরেনসিক সায়েন্স তাদের নিজস্ব বংশগতির অনুমান সংক্রান্ত এসএনপি মার্কারগুলি তৈরি করে। যেমন *Jiang et al.*-এর ২০১৮ সালে প্রকাশিত একটি পেপার ১১০ জনের প্রতিনিধিত্বকারী ১০,৩৫০টি নমুনা ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে ৯৫৭ উইঘুর (যা মূলত বড় রকমের ওভারস্যাম্পলিং) রয়েছে। ২০১০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে, ইনস্টিটিউট অফ ফরেনসিক সায়েন্স ৮টি চীনা পেটেন্ট (এবং তিনটি অ্যাপ্লিকেশন) পেয়েছে পূর্বপুরুষের অনুমান চিহ্নিতকারীর বিষয়ে, তার মধ্যে কিছু সরাসরি উইঘুর এবং তিব্বতিদের মধ্য থেকে (যেমন ঈঘ১০৩১৪৬৮২০ই ও ঈঘ১০৭৪১৯০১৭ই)।

উইঘুরদের উপর এই ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা বিষয়টি বেইজিং ইন্সটিটিউট অব জিনোমিক্স এবং চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস-ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটি পার্টনার ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটেশনাল বায়োলজির সাথে ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক সায়েন্সের যৌথ গবেষণায়ও প্রতিফলিত হয়েছে যে উইঘুরদের নিয়ে ফিনোটাইপিং প্রযুক্তি তৈরি করা যায়, যা ২০১৭ ও ২০১৯ এর মধ্যে প্রকাশিত শত শত উইঘুর বিষয় সম্বলিত গবেষণায় উঠে এসেছে। বেইজিং ইনস্টিটিউট অফ জিনোমিক্স এবং পার্টনার ইনস্টিটিউট অফ কম্পিউটেশনাল বায়োলজির বিজ্ঞানীরা ভিজিবল জেনেটিক ট্র্যাইটস কনসোর্টিয়ামের সাথে এধরনের কাজগুলো করেছেন, যার মধ্যে বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় (যেমন টুইনস ইউকে), অস্ট্রেলিয়ান এবং লাতিন আমেরিকানরা রয়েছে। *Liu et al.* -এর ২০১৮ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে প্রায় ৭০০ উইঘুর সহ প্রায় ২৯,০০০ টি নমুনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

>>

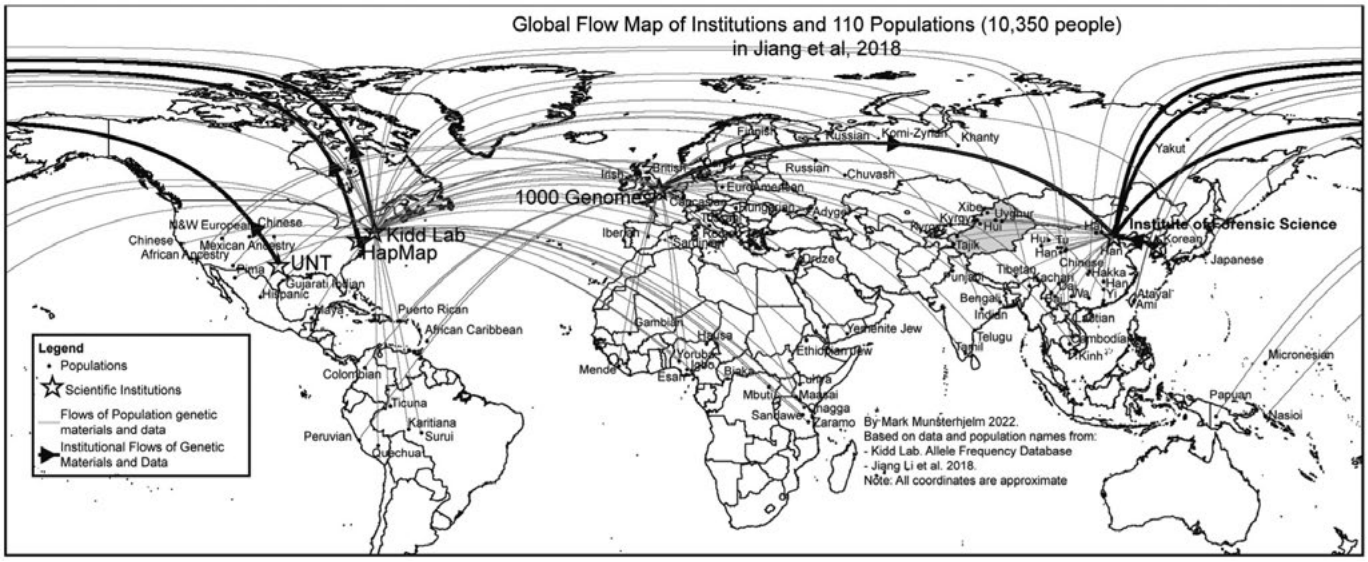


*জিয়াং লি প্রমুখ (২০১৮) গবেষণায় কিড ল্যাব ৪৬টি জনসংখ্যার ২২৬৬টি ডিএনএ নমুনা সরবরাহ করেছে, যা ইনস্টিটিউট অফ ফরেনসিক সায়েন্সের বিজ্ঞানীদের তাদের ২৭টি বংশানুক্রম নির্ধারণ সূচক প্যানেল পরীক্ষা করতে সাহায্য করেছে। কৃতজ্ঞতাঃ মুনস্টারহেলম, ২০২২।*

উপরের গবেষণাগুলো আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে জিনজিয়াং-এ চীনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত হয়েছে, যার মধ্যে পুন:শিক্ষা ক্যাম্পে গণবন্দিত্ব, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার উপর নিপীড়ন এবং গণ বায়োমেট্রিক ও জেনেটিক প্রোফাইল তৈরি উল্লেখযোগ্য। এই ক্রমবর্ধমান নিন্দা অবশেষে জেনেটিক গবেষণা বন্ধ করতে সক্ষম হয় যখন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও পশ্চিমা মিডিয়ার রিপোর্টে বিষয়গুলো আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার করা হয়। ২০১৯ সালে থার্মো ফিশার ঘোষণা করেছিল যে এটি জিনজিয়াং-এ মানব শনাক্তকরণ পণ্য বিক্রি বন্ধ করবে। ২০২০ সালে ক্রমবর্ধমান মার্কিন-চীন সম্পর্ক উত্তেজিত হয়ে ওঠে, মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ ফরেনসিক সায়েন্স ইনস্টিটিউটের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যেটির বিরুদ্ধে চীন সরকার তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতাকে দুর্বল করা হিসেবে উল্লেখ করে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরুপ কিছু পশ্চিমা ও চীনা বিজ্ঞানী যারা গবেষণায় জড়িত তারা এমন অন্যায় বা পুনরায় এ ধরনের গবেষণা করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন।

এই প্রভাবশালী ফরেনসিক জেনেটিক কাজগুলি কয়েক দশক আগে নেওয়া নমুনাকে অননুমোদিত সেকেন্ডারি উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করার মতো এমন অসংখ্য অধিকার লঙ্ঘনের সংগে জড়িত যা সমসাময়িক নৈতিকতা ও আদিবাসী সার্বভৌমত্ব এবং অধিকার লঙ্ঘন করে (উদাহরণস্বরূপ ইউএন ডিক্লারেশন অব দ্য রাইটস অব ইনডিজেনাস পিপলস, অনুচ্ছেদ ৩১)। তবে ভুক্তভোগীদের উপর গবেষণা বন্ধ করতে না পারার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো উইঘুর ও অন্যান্য জিনজিয়াং জনগণের উপর চীনা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার সম্পর্ক। উপসংহারে, ফরেনসিক জেনেটিক্সে জাতিগতভাবে গঠিত ধারণা এবং ধাপগুলি ব্যাপকভাবে জানার জন্য আরও অনুসন্ধান ও লোক বিতর্কের প্রয়োজন। ■

সরাসরি যোগাযোগ: মার্ক মুনস্টারজেলম <markmun@uwindsor.ca>

অনুবাদ: ইয়াসমিন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

# > জাতিসঙ্ঘ সংস্থার মধ্যে (এবং বাইরে)

## বৈচিত্র্য এবং স্বচ্ছতা

**ভিটোরিয়া গনজালেজ,** প্লাটফর্মা সি আই পি ও, এবং গ্লোবাল ডায়ালগের সহকারী সম্পাদক, ব্রাজিল

*কানাডিয়ান কর্মী এবং শিল্পী বেঞ্জামিন ফন ওং-এর প্লাস্টিক ট্যাপ বন্ধ করুন্ শিরোনামের স্মৃতিস্তম্ভটি কেনিয়ার নাইরোবিতে জাতিসংঘের পরিবেশ সমাবেশের অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। কৃতজ্ঞতাঃ ইউএনইপি/সিরিল ভিলেমেইন।*

বৈচিত্র্য প্রতিফলন হওয়া দরকার নেতৃত্ব পদের মধ্যে-জাতীয় ক্ষেত্রে, দেশীয় রাজনীতি এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থা, যেমন জাতিসঙ্ঘ (ইউএন) এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন কাহিনীর বৈচিত্র্য আরোও অর্ন্তভূক্তমূলক এবং ব্যাপক আলোচনা ও নীতির দিকে ধাবিত করে। অর্থাৎ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং গণতন্ত্রের জন্য একটি অতীব জরুরী উপাদান। তাদের প্রতিনিধিত্বশীলতা সংখ্যাগত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে যারা নীরব এবং সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারকে নিশ্চিত করে, তাদের ধারনা ও আগ্রহকে বুঝতে সহ-য়তা করে।

বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে এই সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এই কারণে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু প্রতীকী নয়, সামাজিক বৈধতা প্রদান করে। এর আবার একটি বস্তুগত মাত্রাও রয়েছে, যেহেতু এটা ক্ষমতা এবং সম্পদের প্রবেশাধিকারকে নিশ্চিত করে, এর ফলে সুনির্দিষ্ট উপায়ে সমাজ প্রভাবিত হয়। এই কারণেই উর্ধ্বতন পদের জন্য নির্বাচিত হওয়া এবং সম্পদে কার্যকর প্রবেশাধিকারকে থাকার সম্ভাবনাকে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষকে অবশ্যই জানাতে হবে এবং এটাই সামাজিক ন্যায় ধারণার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

যখন আর্ন্তজাতিক নীতি-নির্ধারন উত্তর গোলার্ধ থেকে আসা সাদা মানুষের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রধানত পরিচালিত হয়, তখন এটি শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ, অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেই বাদ দেয় না বরং সাদা মানুষের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেই সর্বজনীন করে তোলে। তাই এটি জোর দেওয়া অপরিহার্য যে, গণতন্ত্র এবং ন্যায়ের একটি প্রতীক হওয়ার পাশাপাশি, জাতিসঙ্ঘের মতো সংস্থাগুলোর মধ্যে নেতৃত্বের পদের বৃহত্তর বৈচিত্র্য একটি কৌশলগত বিষয়, এই অর্থে যে সমসাময়িক বৈশ্বিক বিতর্ক এবং সমস্যাসমূহের জন্য তৃণমূল থেকে উদ্ভাবিত ধারণা প্রদান করে নীতির ফলাফলকে উন্নত করতে পারে। যদি আমরা পরিবেশ এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করি, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিশেষ করে দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য, প্রতিনিধিত্বশীলতা বাড়ানো অপরিহার্য। দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলো জলবা-য়ু পরিবর্তন, দরিদ্রতা এবং অসমতা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাবের শিকার, তাদের জাতীয় সীমানার মধ্যে এবং উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোর সাথে তুলনা উভয় দিক থেকে। ভঙ্গুরতা, দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল সেক্টরের উপর নির্ভরতা এখানে বিবেচনা করার কিছু বিষয়।

### > ইউ এন ব্যবস্থার মধ্যে অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব

ইউ এন ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিলে বিভিন্ন দলের অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব দেখা যায় প্রধানত উর্ধতন নেতৃত্ব পদে এবং যদি আমরা আন্তচ্ছেদভাবে চিন্তা করি তবে অপর্যাপ্ত প্রতিনিধির স্তরগুলি অধিগমন করে। বিশেষ করে, দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে নারী এবং ব্যক্তির অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বশীলতা চোখে পড়ে। এটি এমন একটি সমস্যা যা এই সংস্থা প্রতিষ্ঠাকারী বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে এবং অবিলম্বে সমাধান করা উচিত। এই প্রেক্ষিতে এটা বলা জরুরী যে প্রার্থী নির্বাচন, নিয়োগ এবং হুকুম সম্পর্কিত বিস্তারিত অফিসিয়াল তথ্য ও খবর জানা একটি সহজ কাজ নয়। এই অসুবিধা জনসাধারণের যাচাই-বাছাইকে বাঁধাগ্রস্ত করে এবং স্বচ্ছতাও গণতন্ত্রের জন্য একটি মৌলিক প্রশ্ন/বিষয়।

এই তথ্য ঘাটতির প্রেক্ষিতে গ্রুপ অফ উইমেন লিডার ভয়েসেস ফর চেঞ্জ অ্যান্ড ইঙ্কলুশন (জি ডব্লিউ এল ভয়েস) দ্বারা জেন্ডার সমস্যার উপর

>>

পরিচালিত সাম্প্রতিক *গবেষণা* অত্যন্ত মূল্যবান। গবেষণা এটা দেখাই যে, ১৯৪৫ সাল থেকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক ৩৩টি সংস্থার মধ্যে ৪৭ জন নারী এবং ৩৩৫ জন পুরুষ নেতৃত্বের পদে রয়েছেন। অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাঁচটি পরিচালিত হয়েছে শুধুমাত্র একবার নারীদের মাধ্যমে এবং তেরটি, ইউ এন জেনারেল সেক্রেটারিয়েট এর অর্ন্তভুক্ত, কখনও নারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় নি। পরিমাণগত বিশ্লেষণ ছাড়াও, গুনগতভাবেও চিন্তা করা জরুরী; উদাহরণস্বরূপ, নারীদেরকে এমনকি জেন্ডার সমস্যা অথবা ঐতিহাসিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয় যেমন শৈশব এবং যত্ন সম্পর্কিত অবস্থানেও নিয়োগ দেয়া হয় নি।

জাতীয়তা প্রশ্নে, পাস ব্লু এর একটি *প্রবন্ধে* পাওয়া যায় উদাহরণস্বরূপ, ইউ এন এর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় (দি ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিকাল অ্যান্ড পিসবিল্ডিং এফ্যারস, দি ডিপার্টমেন্ট অফ একোনমিক ও সোশাল এফ্যারস, দি অফিস ফর দি কোওরডিনেশন অফ হিউমেনিটেরিয়ান আফ্যারস, দি অফিস অফ কাউন্টার-টেরোরিজম, অ্যান্ড দি ডিপার্টমেন্ট অফ পিস অপারেশন) উর্ধ্বতন নেতৃত্বের পদ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটি একটি একচেটিয়া অবস্থান তৈরি এবং তীব্র করে এবং বিভিন্ন শক্তির ভারসাম্যহীনতাকে শক্তিশালী করে।

ব্লু স্মোকের একটি সম্প্রতি প্রকাশিত *নীতি সংক্ষিপ্ত*, "অসমতার উন্মোচন: জাতিসঙ্ঘের প্রধান পরিবেশ ও উন্নয়ন সংস্থার উর্ধ্বতন নিয়োগের উপর একটি পর্যালোচনা " তে দেখিয়েছেন চারটি ইউ এন সংস্থাঃ দি ইউনাইটেড নেশন্স ডেভালপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ এন ডি পি), দি ইউনাইটেড নেশন্স এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ এন ই পি), দি ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (এফ এ ও), এবং দি কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (সি বি ডি) এর মধ্যে উর্ধ্বতন নেতৃত্ব নিয়োগে স্বচ্ছতা এবং বৈচিত্র্য এর অভাব রয়েছে। এই চারটি সংস্থা পরিবেশ ও উন্নয়ন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষকরে যখন আমরা জলবায়ু জরুরী অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করি। যেহেতু দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষরা জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে বেশী পরিমাণে প্রতিকূলতার শিকার এবং এটা বিশেষ করে মহিলা ও নারীদের ক্ষেত্রে সত্য, তাই এই সংস্থাগুলোর মধ্যে অঞ্চল ও জেন্ডার প্রতিনিধিত্বের মাত্রা সম্পর্কে ভাবা অতীব জরুরী। এই সংক্ষিপ্তসার এই বিষয়টাও তুলে ধরে যে এই চারটি সংস্থার মধ্যে শুধুমাত্র ২০% উর্ধতন নেতারা নারী এবং গড়ে ৪০% এসেছেন দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে। ১৯৬৬ সাল থেকে ইউএনডিপি এর নয়জন প্রশাসক রয়েছে। তাদের মধ্যে একমাত্র একজন হচ্ছেন নারী এবং একমাত্র একজন দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে। ১৯৭২ সাল থেকে ইউএনইপিতে আটজন নির্বাহী পরিচালক রয়েছেন: আটজনের মধ্যে তিনজন নারী; আটজনের মধ্যে দুইজন, দক্ষিন গোলার্ধ থেকে আসা। এফএও এর ক্ষেত্রে, ১৯৪৫ সাল থেকে নয়জন মহাপরিচালক ছিলেন; যদিও তাদের মধ্যে পাঁচজন দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলো থেকে আসা, তবে তাদের মধ্যে কেউই নারী নন। সর্বশেষ ১৯৯৩ সাল থেকে সিবিডি এর নয়জন নির্বাহী সচিব রয়েছে, তাদের মধ্যে ছয়জন দক্ষিণ গোলার্ধের এবং তিনজন নারী। সুতরাং, ভারসাম্যহীনতা চলমান, বিভিন্ন শক্তির ব্যবস্থা/গঠন প্রতীয়মান।

## > প্রতিনিধিত্বশীলতা: আমাদের সময়কার সমস্যা মোকাবেলার একটি চাবিকাঠি

প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতিনিধীশীলতার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা থাকায় এটি একটি চলমান বিষয়। এটি এমন একটি বিষয় যা ঐ চারটি কেস স্টাডি থেকে দূরদর্শন করা যেতে পারে এবং এর মধ্যে জেন্ডার ও ভৌগোলিক উৎস এর বাহিরে, সামাজিক বিষয়াবলী যেমন জাতি এবং ধর্ম অর্ন্তভূক্ত । সুতরাং এটি এমন একটি বিষয় যা আরও খোলাসা হওয়া দরকার। এই অর্থে ইউ এন এর মধ্যে উর্ধ্বতন নেতৃত্ব পদের (এবং এর স্টাফ সর্বোপরি) নির্বাচনের প্রক্রিয়াসমূহ আরোও স্বচ্ছ, সমানুপাতিক, এবং গণতান্ত্রিক হওয়া দরকার; ঐ পদের নিয়োগগুলো ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা রাজনৈতিক দরকষাকষির তুলনায় প্রার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর ভিত্তি করে বেশি হওয়া উচিত। বিশেষকরে জলবায়ু জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে, পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবেলা করতে আরও প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দেওয়া অতীব জরুরী।

বিভিন্ন বৈশ্বিক ব্যবস্থাসমূহ, যা স্থানীয় বিশেষত্বের প্রতি সংবেদনশীল এবং সবচেয়ে ঝুকিপূর্ন এলাকার মানুষের চাহিদাকে জানতে এবং পূরন করতে সক্ষম, নেয়ার জন্য, এটা জরুরী যে নীতি নির্ধারনে ঐ একই জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব থাকা জরুরী । নেতৃত্বে বৈচিত্র্য আনার মধ্যমে, ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াসমূহকে গণতান্ত্রিক করনে এবং জলবায়ু কর্মের সামগ্রিক কার্যকারিতা বাড়াতে আমরা অবদান রাখতে পারি । স্থানীয় বাস্তুসংস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান এবং প্রযুক্তিসমূহ একটি উদাহরণ তৈরি করতে পারে যেখানে এই ধরনের প্রচেষ্টা কার্যকর করা যেতে পারে; নাগরিক তথ্য তৈরি করার প্রকল্পসমূহ যেখানে বিভিন্ন পটভূমি এবং বিশ্ববীক্ষার মানুষের কথা বিবেচনা করার সুযোগ থাকবে এবং যা আরোও একটি গবেষণা ও নীতি নকশাকে প্রভাবিত করে।

স্বচ্ছ এবং গণতান্ত্রিক নিয়োগের উপর আলোকপাতকরণ এবং নেতৃত্ব পদে আরোও সমান প্রতিনিধিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করা, অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের সাথে জেন্ডার, ভৌগোলিক উৎস, জাতি, এবং জাতিগততা বিবেচনায় নেয়া অতীব জরুরী বৈশ্বিক মানুষের সমস্যাকে গণতান্ত্রিক করার ঐ পদসমূহের বৈধতা, বিশ্বস্ততা, এবং সামাজিক বিশ্বাস বেশি পরিমাণে দেওয়ার, এবং ইউ এন এর ভিতরে এবং বাহিরের প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়সমূহ যখন সামনে আসে। যেহেতু আমরা যুক্তি দিচ্ছি, এটি শুধুমাত্র গণতন্ত্রের প্রশ্ন এবং একটি প্রতীকী প্রশ্ন নয়, বরং ন্যায়বিচার ও প্রযুক্তিগত উন্নতির একটি। ইউএন এমন একটি সংস্থা যার লক্ষ্যসমূহ হল শান্তিপ্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকার রক্ষা করা, টেকসই উন্নয়ন বাড়ানো, এবং আর্ন্তজাতিক সহযোগিতায় লিপ্ত থ াকা, এটা বিবেচনা করা যে আমরা একটি জলবায়ু জরুরী অবস্থার মুখোমুখি যা সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে, যদিও অসমভাবে, এই সমস্যাসমূহ অত্যাবশ্যক এবং বাগাড়ম্বরপূর্নতা অতিক্রম করে/পিছনে ফেলে অব্যশই মোকাবেলা করতে হবে।

এটি জোর দিয়ে বলা অপরিহার্য যে, বছরের পর বছর ধরে আলোচ্যসূচিতে থাকা অপরিহার্য সমস্যাসমূহ এখনও সংকটপূর্ণ অবস্থাই রয়েছে। এটা নিশ্চিত, আর্ন্তজাতিক সংস্থা বা সরকার থেকে সব সমাধান আসবে না, কিন্তু তারা আমাদের বিশ্বের একটি গঠনমূলক অংশ। আর কতদিন তারা 'আমরা, জনগণের' প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হবে? ■

সরাসরি যোগাযোগ: ভিটোরিয়া গনজালেজ <vitoria@plataformacipo.org>
Twitter: @vit_gonzalez

অনুবাদ : বিজয় কৃষ্ণ বণিক, অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ISA PUBLICATIONS

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/
@isagdmag
www.isa-sociology.org